শান্তি পথ

বাগেদবি বরদে মাতঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়িনি
চরণাম্বুজয়োঃ স্থানং বিক্রবায় প্রদেহি মে

অন্ধকবি দুর্য্যোধন পাত্র প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ

কলিকাতা

সন ১৩৩০

Publisher—BARADAPRASAD PATRA
14, Joygopal Bhattacharjee's Lane
CALCUTTA

To be had
D. D. PATRA & Co
14, Joygopal Bhattacharjee's Lane,
Bagbazar, Calcutta

Printer - P. C. Gupta
KAMALA PRINTING WORKS
3 Kashi Mitter Ghat Street, Calcutta

উৎসর্গ

সংসার আতপ-তাপে শ্রান্ত ক্লান্ত যবে
শান্তির বিমল ধারা লভিতে ধরায়
শান্তি-ভরা **শান্তি পথ** বিরাজে সম্মুখে
উৎসর্গ বঙ্গবাসী করে তব আজি।

প্রকাশক

অন্ধ কবির

ভারত কাব্য

(যন্ত্রস্থ)



অন্ধকবি দুর্য্যোধন

অন্ধ কবি দুর্য্যোধনের স্বর্গারোহণে

কবিবর! ঝরে আঁখি নিতুই তোমার
তরে। কিবা দিবা কিবা নিশা কাঁদে প্রাণ
বিহনে তোমার। নহে স্থির মুহূর্ত্তেক
চিত তব অদর্শনে। এ হেন দহন
সহ্য নাহি হয়। মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছি
যাতনা বিষম। পুত্র তব ভ্রমিতেছে
উন্মত্তের প্রায় হেথা সেথা শান্তি আশে,
শান্তি নাহি পায় কোথা। হরিয়াছ শান্তি
তুমি তার। পুত্র-বধু তব পাগলিনী—
সংসারের রোল কভু না উঠিত কাণে
তার ছিলে যবে তুমি—অবলা নারীর
না ফুটিতে জ্ঞান-কলি—ফেলি তারে আজি
এ বিষম ঘোরে—কত যে বাসিতে ভাল—
কোথায় চলিলে দেব? কে আর রচিবে
বল পৌরাণিক গ্রন্থাবলী—আর কেবা
প্রবোধিবে হায়! সংসার আতপ-তাপে
ক্লান্ত যবে মোরা। হাসাইবে কেবা আর

রঙ্গ রসে নানা—মাতাইবে মন প্রাণ—
শান্ত স্নিগ্ধ ছন্দে। বৃথা শোক তাপ বৃথা
মনস্তাপ। মূঢ় মোরা খেদ করি তাই ;
সাঙ্গ যার ভব লীলা—কার সাধ্য রোধ
করে গতি তার ? যাও সেথা কবিবর !
যেথা রচিয়াছে বেদী স্তব তরে নিজ
হাতে বিশ্বকর্ম্মা যিনি। আশে পাশে তার
মাইকেল হেমচন্দ্র কবীশ নবীন।
আহ্বানিছে তারা তোমা'—পুরাও বাসনা—
বরষ আশীষ আর প্রিয় শিষ্যে তব।
নমি পদে কবিবর চরণে তোমার।

শ্রীশ্যামাচরণ বসাক

নিবেদন

এই কাব্যের নাম যে কেন শান্তি-পথ দেওয়া হইল, তাহা পাঠকগণ ইহা আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মন্তব্য প্রকাশ করা অনাবশ্যক। কবির অন্ধাবস্থায় ইহা লিখিত হয় এবং অন্ধের বিলাপ নামে ইহা জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। অন্ধকবি তাহার মৃত্যুর অনতিপূর্ব্বে ইহাতে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করেন এবং ইহার নাম শান্তি-পথ রাখিয়া যান। অনেক দিন পর আজ এই শান্তি-পথ প্রকাশিত হইল।

হে পাঠকগণ! হে জ্ঞান-পিপাসু কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ! যদি মানবত্বের এই ক্ষণিক জীবনে সেই অনাদি, অনন্ত, অদ্বিতীয়, অব্যয় ও অচ্যুত এবং সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বাণুস্যূত, সর্ব্বান্তঃকরণাধিষ্ঠিত পরমকারুণিক পরমেশ্বরের অদ্ভুত সৃষ্টি কার্য্যের প্রকৃত ও গূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ঐশ্বরিক তত্ত্বে সম্যক্ অভিজ্ঞতা পরিলব্ধ হইতে ইচ্ছা করেন এবং তাপ-

ত্রয়ের তীক্ষ্ণ দহনে দগ্ধীভূত ও জর্জ্জরিত কলেবরে অর্থাৎ এই জীবদ্দশায় ঐশিক উপাদানে বা গুণগ্রামে সংলিপ্ত হইতে কামনা করেন অথবা জীবনান্তে ঈশ্বরত্বে লীন হইয়া অনন্ত কালের জন্য ঐশিক অভিজ্ঞতার পরিণাম ফলস্বরূপ আপূর্য্যমাণ আনন্দাম্বুনিধির স্নিগ্ধকর, শান্তিপ্রদ ত্রিতাপনির্ব্বাপক সলিলোপরি ভাসমান হইতে বাসনা করেন, তবে এই শান্তিপথ ঐকান্তিক চিত্তে ও অনন্য মানসে আদ্যোপান্ত যথাযথ অধ্যয়ন ও হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রবৃত্ত হউন। বিস্তরেণালমিতি—

১৪নং জয়গোপাল ভট্টাচার্য্যের লেন
কলিকাতা
২১শে আশ্বিন, ১৩৩০



প্রকাশক

শান্তি পথ

(১)

আঁধার আঁধার আঁধার কেবল,
আঁধার প্রগাঢ় অসীম অতল,
নাহি তলাতল সুতল বিতল,
আঁধারে পূরিত প্রকোষ্ঠ মম ;
আঁধারে গ্রথিত বিভিন্ন অক্ষর,
আঁধারে প্রোথিত দৃশ্য মনোহর,
আঁধারে গ্রাসিত বিশ্ব চরাচর,
কি আছে বিষাদ আঁধার সম ?
আঁধার চৌদিকে মম ।

(২)

অধঃ ঊর্দ্ধে বামে দক্ষিণে আঁধার,
আশে পাশে অহো ঘোর অন্ধকার,
নাহি ভেদাভেদ সব একাকার,
আঁধারেই যেন গঠিত সব ;
আঁধারের অন্ন আঁধারের জল,
বিভিন্ন ব্যঞ্জন অভিন্ন সকল,
এ হেন বিভ্রম আঁধারে কেবল,
আঁধারে আঁধারে না আসে রব।
আঁধারে আঁধার সব ॥

(৩)

সম্মুখে আঁধার পশ্চাতে আঁধার,
বাহিরে ভিতরে আঁধার আমার,
মনে প্রাণে জ্ঞানে প্রলিপ্ত আঁধার,
অহং জ্ঞান ভাসমান আঁধারে ;
স্বভাব প্রভাবে শিথিল প্রভাব,
আঁধারে ভাসাতে ভাব তিরোভাব,
নিম্ন একবিংশ তত্ত্বে অপ্রভাব,
মানসে নাশিতে তাই না পারে।
আঁধারে, ঘোর আঁধারে।

(৪)

বিঘোর আঁধারে মানস সংরুদ্ধ,
অহং তত্ত্বে তাই না হ'ল প্রবুদ্ধ,
সে কেন হইবে সংক্ষুব্ধ বিমুগ্ধ,
মানসেই তত্ত্ব লোপ হইল ;
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে বিংশতি প্রকার,
সে সকলে ব্যাপ্ত না হইল আর,
যে হেতু আঁধারে রুদ্ধ অনিবার,
আঁধারেই তত্ত্বসত্তা গ্রাসিল।
আঁধারে সব মিশিল ॥

(৫)

তবে যে আঁধারে মহত্তত্ত্বোদ্ভূত,
কিরূপে যে হয় না জানি প্রত্যূত,
যে হেতু জীবাত্মা নহে অনুস্যূত,
প্রকৃতির সম্মোহিনী শক্তিতে ;
অহো বুঝিয়াছি স্মৃতিপটাঙ্কিত,
দরশনে চিত স্বতঃ উদ্বেলিত,
কিন্তু সে কার্য্যতঃ স্বীয় অভীপ্সিত,
না পারে সর্ব্বতোরূপে সাধিতে।
আঁধারে, নিম্নে নামিতে।

(৬)

আঁধারে আঁধার আপূর্য্য আঁধার,
নহে ভ্রাম্যমাণ রুদ্ধ অনিবার,
স্তব্ধ বদ্ধ গাঢ় ঘোর কৃষ্ণাকার,
হৃদিদ্বার' বিভীষিকা জৃম্ভিত ;
তাহে কি সম্ভবে সত্তার স্ফুরণ ?
যে হেতু এ হেন অধঃ নিগমন,
বৃথা কেন তবে অস্তিত্ব পেষণ ?
মানস শ্রোত্রাদি যবে স্তম্ভিত।
অহংত্ব হেন বিজিত !

(৭)

এবে যে হে দেব আঁধারে মগন,
দুর্ব্বিষহ কৃচ্ছ্র সহি অনুক্ষণ,
তুমি অন্তর্যামী পতিত পাবন,
কেন নাহি কর পতিতে ত্রাণ ?
ত্রাণকর্ত্তা তুমি তুমি ধ্যেয় ধ্যান,
তুমি বিশ্বজ্যোতিঃ বিশ্বচক্ষুষ্মান,
নমিবিশ্বপদে হে বিশ্ব বিজ্ঞান,
কর চক্ষুষ্মান জুড়াক প্রাণ।
আঁধারে নাহি যে জ্ঞান।

(৮)

জ্ঞান ধ্যান ধ্যেয় আঁধারে আঁধার,
তুমি বিশ্ব-কর্ত্তা তুমি বিশ্বাধার,
আ-বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সকলি তোমার,
আমি কি তোমার না হই তবে ?
কহ দেবদেব অনন্ত কারণ,
হে জগতপতে জগতভূষণ,
কহ কেন সহি হেন নির্য্যাতন,
কেন বা আহ্বানে থাক নীরবে ?
আঁধারে, কহ কি হবে।

(৯)

কি হবে হে দেব এ ঘোর বিপদে,
হৃত স্মৃতস্মিত আমি পদে পদে,
নাহি যে সংশ্রব আম্পদে সম্পদে,
আপদে বিপদে প্রাণ যে যায় ;
তুমি পরাৎপর পরম ঈশ্বর,
পরম বিজ্ঞান পরম অক্ষর,
ক্ষরে অনুস্যূত ক্ষর হৃদীশ্বর,
জীবে জড়ে জলে আর যা' তায়।
আঁধারে, প্রাণ যে যায়।

(১০)

আঁধারে নয়ন ঝরে ঝর ঝর,
আঁধারে চরণ টলে থর থর,
বিষাদে মগন তনু জর জর,
ব্যসনে বদনে না সরে স্বর ;
মণিহারা ফণী যথা ব্যাকুলিত,
ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ স্বধর্ম্ম রহিত,
জ্যোতিঃ-হারা আমি তথা শোকান্বিত,
হৃদাকাশে বহে শোকের ঝড়।
আঁধারে, বহে যে ঝড় ॥

(১১)

ঝড়ের উৎপত্তি পৃথিবী ঘূর্ণনে,
মাধ্যাকর্ষণের সমতা রক্ষণে,
সূর্য্য-আকর্ষণে বৈষম্য ঘটনে,
এই ত ঝড়ের কারণ জানি ;
ওহো! বুঝিয়াছি ব্যষ্টিত্বে আমার,
হৃদি-পৃথিবীতে জ্যোতিঃ সূর্য্যে আর,
প্রবেশ করাতে দুর্দ্দৈব আঁধার,
উঠিয়াছে ঝড় এ কথা মানি।
আঁধারে, এ ঝড়ে জানি।

(১২)

এ ঝড়ের গতি প্রখর প্রবল,
তীব্রতায় তনু ত্রস্ত বিচঞ্চল,
তাহে ঘূর্ণীবায়ু উঠে অনর্গল,
গর্জ্জনে গভীর স্তম্ভিত মতি ;
জীবন প্রবাহ তাহে অনুক্ষণ,
পতন উন্মুখ পুনঃ সংহরণ,
ঘূর্ণী সে ত নহে অনন্ত কারণ,
জীব-সত্তা যাহে লভয়ে গতি।
আঁধারে, রুদ্ধ যে গতি।

(১৩)

যে গতি বিহনে দুর্গতি বিশেষ,
এই ত দেখ না যন্ত্রণা অশেষ,
নিমেষের তরে নাহি সুখলেশ,
বিশেষ কি কব তনু শিহরে ;
কর চরণাদি নিস্তেজ দুর্ব্বল,
অবসন্ন অঙ্গ ক্ষীণ শক্তি বল,
শিথিল বাতিল ইন্দ্রিয় সকল,
আর যে কি কত কব কি ক'রে।
আঁধারে, বাক না সরে।

(১৪)

না সরে বচন আবদ্ধ আঁধারে,
বিষাদে বিক্ষেপে নিভৃত আগারে,
নিরানন্দে সদা মনের বিকারে,
হৃদয় বিদরে দুখ কহিতে ;
তৃপ্তি তিরোহিত শান্তি বিবর্জ্জিত,
নিশার ক্রোড়েতে উদ্যম রহিত,
পরিতাপে চিত সদা প্রজ্বলিত,
অন্তর যাতনা নারি সহিতে।
আঁধারে নারি সহিতে।

(১৫)

সহনীয় নহে হেন নির্য্যাতন,
জ্বলিয়া উঠেছে ঘোর হুতাশন,
অশ্রুবিন্দুরূপে ধূম উদগমন,
চৌদিকে স্ফুলিঙ্গ চিত্ত-ক্ষিপ্ততা ;
তীব্র দীর্ঘশ্বাসে তেজের নিশান,
প্রচণ্ড দহন কুঞ্চিত বয়ান,
ঘোর প্রপন্নতা শিখার সমান,
সখার স্বরূপে শ্বাস উগ্রতা।
আঁধারে হেন তীব্রতা

(১৬)

তীব্র দীর্ঘশ্বাস ঘোর হুতাশন
সখা—অগ্নিপাশে শ্বাসে আবর্ত্তন,
স্মৃতি ধৃতি ইতি অন্তরের ধন,
উড়ায়ে ফেলিছে সখার গায় ;
ইন্ধন স্বরূপে হেন নিপতন,
বায়ু-সখা-কায়া করিছে পোষণ,
পোষণে ভীষণ শোণিত-শোষণ
শশ্মানে পরাণ বাহিরে যায়।
আঁধারে, বিমুখে ধায়।

(১৭)

ধায় যে বিমুখে অতীব কাতরে,
শোকে তাপে খেদে বিষাদের ভরে,
না চাহে পশিতে পুনশ্চ অন্তরে,
নাসারন্ধ্র মূলে ফিরে না যায় ;
মরুভূমি যথা তরু বিরহিত,
মরীচিকাময়—তৃষাপ্রপূরিত,
হৃদি ভূমি তথা হৃদ্বৃত্তি গ্রাসিত,
মরুতে পশিতে কেহ কি চায় ?
আঁধারে, কি সুখ তায়।

(১৮)

সুখ শান্তি আশা উৎসাহ উদ্যম,
স্মৃতি ধৃতি ইতি প্রজ্ঞা শম দম,
বিবেক বিজ্ঞতা যা কিছু সম্ভ্রম,
ভস্মীভূত এবম্ভূত দহনে ;
শূন্য মন প্রাণ বিশূন্য হৃদয়,
ক্ষুণ্ণ তায় অহো শূন্য সমুদয়,
বাহ্য অভ্যন্তর ঘোর তমোময়,
ভিন্ন জ্ঞান শূন্য আমি এক্ষণে।
আঁধারে শূন্য এক্ষণে।

(১৯)

শূন্য ভেদ জ্ঞান প্রভেদ রহিত,
অভেদ বিজিত নির্ভেদ নিহিত,
বিবিধ সংশ্রবে বহুধা বর্জ্জিত,
নির্ব্বিধ একত্বে মিলিত এবে ;
ওহো বিশ্বপদে বিলীন কি তবে ?
না না না তা নহে সে কথা কে কবে ?
বিলাপে প্রলাপ স্বতঃই উদ্ভবে,
কে বলে বিলীন অনন্ত দেবে ?
কে বলে, সে কথা এবে।

(২০)

না বলুক কেহ সে ত শ্রেয় অতি,
সে পদ পাইলে থাকে কি দুর্গতি ?
কোথা ভগবান কবে সে মুকতি,
কবে সে নির্ব্বাণ কবে বা ত্রাণ ;
স্বজন সুজন কু'জন কুজন,
হেন চতুস্তাপে তনুর শোষণ,
তাপ সম্বর্দ্ধক তাহে প্রতিক্ষণ,
কর পরিত্রাণ জুড়াক প্রাণ,
আঁধারে, জুড়াক প্রাণ।

(২১)

প্রাণ হেন তাপে অর্দ্ধ দগ্ধীভূত,
বন্ধুর বিয়োগে শোকে অভিভূত,
স্মৃতি ধৃতি ইতি বন্ধু অন্তর্ভূত,
মনাগুণে সব এবে গ্রাসিত ;
অকর্ম্মণ্য দেহে বিশূন্য অন্তরে,
বন্ধুর উদ্দেশে অতীব কাতরে,
ক্ষীণ কণ্ঠস্বরে স্বর বিনিঃসরে,
"কোথা বন্ধু" দগ্ধীভূত আমি ত ?
আঁধারে, হায় নিহিত।

(২২)

"হায়" বুলি মুখে কভু না আসিত,
এবে "হায় হায়" স্বতঃ উদ্গীরিত,
পুনঃ পুনঃ পুনঃ বিরাম ব্যতীত,
আরাম উপজে তবু তাহাতে;
শুভক্ষণে "হায়" তুমি হে এসেছ,
প্রশমিতে তাপ জিহ্বাগ্রে বসেছ,
আদেশে কি তাঁর তিতিক্ষা দিতেছ,
সহনীয় শোক তাপ যাহাতে।
আঁধারে, তুষ্ট তোমাতে।

(২৩)

বুঝিয়াছি তুমি ত্রিদিব-প্রেরিত,
"হায়" কণ্ঠস্বরে বাগিন্দ্রিয়ে স্থিত,
শোক তাপ স্বীয় উদরে গৃহীত,
উদ্গত বদনবিবর দিয়া;
তুমি সুহৃন্মিত্র তুমি ভগবান,
ষড়ৈশ্বর্য্য গুণে তুমি গুণবান,
অন্ধের আঁখিতে তবে চক্ষুষ্মান,
কেন বা না হও কৃপা করিয়া।
আঁধারে, কৃপা করিয়া।

(২৪)

তুমি কৃপাবান কৃপার আধার,
কেন তবে দেব এ ঘোর আঁধার,
পলকে প্রলয় কটাক্ষে তোমার,
কৃপা-চক্ষে হের হে দয়াময় ;
কটাক্ষে তোমার সৃষ্টি স্থিতি লয়,
শশী সূর্য্য গ্রহ উল্কা অভ্যুদয়,
অম্বুধি আকাশে প্রকাশে প্রলয়,
তবু কি আঁধার যাবার নয় ?
আঁধার, না হবে ক্ষয়।

(২৫)

আঁধারে এ হেন আমি সমাবৃত,
স্মৃতি ধৃতি ইতি প্রকৃতি নিষ্কৃত,
সুকৃতি দুষ্কৃতি কৃতি অপহৃত,
না হইল কিন্তু ভূতের ক্ষয় ;
ভূত অবিশ্লিষ্ট আঁধার-পিঞ্জরে,
বিষাদে আপূর্য্য আপন্ন অন্তরে,
বিপন্ন বিফল ব্যষ্টিত্বে বিচরে,
প্রসাদে প্রপঞ্চ কর না লয়।
আঁধারে, কি তাহে ভয় ?

(২৬)

স্বভয়ে আঁধারে একে সমাকুল,
তাহে চতুর্বিংশ তত্ত্ব প্রতিকূল,
আছে কি কিছুই এবে অনুকূল,
অস্তিত্ব রহিবে তবে কি ক'রে ;
নাহি অন্য গতি নির্ব্বাণ বিহনে,
নমি বিশ্বপদে আঁধার নয়নে,
কর পরিত্রাণ অন্ধ অভাজনে,
কেন হাবু-ডুবু ভব-সাগরে,
আঁধারে, ভব-সাগরে ॥

(২৭)

এভব-সাগরে কালরূপ জল,
অপার অসীম দুস্তর অতল,
উচ্চ বীচিকুল তাহে অনর্গল,
জন্ম রূপে প্রতিক্ষণ উঠিছে ;
কাল বায়ুসহ খেলিয়া ক্ষণেক,
সুনাম দুর্নাম উপাধি অনেক,
মৃত্যুরূপে জলে পুনঃ মিশিছে।
ঘুর্‌পাকে, ফের উঠিছে

(২৮)

কৃত্রিম ঘুর-পাকে সেই যে যেমন,
দধি কিম্বা দুগ্ধ মন্থিত যখন,
উত্থিত সহসা ননী বা মাখন,
চাক্ষুস দর্শনে কে না তা জানে ;
কাল ভবার্ণব তথা সর্ব্বক্ষণ,
অনাদি কারণ করিছে মন্থন,
সে মন্থন যাহা করে উদ্গারণ,
জীবসত্ত্বা তাই হের না ধ্যানে।
আঁধারে, আমি অজ্ঞানে।

(২৯)

অজ্ঞান সম্ভূত আঁধার উদ্ভূত,
হিজি-বিজি কি যে লেখা এবম্ভূত,
যেন বেদব্যাস—কল্পনা-প্রসূত,
লিখিতে বসেছি আমি আঁধারে ;
না বুঝি কিছুই আঁধার বশতঃ,
যা কিছু মানসে আসে স্বভাবতঃ,
ওষ্ঠ বিনিঃসৃত তাহাই সর্ব্বতঃ,
লিখে দেয় তাই অন্যে আমারে।
আঁধারে, আমি আঁধারে।

(৩০)

আঁধারে আঁধারে বিচ্যুত বিজ্ঞান,
আন্দাজে ইঙ্গিতে সুধু অনুমান,
অভ্যন্তর ভাতি পূর্ণ তিরোধান,
দীপ্তিচ্যুত অন্ধীভূত নিষ্কৃত ;
ধ্যানবিদূরিত ধ্যেয় অপসৃত,
কৃতি সহ মতি সুদূরে প্রস্থিত,
স্মৃতিও সর্ব্বতঃ দূরে বিনিঃসৃত,
কি রূপে বুঝিব কি যে প্রকৃত।
আঁধারে, আমি আবৃত

(৩১)

ভব-জলে জীব পর্য্যায় ঘূর্ণিত,
কভু দৃশ্যমান কভু অন্তর্হিত,
কালস্রোতে কভু হয় প্রধাবিত,
কাল বশে পুনঃ সহিছে কত ;
অন্ধ আমি তাহে আঁধারে আঁধারে,
ঘূর্ণী জলে পড়ি দুঃখ সহকারে,
হাবু-ডুবু খাই মনের বিকারে,
পাকে পাকে প্রাণ প্রশ্বাসগত।
আঁধারে, অৰ্দ্ধ বিগত।

(৩২)

অর্দ্ধ মৃত যেন অর্দ্ধশ্বাসে প্রাণ,
আত্ম-সংরক্ষণে আত্মা সন্নিধান,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে যথা পরিমাণ,
না পারে পশিতে চিত্ত-শোধনে ;
বিশুদ্ধ বায়ুর অভাব বশতঃ,
রুদ্ধ শ্বাসে আত্মা অস্থির সর্ব্বতঃ,
যেন ভ্রাম্যমাণ তথা ইতস্ততঃ,
উন্মুখ সতত বহির্গমনে।
না পারে, তুচ্ছ কারণে।

(৩৩)

কারণ করণ কিছুই না মানে,
কালাকাল ভেদ কিছুই না জানে,
অর্দ্ধশ্বাসে যেন ঊর্দ্ধশ্বাস ঘ্রাণে,
উন্মুখ প্রয়াণে দেহ ছাড়িয়া :
বিশ্ব-সমীরণে উদ্যত মিশিতে.
বিশ্ব-বিশুদ্ধতা হৃদয়ে ধরিতে,
বিশ্ব-স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে,
বিশ্বাকারে মিশ্র হবে বলিয়া।
অন্ধের, দেহ ছাড়িয়া।

(৩৪)

ছাড়িয়া এ দেহ বিশ্বে সংমিশ্রিত,
এ হেন কল্পনা ধারণা বিহিত,
তা হ'লে কি আমি বিশ্ব বিবর্জ্জিত,
নাহি কি সংশ্রব এ বিশ্বে মম ;
একি ভুল তোর বিষম বিঘোর,
আঁধারে আঁধারে এ বিভ্রম তোর,
অহো কি প্রবল আঁধারের ঘোর,
কি আছে বিষাদ আঁধার সম।
আঁধার চৌদিকে মম॥

(৩৫)

কে আছ নিকটে ধর না হে হাত,
পদপ্রান্তে তব করি প্রণিপাত,
দুর্ব্বিষহ অতি এ ঘোর প্রপাত,
আর ত পারি না কষ্ট সহিতে ;
করহ উদ্ধার হে নরপ্রবর,
তুমি দয়াময় দয়ার সাগর,
তুমি কৃপাবান অকৃতি উপর,
আমি যে অকৃত কাল ঘূর্ণিতে।
অকৃত, ভব-ঘূর্ণিতে।

(৩৬)

প্রকৃত অকৃত নহে ত অনৃত,
হের হাব ভাব নির্ব্বাক বিকৃত,
কাল বিঘূর্ণনে সব অপসৃত,
ক্ষীণ শক্তি বল যা কিছু ছিল ;
এবে শয্যাগত যামিনী দিবস,
অঙ্গ সঞ্চালনে প্রত্যঙ্গ অবশ,
আত্ম-সংযমনে চিত্তও বিবশ,
কাল বশে অহো একি হইল।
কাল, ঘূর্ণি কি করিল।

(৩৭)

কাল ঘূর্ণিতেই সৃষ্টির সৃজন,
কাল চক্রে তাহে জীবের গঠন,
কুমারের চাক অলক্ষ্যে যেমন,
দ্রুততর বেগে সদা ঘুরিছে ;
কর্দ্দম-জীবাত্মা তদুপরি স্থিত,
প্রতি পাকে পাকে হ'য়ে নিষ্পেষিত,
জীবকুম্ভ কত তাহে সংগঠিত,
চোকের নিমিষে অহো হ'ইছে।
পলকে কত জন্মিছে।

(৩৮)

কি আছে গূঢ়ত্ব জীবসংস্থজনে,
জড়ায়ু-যন্ত্রণা অজস্র সহনে,
ত্রিতাপ তীক্ষ্ণতা সমগ্র জীবনে,
দুর্বিষহ কৃচ্ছ দেহ পতনে ?
সৃজিত জীবাত্মা সংস্তত আশুই,
জন্ম আর মৃত্যু চৌদিকে শুধুই,
কি তবে নিত্যতা না বুঝি কিছুই,
কেন এ ঝঞ্ঝাট জীব গঠনে।
কি ইষ্ট সিদ্ধ এমনে।

(৩৯)

কেমনে কহিব জ্যোতিঃ অভিভূত,
প্রকৃতি সংক্ষোভে কিরূপে সম্ভূত,
তত্ত্ব চতুর্বিংশ সৃষ্টি এবম্ভূত,
আঁধারে যে সব নাশ করেছে ;
সুখ শান্তি তৃপ্তি নাহি মনে আর,
সুদূরে সে সব গিয়াছে ইহার,
বিষাদের ভরে থাকি অনিবার,
আঁধারে যাইয়া সব মিশেছে।
আঁধারে, জ্যোতিঃ এক করেছে

(৪০)

এক আঁধারে দিক্ আঁধারে আঁধার,
আকার বিহীন সব নিরাকার,
ধ্যেয়াধার সেই নির্ব্বিধ প্রকার,
নিরাকার নির্ব্বিকার স্বরূপে ;
আঁধারের অহো প্রভূত ক্ষমতা,
গ্রাসিয়াছে ক্রমে সব বিভিন্নতা,
রাখিয়াছে শুধু করাল একতা,
ধিক রে আঁধার তোর ওরূপে।
ধিক রে তোর স্বরূপে।

(৪১)

ধিক তোরে ধিক ধিক শতবার,
একি সর্ব্বনাশ করিলি আমার,
আমারে সম্পৃক্ত তোতে অনিবার,
কি দোষ করেছি তোর শ্রীপদে ;
অশনে বিভিন্ন বিমিশ্র ব্যঞ্জন,
গ্রাসনে একত্রে করি যে চর্ব্বণ,
সে কি তৃপ্তিকর মিশ্র আস্বাদন,
কটু তিক্ত অম্ল মিষ্ট বিস্বাদে।
আঁধারে, মিশ্র বিস্বাদে।

(৪২)

বিস্বাদে বিষাদে আত্মা বীত ভাষে,
অশনে নিস্পৃহ সুস্বাদ বিনাশে,
বুভুক্ষা-অভাবে অনিচ্ছার গ্রাসে,
তাহে কত কাল দেহ থাকিবে ;
সঞ্জাত শোণিত স্বল্প অল্লাহারে,
ধমনী শিরায় যথা না সঞ্চারে,
ক্ষীণ শীর্ণ কায় অযথা বিস্তারে,
ক্ষীণতায় কত কাল বাঁচিবে।
আঁধারে, কত সহিবে।

(৪৩)

কে সৃজিল তোরে ওরে ও আঁধার,
কে প্রেরিল তোরে সম্মুখে আমার,
আদেশে কাহার আঁখির মাঝার,
পশিলি নাশিলি জ্যোতিঃ নির্ম্মল ;
অমূল্য রতন জীবনের সার,
যতনের ধন জ্ঞানের আধার,
প্রাণের সহায় মনের প্রচার,
বুদ্ধির প্রধান বল সম্বল।
আশ্রয় ভবসম্বল।

(৪৪)

ইন্দ্রিয়ের শ্রেষ্ঠ রূপের রঞ্জক,
সৌন্দর্য্য কদর্য্য ভেদ নির্ণায়ক,
ত্রিদিবের তৃপ্তি এ ভবে ভুঞ্জক,
প্রপঞ্চে প্রধান এর প্রভাবে ;
শ্রোত্র ঘ্রাণ আদি জ্ঞান ধর্ম্মেন্দ্রিয়,
এ বিহনে সব নিরুদ্যম ম্রিয়,
উত্তেজক নহে শব্দাদি অমিয়,
বিচেতন যেন এর অভাবে।
আঁধারে, জ্যোতিঃ অভাবে।

(৪৫)

একাভাবে সব বিষাদে মগন,
শশী বিনা যথা প্রকৃতিবদন,
ঘোর বিষন্নতা করয়ে ধারণ,
অগণন তারা তা'রাও ম্লান ;
কাঁদিয়া যামিনী আকুল নয়ন,
শিশিরের ধারা করি বিসর্জ্জন,
মনে দুঃখে খেদে শেষে অদর্শন,
উষায় পশিয়া ত্যজিয়া প্রাণ।
অশশী, নিশি নির্ব্বাণ।

(৪৬)

নিশির প্রয়াণে নক্ষত্র সকল,
বিষাদে বিলয় রিক্ত নভস্থল,
স্নিগ্ধতা স্তব্ধতা ত্যক্ত ধরাতল,
তরুণ অরুণে দিগ আরক্ত ;
ঝিল্লী বিল্লী রবে কাকলী কল্লোলে,
তরু-বল্লী শিরে সমীর হিল্লোলে,
উষ্ণীয় চারুত্বে কারুত্বে সল্লোলে,
মাধুর্য্যে প্রাচুর্য্যে মন আসক্ত।
বিচ্যুত, তাহে বিভক্ত।

(৪৭)

তাহে যাহে জীব বিঘোরে নিদ্রিত,
কভু না জাগ্রত চৈতন্য রহিত,
আজীবন ঘুমে ঘোর বিমোহিত,
কভু নাহি ভাঙ্গে ঘুমের ঘোর ;
জাগ্রত তাহাতে কেবল তাহারা,
ভব ঘোরফের ভেঙ্গেছে যাহারা,
জীব আজীবন যাতে আত্মহারা,
নিশিতা তাদের ঘুমে বিভোর।
সে নিশি, না হয় ভোর।

(৪৮)

কেন তবে আজ জীবাত্মা আমার,
যামিনীর ন্যায় হয়ে সমাহার,
জড় পিণ্ড দেহ করি পরিহার,
কালগ্রাসে কেন নাহি পশিছে ;
বিভ্রান্ত জগতে মোহ মুগ্ধ চিতে,
ভব ভ্রান্ত খেলা এখন খেলিতে,
এ দারুণ জ্বালা এখনো সহিতে,
বাসনা কি মনে মনে করিছে।
আঁধারে, তাহা স্মরিছে।

(৪৯)

তাহে কেন হেন বিঘোরে মোহিত,
কেন বা এ হেন সমুদ্যত চিত,
কেন বা তাহাতে না হয় রহিত,
এখনো কি ঘোর ফের ভাঙ্গে না ;
ঘোর ফের ভাঙ্গা সে হেন দিবসে,
জাগ্রত কেন না থাকে আত্মবশে,
কেন বা না হেরে সেরূপ মানসে,
স্বরূপ কি চোখে তোর লাগে না।
হৃন্নেত্রে, রূপ বসে না।

(৫০)

সে রূপের ভাতি সূর্য্য-রশ্মি যথা,
আবিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বিকাশে সর্ব্বথা,
কণায় কণায় সে ভাতির তথা,
জাগতিক দৃষ্ট্যা সব গ্রথিত ;
জড় বা অজড় মর বা অমর,
পর বা অপর ক্ষর বা অক্ষর,
নর বা অনর ভূধর অম্বর,
সে ভাতিতে সব সে উদ্ভাসিত।
এই যে, সব লক্ষিত।

(৫১)

লক্ষিত রক্ষিত চতুর্দ্দিকে তোর,
তবে কেন তাহে তৃষা এ বিঘোর,
সে তৃষানিশির নাহি যে রে ভোর,
তবে কেন তাহে হেন তৃষিত ;
অপচ্ছায়া মাত্র সে দৃশ্য সকল,
স্মর ধর জ্ঞানে তাহা যা আসল,
নকলে নিষ্ফল নাহি রে সুফল,
বিফলে কে না বা হেন মোহিত।
আঁধারে, একে গ্রাসিত।

(৫২)

ধিক্‌রে জীবাত্মা তোরে ধিক্ শত,
একে ত আবদ্ধ আঁধারে সতত,
তাহে পরাধীন পর ইচ্ছাগত,
উঠিতে বসিতে কত যন্ত্রণা ;
কেন তবু হেন বিলাসী অন্তর,
যা চলি সেখানে তুই রে পামর,
যেখানে রে তোর পূর্ণ সমাদর,
আমার সকাশে নাহি সান্ত্বনা।
আঁধারে, গত সান্ত্বনা।

(৫৩)

সান্ত্বনা আমার সংহৃত আঁধারে,
থাকি অহর্নিশি মনের বিকারে,
কেন রে বিরক্ত করিস আমারে,
আমি কি বিনষ্ট কাল আঁধারে ;
আঁধারে আমার চিত্ত সঙ্কুচিত,
ধারণা কামনা বাসনা বর্জ্জিত,
প্রকৃতি নিবৃত্তি বৃত্তি তিরোহিত,
আঁধারে করেছে গ্রাস আমারে।
আঁধারে, আমি আঁধারে।

(৫৪)

ক্রূর তুই ওরে আঁধার বিঘোর,
পাষণ্ড পামর নির্দ্দয় কঠোর,
বিভীষিকা-ময় কৃষ্ণকায় তোর,
কৃতান্ত স্বরূপ মম সম্মুখে ;
অভেদ্য অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্ষয়,
হ্রাস বৃদ্ধি-হীন ঘোর তমোময়,
অবিনাশী যেন অমর অজয়,
বিজয়ে ভেষজ ধায় বিমুখে।
আঁধারে, যাও বিমুখে।

(৫৫)

বিমুখে বিফলে বিষাদে বিত্রাসে,
বিজিত ত্রাসিত ঘন দীর্ঘ শ্বাসে,
সরমে মরমে তোর যে সকাশে,
হ'য়ে পরাজিত ভীত নিয়ত ;
কি কঠিন তোর আঁধারের কায়,
বিজ্ঞতা দক্ষতা বৃথা সমুদয়,
নিপুণতা চারু কারু-কার্য্য ধায়,
অনুকূল করি ভুল সতত।
আঁধারে, লক্ষ্য বিরত।

(৫৬)

রে আঁধার তোর ক্ষমতা বিপুল,
করেছিস্ এবে আমারে বাতুল,
নাহি রে আমার এ-কূল ও-কূল,
আকুল ব্যাকুল প্রাণ হতেছে !
দুকূলের মাঝে যন্ত্রণা তরঙ্গ,
বিক্রমে বিপুল ধরে নানা রঙ্গ,
তথাপি জীবাত্মা কালস্রোতসঙ্গ,
ভব ঘোরে ঘুরে ফিরে যেতেছে।
ঘুরপাকে, পাক খেতেছে।

(৫৭)

ভবের বিঘোরে ঘুরিতে ফিরিতে,
ভ্রান্ত ভবখেলা খেলিতে খেলিতে,
শ্রান্ত জীবাত্মার তৃষা নিবারিতে,
ভব মরীচিতে বৃথা ঘুরিনু ;
প্রয়াণের পথ মরীচি-মণ্ডিত,
বুঝিতে নারিনু মোহ বিমোহিত,
যে পথ সে পদে লগ্ন বিনিশ্চিত,
মরীচিতে না চিনিতে পারিনু।
মরীচি, কেন ভজিনু।

(৫৮)

রে মরীচি তোর কুহকে পড়িয়া,
হেথা ওথা সেথা ঘুরিয়া ফিরিয়া,
তৃষার নিবৃত্তি না পেনু খুঁজিয়া,
তৃষাতুর আজীবন রহিনু ;
তৃষা-বারি নাহি ভবের বিঘোরে,
মিছামিছি লোকে তৃষ্ণা-দেবী ক্রোড়ে,
আত্মহারা হ'য়ে ভ্রমে ফেরে ঘোরে,
তৃষায় আসার নাহি দেখিনু।
তৃষিত, ভবে রহিনু।

(৫৯)

তৃষা মৃষা নৃষা বৃথা সমুদয়,
সে পদ বিহনে তৃষা নাহি ক্ষয়,
যে পদে আত্মায় করিলে বিলয়,
অনন্ত শান্তির স্রোত বহিবে ;
সে স্রোতে জীবাত্মা আনন্দে ভাসিয়া,
নিত্য নিত্যধামে উল্লাসে পশিয়া,
নিত্যতত্ত্বে তথা একত্বে মিশিয়া,
তৃষার প্রকোপ দূর করিবে।
মরীচি, তথা ছাড়িবে।

(৬০)

রে মরীচি তুই আঁধারের জায়া,
মোহনমূরতি মনোহর কায়া,
প্রত্যঙ্গ বিহীন সুধু কাল ছায়া,
মায়া-বিগঠিত ভ্রম বরণে;
স্বামী সহ বুঝি অতি কুতূহলে,
আজীবন ঘোরে ঘুরলি বিফলে,
শেষে বিনির্জ্যোতি পাকে চক্রে ছলে,
এই কি ছিল রে তোদের মনে।
নিঠুর, নির্দ্দয় মনে।

(৬১)

মনে মনে হেন ক্রূর অভিসন্ধি,
কে জানিত বল তোদের এ-সন্ধি,
তা হলে কি তবে তাহে অনুসন্ধি,
না হতাম ওরে কাল মরীচি;
প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যুগ্ম কলেবর,
তোদের এহেন ওরে ও পামর;
না কর্ত্তাম নাশ সমূলে বিমর,
কহ দোষ কি তোদের করিছি।
ওরে এ কাল মরীচি।

(৬২)

করেছি কি দোষ তোদের চরণে,
বিনাশিলি জ্যোতিঃ অযথা কারণে,
রাখিলি আবদ্ধ ঘোর নির্য্যাতনে,
নিভৃত নির্জ্জনে নিষঙ্গ মনে ;
না হেরিতে দিলি বিশ্ব সুশোভন,
কারু কার্য্যে যাহা হতেছে গঠন,
চারুতায় তার চিত্ত—উৎস্ফুরণ,
নিত্য সত্য মিথ্যা অনৃত সনে।
আঁধারে, হেরি কেমনে।

(৬৩)

কেমনে হেরিব দৃষ্টি বিনিহত,
প্রকৃতির শোভা চৌদিকে সতত,
বিবিধ প্রসঙ্গে বহুধায় কত,
উঠিছে পশিছে পুনঃ নাস্তিত্বে ;
জল বিম্ব যথা জলে সমুত্থিত.
ক্ষণেক পরেই জলেই মিলিত,
কি যে কি উদ্দেশ্য তাহে সংসাধিত,
সেই জানে যে সংরত সৃষ্টিত্বে।
আঁধারে নারি বুঝিতে।

(৬৪)

আঁধারে আঁধারে যন্ত্রণা আমার,
সে যন্ত্রণা সহে হেন সাধ্য কার,
আমি যেই তাই সহি অনিবার,
অপরের নাহি হেন ক্ষমতা ;
কি বলিব ও হো সে যে কি কঠিন,
প্রতিঘাতে তার মতি গতি ক্ষীণ,
হিয়া দুরু দুরু চেতনা বিহীন,
আঁধারে না সরে কোন বারতা।
আঁধারে বীত বারতা।

(৬৫)

বারতা বিহীন বাসনা বিগত,
লোভ ক্ষোভ ইতি মোহ বিনিহত,
তাহে অবিমৃষ্য চিত অবিরত ,
বাঙ্নিঃসৃত হবে কিসে বলনা ;
জড় স্বভাবতঃ চেতনা রহিত,
সংক্ষোভ বিহীন বিকার ব্যতীত,
এ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ডে অন্তর্বিনিহিত,
পদার্থ সমূহ তার তুলনা।
বাক্ সরে, কিসে বলনা।

(৬৬)

বাক যে আবদ্ধ আঁধারে আঁধারে,
বাকশক্তি রোধ মনের বিকারে,
ব্যাধিনাশ তাহে হইতে কি পারে,
চিত্ত যে গ্রাসিত ঘোর আঁধারে ;
ত্রাসিত জীবাত্মা ব্যথিত হৃদয়,
ইন্দ্রিয় সমূহ প্রপন্নতা ময়,
বাক তবে কিসে সমদ্ভূত হয়,
বাক যে আবদ্ধ মন বিকারে।

আঁধারে, ঘোর আঁধারে ;

(৬৭)

আঁধারে করিতে দূরে সংহরণ,
সুবিজ্ঞ যতেক ভেষজজ্ঞগণ,
করিল যে কত ভিন্ন প্রকরণ,
তথাপি আঁধার না সরে যায় ;
অনপসারিত অনন্ত আঁধার,
কালে অনুস্যূত সৃষ্টির আধার,
কে পারে সরাতে বিশ্ব কায়াধার,
সে যে অনশ্বর কি বিধি তায়।

সে কভু, সরে কি যায় ;

(৬৮)

সরে নাহি যায় অনন্ত আঁধার,
কৃতান্ত স্বরূপ জীবের সংহার,
কি ইষ্ট রে তোর বিনাশে আমার,
আমি যে অকৃত তোর প্রভাবে ;
মৃত যেন আমি জীবন থাকিতে,
কি দোষ করেছি না পারি বুঝিতে,
আবদ্ধতা হেন না পারি সহিতে,
দিবানিশি বদ্ধ দৃষ্টি অভাবে।
মরত্বে, তোর প্রভাবে।

(৬৯)

মরত্বে রে তোর অতুল প্রভাব,
নশ্বর নয়নে পূর্ণ আবির্ভাব,
আবির্ভাবে তোর সব তিরোভাব,
বাসনা বিলাস ইচ্ছা কামনা ;
সুখ শান্তি আশা উন্নতি কল্পনা,
ত্রিদিবের তৃপ্তি প্রপঞ্চে জল্পনা,
হৃদয়ের ধন শ্রেষ্ঠ গবেষণা,
যোগ যাগ জপ ধ্যান ধারণা।
আঁধারে, আমি বিমনা।

(৭০)

বিমনায় তব অনুসর সব,
শোক তাপ খেদ বিষাদ বিপ্লব,
সমুত্থিত রণে ধরি অবয়ব,
অনলের তীক্ষ্ণ তেজে সাজিয়া;
হৃদি রাজ্য করি পূর্ণ অধিকার,
হুঙ্কারে ঝঙ্কারে রুদ্ধ জীবাত্মার,
ঘোর নির্য্যাতনে রত অনিবার,
রণরঙ্গে মদমত্তে মাতিয়া।

(৭১)

শোকের সমরে জীবাত্মা আকুল,
শূন্য বলে ক্ষুণ্ণ বিপন্ন ব্যাকুল,
হর্ষোল্লাস আদি সৈন্য অনুকূল,
প্রতিকূল এবে সব হয়েছে ;
মনোবুদ্ধি জ্ঞান বিবেক বিজ্ঞতা,
বীতরাগ হেরি রণ ভীষণতা,
ভীত চিত হৃত হৃদি প্রসন্নতা,
ম্রিয়মাণে শ্রী আননে রয়েছে।

(৭২)

একাকী সংগ্রামে বিজিত বিলয়,
ত্যজিতে উদ্যত প্রপঞ্চ আলয়,
অনন্ত রক্ষকে দিতে পরিচয়,
নশ্বর অস্তিত্বে হেন যন্ত্রণা ;
প্রভু পরমাত্মা নির্লিপ্ত নিঃসঙ্গ,
অন্তরালে থাকি হেরিতেছে রঙ্গ,
এ দারুণ কৃচ্ছ্রে নহে অনুসঙ্গ,
নাহি করিতেছে কোন মন্ত্রণা।

(৭৩)

করণ-কারণ তুমি নিরঞ্জন,
বিশ্বপরমাত্মা অনন্ত কারণ.
সর্ব্বভূতে দেব তুমি অনুক্ষণ,
আছ বিদ্যমান ভব মাঝারে ;
মন্ত্রণার মূলে তুমি অধিষ্ঠিত,
যন্ত্রণা সহনে তুমি বিরাজিত,
জয় বিজয়েতে জিত পরাজিত,
তুমিই সকল এই সংসারে।

(৭৪)

তুমিই হে বিভো বিশ্ব চিকিৎসক,
ভেষজ বিজ্ঞানে তুমি অধ্যাপক,
তুমিই প্রণেতা তুমি প্রকাশক,
তোমারি এ খেলা জীবের সহ ;
নিদানে বিধানে তুমি জ্ঞানাধার,
ব্যাধি বিনাশনে রত অনিবার,
তুমিই ত কর উৎপাদন তার,
তোমার মহিমা কে বুঝে কহ।

(৭৫)

তুমি সর্ব্বব্যাপা তুমি ক্ষরাক্ষর,
অনাদি অনন্ত ব্যাপ্ত চরাচর,
নাহিক আছয়ে তব অগোচর,
নিখিল জগতে যা কিছু আছে ;
তবে কেন দেব এত বিড়ম্বনা,
করিতেছ মোরে এ হেন ছলনা,
এ দীন দরিদ্রে দেখে কি দেখ না,
এই ত রয়েছ চোখের কাছে।

(৭৬)

কাছে কেন শুধু পুত্তলী ভিতরে,
শিরায় শোণিতে অশ্রু কণ্ঠস্বরে,
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হৃদয়াভ্যন্তরে,
সূক্ষ্ম ধমনীতে মাংসপেশীতে ;
মজ্জায় নাড়ীতে অস্থিতে গ্রন্থিতে,
ইন্দ্রিয়ের দ্বারে জঠর অ।গ্নতে,
জীবাত্মা ভূতাত্মা মনেতে বুদ্ধিতে,
পরমাত্মা রূপে তুমি দেহীতে ।

(৭৭)

দেহী দেহে তব পূর্ণ অধিকার,
অবিচ্ছিন্ন ভাবে থাকি অনিবার,
অবিরামে দেব করিছ বিহার,
স্বীয় রূপ বিশ্বমূর্ত্তি ধরিয়া ;
বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন মূর্ত্তিতে,
অভিন্ন প্রভাবে কাল রূপ চিতে,
আলোক স্বরূপ আঁখির জ্যোতিতে,
অনন্ত আঁধারে পৃক্ত থাকিয়া ।

(৭৮)

যেখানে সেখানে তোমার বদন,
শিরঃ মুখ কর্ণ নাসিকা নয়ন,
ভ্রূমালা অধর কপোল চিকণ,
ললাট বিরাট কিবা শোভিছে ;
কেশ গুচ্ছ গ্রাবা দন্ত মনোহর,
ঊরু বাহু কর চরণ নখর,
গুল্ম নাভি জঙ্ঘা নিতম্ব উদর,
স্বতন্ত্র কেমন সব রহিছে।

(৭৯)

নদ নদী হ্রদ দিঘী সরোবর,
অগাধ অম্বুধি অতল দুস্তর,
তুঙ্গ শৃঙ্গধারী উচ্চ গিরিবর,
ক্ষেত্র সমতল মরু কন্দর ,
উচ্চ নীচু বক্র ঋজু সমতায়,
বিভিন্ন গঠনে তোমার কায়ায়,
অভিন্ন স্বরূপে স্পষ্ট সমুদায়,
দৃশ্যমান আহা কিবা সুন্দর !

(৮০)

ঘন ঘনকুন্তল যেন কেশদাম,
তরুলতা বল্লী লোমস ললাম,
বন উপবন আঁখির আরাম,
বেণীর স্বরূপে শিরে ঝুলিছে ;
পর্ব্বত গহ্বর নাসারন্ধ্র দ্বয়,
শশীসূর্য্য যেন নেত্র জ্যোতির্ম্ময়,
শ্রবণ কুহর দিক সমুদয়,
নিশ্বাস স্বরূপে বায়ু বহিছে।

(৮১)

উল্কা বজ্রাঘাত মেঘের গর্জ্জন,
বিদ্যুৎ প্রপাত শিলার পতন,
ঝটিকা প্রবল বারি বরিষণ,
তোমার দেহের ধর্ম্ম সমস্ত ;
দিক দশ তব মুখের ব্যাদান,
নাশোৎপত্তি ধর্ম্ম বিকট দশন,
কালের প্রবাহ অনন্ত কারণ,
তোমার মহিমা কত প্রশস্ত।

(৮২)

করাল কবলে কালে প্রধাবিত,
স্থাবর জঙ্গম জীব নিপতিত,
দশন পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণিত,
কেহ বা দশন মাঝে গ্রথিত ;
রুধিরের ধারা সৃষ্টি স্থিতি লয়,
অবিরামে সদা প্রবাহিত হয়,
দেখিয়া ব্যাপার চিত অতিশয়,
অবসন্ন ভাবে ভয়ে চকিত।

(৮৩)

লোল জিহ্বা করি অগ্রে প্রসারণ,
সৃক্কণি লেহন করয়ে কখন,
ভ্রুকুটি ভ্রুভঙ্গী ভীম দরশন,
উদ্যত সতত গ্রাস করিতে ;
ভূচর খেচর জলস্থলচর,
স্থাবর জঙ্গম জীব চরাচর,
যেখানে যা আছে সৃষ্টির ভিতর,
সব সমুদ্যত মুখে পশিতে।

(৮৪)

দেখিয়া হৃদয় অতি প্রকম্পিত,
দুরু দুরু কাঁপে ধৈর্য্য বিরহিত,
বল শক্তি হীন বুদ্ধি তিরোহিত,
চেতনা বিহীন যেন সতত ;
সম্বর হে দেব অন্তর হইতে,
এ ভীষণ মূর্ত্তি না পারি হেরিতে,
এ উগ্র প্রভাব না পারি সহিতে,
শান্তরূপ ধর প্রতি নিয়ত।

(৮৫)

শান্ত মূর্ত্তি তব জীবের জীবন,
বল বুদ্ধি শক্তি শান্তির কারণ,
সুহৃদ্‌ মিত্র বন্ধু অধম তারণ,
অনাথের নাথ ভব সংসারে ;
ত্রাণ কর্ত্তা তুমি পতিত পাবন,
অগতির গতি বিপদ ভঞ্জন,
দুর্ব্বলের বল তুমি অনুক্ষণ,
মহিমা বুঝিতে তব কে পারে।

(৮৬)

জীব দেহে তব ওতপ্রোত ভাব,
সখা সম তবে নহে কি প্রভাব ?
তাই যদি তবে কেন এ কুভাব,
কেন এ নিগ্রহ সখার প্রতি ;
নিমিষে পার ত নাশিতে আঁধার,
দিব্য জ্যোতিঃ দিতে পার ত আবার,
কেন তবে নাহি কর প্রতিকার,
সখা হ'য়ে কেন নিঠুর অতি।

(৮৭)

নাহিক তোমাতে বিদ্বেষের লেশ,
এ শিক্ষা শিখেছি যতনে বিশেষ,
নিদর্শন তার এই কি ভবেশ ?
এই কি সৌহার্দ্দ সখে তোমাতে ?
কি শিক্ষা শিখিনু বুঝিতে অক্ষম,
ভ্রম বুঝি সব বৃথা পরিশ্রম,
বৃথা জ্ঞান ধ্যান সকলি বিভ্রম,
নতুবা এ ক্রোধ কেন আমাতে।

(৮৮)

ভ্রুকুটি তোমার বুঝেছি ভবেশ,
হৃদি মাঝে তুমি করিয়া প্রবেশ,
নির্য্যাতন মোরে করিছ অশেষ,
বিশেষ বর্ণিতে হিয়া বিদরে ;
ঘোর অন্ধকারে সকলি সমান,
খাদ্যাখাদ্যে মম নাহি ভেদজ্ঞান,
এ বিষাদে সদা বিষণ্ণ বয়ান,
অবসন্ন ক্ষুণ্ণ মন কাতরে।

(৮৯)

শান্তির নিধান তুমি শান্তিময়,
অনন্ত শান্তির তুমি যে আশ্রয়,
এ কি শাস্তি তবে ওহে দয়াময়,
বুঝিতে না পারি তোমার লীলা ;
চলিতে ফিরিতে স্খলিত চরণ,
উঠিতে বসিতে গলিত নয়ন,
উপলব্ধি তাও কর অনুক্ষণ,
অনাদি অনন্ত হিয়া কি শিলা ?

(৯০)

শিলাও সলিলে ভেসেছে তখন,
শ্রীরামের দুঃখ করিতে মোচন,
না পারি কহিতে কেন যে এখন,
সরে না নড়ে না ভাসে না আর ;
ক্ষুদ্র নর অমি ঘৃণা বুঝি তাই,
কিন্তু সে সত্তায় ঘৃণা কভু নাই,
সামান্য মহতে অভিন্ন সদাই,
কেন তবে কৃপা না হয় তাঁর।

(৯১)

কৃপাবান হেন মানব মাঝারে,
নাহি কি কেহই এ ভব সংসারে,
হৃদয়ের টান অভিন্ন প্রকারে,
সকল জীবেই যাঁর সমতা ;
কে রচিল তবে এ অনৃত শ্লোক,
"সূত্রে মণিগণাইব" সব লোক,
ব্যাপ্ত চরাচর আব্রহ্ম স্বর্লোক,
একত্রে গ্রথিত নাহি ভিন্নতা।

(৯২)

তাড়িত-বার্ত্তা যন্ত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারে,
যত যন্ত্র লগ্ন সেই এক তারে,
সবে যুগপৎ অভিন্ন প্রকারে,
অনুভূত যথাযথ নিমেষে ;
প্রসূনের দামে অথবা যেমন,
করিলে একান্তে সূত্র আকর্ষণ,
সব পুষ্পে তাহা করে সংঘর্ষণ,
ব্যতিরিক্ত থাকে কভু বিশেষে ?

(৯৩)

কেন তবে ওহে মানব প্রবর,
টলে না গলে না তোমার অন্তর,
পার না কি দুঃখ করিতে অন্তর,
কুবেরের ধনপতি হইয়া ;
জঠর অনলে নির্ব্বাণ করিতে,
পথে পথে সদা ফিরিতে ঘুরিতে,
দেখ নাকি কভু দয়াপূর্ণ-চিতে,
দেখেও কি আঁখি লও মুদিয়া ।

(৯৪)

সে হেন ঐশ্বর্য্য বিষয় বিপুল,
থাকা বা না থাকা দুই সমতুল,
মিছে ভারাক্রান্ত সে কেবল ভুল,
বৃথা ভার করিতেছ বহন :
হেন কার্য্যে যদি না করিলে ব্যয়,
সমতার লেশ না হ'ল উদয়,
ভিন্নভাবে যদি পূর্ণ ও হৃদয়,
সূত্রচ্যুত নহে কি ও জীবন ?

(৯৫)

কৃপাসিন্ধু ওহে কৃপার নিধান,
কেন কৃপা তবে নাহি কর দান,
মহতে সামান্যে বুঝি ভিন্ন জ্ঞান,
নতুবা প্রভেদ কেন কহ না ;
একি পঞ্চভূতে সবে বিনির্ম্মিত,
একি চৈতন্যেই সকলে জীবিত,
একি আত্মাসূত্রে সমস্ত গ্রথিত,
বিভিন্নতা কেন তবে বল না।

(৯৬)

বুঝিতে না পারি সৃষ্টির গূঢ়ত্ব,
কূট তত্ত্ব তব অনন্ত মহত্ত্ব,
অসার সংসারে কি আছে সারত্ব,
দিবানিশি কাঁদি কহিব কত ;
দীনবন্ধু দেব তুমি জনার্দ্দন,
ধাতা ত্রাতা নেতা অনন্ত কারণ,
অনাথের নাথ অধম তারণ,
তবে কেন দেব পীড়ন এত।

(৯৭)

এ পীড়ন দেব না পারি সহিতে,
না সরে বচন দুঃখ প্রকাশিতে,
কি আছে এ চেয়ে না পারি বলিতে,
তুমি অন্তর্য্যামী জানত সব ;
নিশ্বাস প্রশ্বাসে হইয়া মিশ্রিত,
অন্তরেতে সদা আছ অধিষ্ঠিত,
তিলেকের তরে নহ তিরোহিত,
প্রকাশিয়া দেব কি ভবে কব।

(৯৮)

আঁধার বিনাশ অনন্ত কারণ,
বিশ্ব পদে তব এই নিবেদন,
কৃতাঞ্জলিপুটে কহি অনুক্ষণ,
অথবা অন্তর ছাড়িয়া যাও ;
না চাহি তোমারে ওহে নিরঞ্জন,
নাসারন্ধ্রে পুনঃ না এস কখন,
না চাহি রাখিতে এ হেন জীবন,
বৃথা কেন বিভো যাতনা দাও ।

(৯৯)

না পারি বুঝিতে তোমার স্বভাব,
করিতে প্রকাশ স্বীয় বিশ্ব-ভাব,
'হং''সঃ' শব্দে পুনঃ হ'লে আবির্ভাব,
না মান নিষেধ এ কি হে রীতি ;
পুনঃ কহিতেছি যাও যথা তথা,
প্রবেশি অন্তরে দিও না হে ব্যথা,
দীন আমি দেব ক'র না অন্যথা,
তুমি বিশ্ব জ্ঞান কি কব নীতি ।

(১০০)

বিশ্বব্যাপী তুমি বিশ্বের পালক,
অব্যয় অচ্যুত জীবের চালক,
অনাদি অক্ষয় অনন্ত রক্ষক,
তুমি সনাতন তুমি অক্ষর ;
সত্য নিত্য তুমি তুমি অনশ্বর,
কৃৎস্নকর্ম্মকৃ- তুমি বিশ্বেশ্বর,
তুমি নিরঞ্জন তুমি পরাৎপর,
তুমি চিদানন্দ তুমি অজড় ।

(১০১)

তুমি শব্দ স্পর্শ গন্ধ রস রূপ,
ক্ষিতি অপ তেজ তুমি বিশ্বভূপ,
তুমি মরুদ্ব্যোম বিহীন স্বরূপ,
শ্রোত্র চক্ষু ঘ্রাণ তুমি রসন ;
তুমি কর্ম্মেন্দ্রিয় তুমি নারী নর,
স্থূল সূক্ষ্ম ভেদে তুমি চরাচর,
স্থাবর জঙ্গম তুমি মহীধর,
শশী সূর্য্য তুমি আদি কারণ ।

(১০২)

দৃশ্যমান যাহা তুমি সে সকল,
জড় বা অজড় মরু বা জঙ্গল,
বিকার বশতঃ প্রভেদ কেবল,
বাস্তবিক বিভিন্নতা বর্জ্জিত ;
কার্য্যের কারণে বহুল আকার,
কুমারের চাকে কুম্ভ ঘট ভাঁড়,
মেঘের আড়ালে কিম্বা যে প্রকার,
রাম ধনু বহু রঙ্গে দর্শিত।

(১০৩)

জ্ঞানের আড়ালে সেরূপ তোমার,
অজ্ঞান বশতঃ বিবিধ আকার,
নিরখে মানব ভ্রমে অনিবার,
ইহা উহা তাহা প্রভেদ নয় ;
যা আছে যেখানে তুমিই সকল,
তোমার আকারে অবনীমণ্ডল,
হতেছে শোভিত আব্রহ্ম ভূতল,
পশু পক্ষী নর কে ভিন্ন কয়।

(১০৪)

সে কারণ মূলে তোমার আবাস,
কার্য্য রূপে তুমি হও পরকাশ,
সৃষ্টি স্থিতি লয় তোমার বিকাশ,
তোনার সত্তায় সব রয়েছে ;
তুমিই সকল তোমাতেই সব,
যা আছে যেখানে তব অবয়ব,
বিবিধ অস্তিত্বে তোমার উদ্ভব,
তিরোভাব ক্রমে সব হতেছে৷

(১০৫)

নব রূপ ধরি পুনঃ অভ্যুদয়,
চিদানন্দে ভোর তুমি হে চিন্ময়,
চিচ্ছক্তি তোমাতে না হয় বিলয়,
নিমিষের তরে সখে কখন :
যে শক্তির কাছে তুমি পরাভূত,
অহরহঃ আছ যার বশীভূত,
তিলেকের তরে নহ তিরোভূত,
করিতে প্রসূত বিশ্বশোভন।

(১০৬)

সচ্চিদ্বিমিশ্রিত তুমি নিরঞ্জন,
চিদাভাসে সদা প্রফুল্লিত মন,
প্রকৃতির প্রীতি করিতে বর্দ্ধন,
অবিরত রত আছ ভবেশ ;
সে প্রীতিস্বরূপ করিতে বর্ণন,
অন্ধ অজ্ঞ মূঢ় ক্ষম কি কখন ?
সেই পারে যাতে তব প্রস্ফুরণ,
সম্পূর্ণ মাত্রায় ওহে দীনেশ।

(১০৭)

যে হও সে হও আমি না শুনিব,
মনের আবেগে পূরক করিব,
বিশ্ববায়ু সব টানিয়া লইব,
রাখিব কুম্ভকে আবদ্ধ করি ;
না ছাড়িব কভু ওহে নারায়ণ,
না করিব পুনঃ রেচক কখন,
বুঝিব হে দেব কি কর তখন,
সুষুম্নায় যবে রাখিব ধরি।

(১০৮)

নব দ্বার রোধ করিব যতনে,
সমাধি করিয়া বসি পদ্মাসনে
"সোহং" নাদে তুমি পলাও কেমনে,
বুঝিব তখন বিশ্ব-সমীর ;
ইড়া পিঙ্গলাতে না দিব আসিতে,
শ্রোত্র কণ্ঠমূলে না দিব পশিতে,
অধোগতি রোধ তোমার করিতে,
বিশেষ যতনে হ'ব সুধীর ।

(১০৯)

ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ না করিতে দিব,
ষড়চক্র যন্ত্রে তোমারে পেষিব,
শেষে সহস্রারে আনিয়া নাশিব,
বিশ্বযোগী তুমি হে যোগময় ;
জান না কি বিভো যোগের প্রভাব,
তুমি যোগমায়া ওহে বিশ্বভাব,
যোগবলে কভু থাকে কি অভাব ?
অসাধ্য সাধন যোগে যে হয় !

(১১০)

দেখিব কেমনে ওহে নিরঞ্জন,
মহত্তত্ত্ব কর কিরূপে সৃজন,
কিরূপে বা কর সৃষ্টির গঠন,
সৃষ্টি স্থিতি তব করিব লয় ;
ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ বিহীন,
শক্তির বিকাশ তাহে সমাসীন,
না হইবে আর কভু কোন দিন,
ক্রমশঃ হইবে সকলি ক্ষয়।

(১১১)

বিশ্বের শোভন না থাকিবে আর,
স্থাবর জঙ্গম মরুর আকার,
সাকার বিকার সব সমাহার,
কিছুই না রবে সৃষ্টি বিহনে ;
তুমি যোগেশ্বর যোগমায়াময়,
যোগের প্রভাব জান সমুদয়,
অসাধ্য সাধন যোগবলে হয়,
দেখিব সৃজন কর কেমনে।

(১১২)

না হইবে আর জীবের সৃজন,
তরুলতা গুল্ম বায়ু সঞ্চালন,
নিশ্চলতাপূর্ণ অনন্ত কারণ,
যোগের বিকৃতি প্রকৃতি ধরি :
বিশ্ববায়ু সব উদরে পূরিব.
চিচ্ছক্তি বিহীন ব্রহ্মাণ্ড করিব,
এই ব্যষ্টি দেহে সমষ্টি নাশিব,
ব্যষ্টি ভাবে বিভো দেখ কি করি।

(১১৩)

অহো! কি কহিনু শিহরে শরীর,
বিকম্পিত দেহ হৃদয় অস্থির,
ত্রস্ত বাগিন্দ্রিয় অধর অধীর,
কণ্ঠ তালু আদি ত্রাসিত ভয়ে ;
বিচেতন প্রায় বিশূন্য অন্তর,
স্বেদ বিনিঃসৃত রোধ কণ্ঠস্বর,
ঘন দীর্ঘ শ্বাস পুনঃ কলেবর,
থর থর কাঁপে অবশ হ'য়ে।

(১১৪)

ক্ষম দীনে দেব আর না বলিব,
এ দম্ভ বচন মুখে না আনিব,
এ প্রলাপ বাক্য আর না কহিব,
আর না করিব গর্ব্ব এমনে ;
গর্ব্ব খর্ব্বকারী তুমি সর্ব্বেশ্বর,
ক্ষমাপূর্ণ তব অনন্ত অন্তর,
জীবপুঞ্জ যাতে আছে নিরন্তর,
সে ক্ষমায় ক্ষম দেব কুজনে।

(১১৫)

কুজন সুজন যত অভাজন,
যোগী ঋষি আদি মুনি মহাজন,
ধনী জ্ঞানী মানী বিজ্ঞ গুণিগণ,
অজ্ঞ প্রাজ্ঞ যোগ্য অযোগ্য যত ;
মূঢ় মুগ্ধ সাধু অসাধু তস্কর,
যে ক্ষমায় সবে ক্ষম ক্ষমেশ্বর,
সে ক্ষমায় দীনে ক্ষম অনশ্বর,
তুমি ক্ষমাবান কহিব কত।

(১১৬)

কি দোষ আমার আমি হে ব্যথিত,
আঁধারেতে আমি হ'তেছি চালিত,
জ্ঞান শূন্য সদা চিত উদ্বেলিত,
বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত পাগল সম ;
এ আঁধার দেব তুমি সৃজিয়াছ,
আমার সম্মুখে তুমি প্রেরিয়াছ,
আমারে এ হেন তুমি করিয়াছ,
তা হ'লে বল না কি দোষ মম।

(১১৭)

অনন্ত-নিদান অনাদি কারণ,
কৃপাসিন্ধু তুমি বিপদভঞ্জন,
অনাথের নাথ অধমতারণ,
মূঢ় মতি আমি কি কব গুণ ;
গুণাতীত তুমি ওহে গুণধর,
তুমি গুণময় গুণের আকর,
গুণের চালক গুণের সাগর,
সত্ত্ব রজঃ তম তুমি ত্রিগুণ।

(১১৮)

তোমার সে গুণে হ'য়ে গুণান্বিত,
আমি গুণধর গুণে বিভূষিত,
গুণে বিমোহিত গুণে বিচলিত,
গুণে উত্তেজিত গুণ শুনিলে * ;
রজস্তমোগুণ অসীম অশেষ,
গভীরতা যেন বারিধি বিশেষ,
বাড়বাগ্নি তাতে ইচ্ছা ক্রোধ দ্বেষ,
আরো বা কি হ'ত চক্ষু থাকিলে।

(১১৯)

রজস্তম যাতে হয় অভিভূত,
সে সত্ত্বা আমাতে নাহিক প্রভূত,
তাই এ বিপ্লব দ্বন্দ্ব এবম্ভূত,
তাই এ বিদ্রোহ হৃদি মাঝারে ;
তুমি সত্ত্ব গুণ সত্য সনাতন,
মূঢ় অজ্ঞ আমি অতি অভাজন,
ভুর দয়াময় অনাদি কারণ,
কেন নির্য্যাতন কর আমারে।

---

* এস্থলে 'শুনিলে শব্দটীর পরিবর্ত্তে যদি 'দেখিলে শব্দটী ব্যবহৃত হইত, তাহা হইলে প্রকৃত অর্থ বুঝাইত ; কিন্তু আমার যখন দর্শন শক্তির অভাব তখন দেখাদেখির সহিত আমার কি সম্বন্ধ আছে, এবং 'দেখিলে'

(১২০)

নিজ গুণে দেব দয়া কর দীনে,
নমি বিশ্বপদে ক্ষম এ অধীনে,
নাশ তমোরাশি আঁখি সন্নিধানে,
দিও না হে বিভো যাতনা আর ;
বিশ্বমূর্ত্তি তব হেরিতে আবার,
বাসনা হ'তেছে অন্তরে আমার,
সে ইচ্ছা পূরাও ওহে নির্ব্বিকার,
তুমি নিরঞ্জন সংসারসার।

(১২১)

সে মূরতি হেরি তৃষা কি কখন,
পূর্ণ হয় ওহে ব্রহ্মসনাতন,
কত যে কি আছে কে করে বর্ণন,
গ্রথিত সে নিত্য অনন্ত রূপে :
বিজলির ছটা জলদের পাশে,
শশিসূর্য্য কিবা ঘুরিছে আকাশে,
নক্ষত্রনিকর কি শোভা বিকাশে,
নীল নভঃস্থলে আহা কি রূপে !

শব্দটী প্রয়োগ করিবারই বা কি অধিকার আছে। সুতরাং শ্রবণ শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। পাঠক মহাশয়গণ ! এ বিলাপের প্রকৃত মর্ম্ম এই স্থলেই একটু অনুভব করিবেন।

(১২২)

গগন পরশি ভূধর শিখর,
অতল অম্বুধি সুচারু নির্ঝর,
ভীষণ বাড়ব বারিধি ভিতর,
কত নদ নদী রূপ-গঠনে ;
পুষ্প সুশোভিত বিটপি-নিকর,
জনপূর্ণ পল্লী নগরী নগর,
দেবীতুল্য নারী দেবতুল্য নর,
আমি কি হেরিব আর জীবনে।

(১২৩)

সুচারু রূপিণী নলিনী মলিনী,
যাপিয়া যামিনী যথা বিরহিণী,
উষা সমাগমে স্বতঃ কুতুকিনী,
হেরিতে কান্তার হাস্য আনন ;
স্বতঃ বিকশিত পূর্ণ প্রতিভায়,
বিভূষিত স্বীয় চারু সুষমায়,
চিত্ত বিনোদিনী মোহিনী শোভায়,
আমি কি হেরিব আর কখন।

(১২৪)

গগনে ভাস্কর প্রকৃতির বশে,
কর্ত্তব্য পালন করিয়া দিবসে,
সারা নিশি থাকি বিষণ্ন মানসে,
উদয় প্রভাতে পুনঃ পূরবে ;
নব রাগে মাতি নব প্রেমভরে,
রশ্মিসূত্র স্বতঃ বিস্ফুরিত ক'রে,
তুষিতে তাপিত তৃষিত অন্তরে,
আমি কি হেরিব আর সে সবে।

(১২৫)

আমি কি হেরিব খদ্যোতের পাঁতি,
অটবীর নব কিশলয়ে ভাতি,
সুষমা মেখলা রূপে সারা রাতি,
প্রকৃতির কটিদেশে শোভিত ;
সে দেখুক আজ আঁখি আছে যার,
পূরাক বাসনা হেরি অনিবার,
জুড়াক নয়ন অসারের সার,
সে তৃষায় যে সতত তৃষিত।

(১২৬)

অই দেখ চেয়ে ওহে চক্ষুষ্মান,
আকাশে অম্বর কিবা ভ্রাম্যমাণ,
প্রকৃতির পৃষ্ঠে যেন দুল্যমান,
কেশদাম অবিরাম হ'তেছে ;
প্রাবৃট সোহাগে হয়ে প্রমাথিনী,
জলদে ময়ূরী যথা বিলাসিনী,
বারিধারা আশে কিম্বা চাতকিনী,
প্রকৃতি সুন্দরী তথা মেতেছে।

(১২৭)

রমণী-বদন ভবের ভূষণ,
জলদের ছটা কিবা সুশোভন,
বিজলির জ্যোতিঃ ধাঁধায়ে নয়ন,
কি সৌন্দর্য্যে হাসে আস্য-আকাশে ;
এ দিকে ভূধর গুহা সমতল,
পাহাড় কন্দর জলধি জঙ্গল,
অটবী ওষধি বায়ু পরিমল,
ধরয়ে উজল কান্তি উল্লাসে।

(১২৮)

উন্নত মস্তকে জলদ বরণে,
ঝিকি মিকি করি রবির কিরণে,
উঁকিঝুঁকি মারি উঠেছে গগনে,
ছড়ায়ে চৌদিকে রূপের আভা ;
ঝিলি মিলি ক'রে বিজলি যেমন,
ঝক্ ঝক্ ঝকে যথা তারাগণ,
পলকে পলকে ঝলসে নয়ন,
পুলকে বিভোর হেরিয়া শোভা ।

(১২৯)

শিশিরের বিন্দু নব কিশলয়ে,
কুতূহলে খেলে রবিরশ্মি লয়ে,
বায়ুর হিল্লোলে পুলকিত হয়ে,
ছড়ায়ে চৌদিকে সৌন্দর্য্য রাশি ;
কার প্রাতি হেতু সে খেলা খেলায়,
কারে দেখাইতে নিত্য আসে যায় ,
সে দেখুক আজ দেখিতে যে পায়,
প্রীতি অনুরাগে পুলকে ভাসি ।

(১৩০)

প্রকৃতির আঁখি শশী দিবাকর,
কারে বিমোহিতে ঘোরে নিরন্তর,
কার প্রতি সেই অতি প্রীতিকর,
কটাক্ষ প্রত্যক্ষ করে নিক্ষেপ ;
কে হেরিবে এবে সে চারু শোভন,
নিশীথ নিশিতে প্রফুল্ল বদন,
গলে মুক্তামালা তারা অগণন,
অংশুরাশি স্নিগ্ধ অঙ্গে প্রলেপ।

(১৩১)

মেখলা উজলা কনকের ভাতি,
সুষমা সুরমা খদ্যোতের পাঁতি,
কটিতটে কিবা শোভে সারা রাতি,
ভাবুক জনের তৃপ্তি সাধনে ;
অঙ্গরাগে মাতি প্রকৃতি সুন্দরী,
রঙ্গে ভঙ্গে খেলে পুনঃ বিভাবরী,
নিস্তব্ধতাম্বর পরিধান করি,
কার লাগি সে সুছবি এক্ষণে।

(১৩২)

ঝিল্লী রবে গীত সহচরীগণ,
সুতানে উল্লাসে গায় অনুক্ষণ,
শাখিশাখাচয় চামর ব্যজন,
সমীরণ সম্মিলনে করয়ে ;
কাকলী লহরী সুশ্রাব্য নিক্কণে,
সুদূরে বাহিত পরিমল সনে,
করে প্রলোভিত সে সব এক্ষণে,
এ হেন মোহিনী কান্তি ধরয়ে।

(১৩৩)

নাহিক আমার শক্তি দরশন,
সে রূপ করিতে পুলকে ঈক্ষণ,
শুধু অনুতাপ হৃদে অনুক্ষণ,
পরিতাপ বিষণ্ণতা কেবল ;
আশার আশ্বাস সুদূরে গিয়াছে,
জ্ঞান কর্ম্মেন্দ্রিয় ম্রিয়মাণে আছে,
সরমে মরমে করমের কাছে,
নিরানন্দ ব্যাকুলতা প্রবল।

(১৩৪)

সে সৌন্দর্য্য-রাশি মিশি সমীরণে,
শান্তির স্বরূপে সন্তাপিত জনে,
মরীচিকা যথা ভ্রান্ত পান্থগণে,
বৃথা প্রলোভনে বিমুগ্ধ করে ;
অনিত্য তৃষায় তৃষিত যে জন,
তৃষা পূর্ণ তার না হয় কখন,
তৃষাতুর সে যে থাকে আজীবন,
তৃষার দহনে দগ্ধ অন্তরে।

(১৩৫)

রে অনিত্য তৃষা বাহ্য প্রলোভনে,
প্রলোভিত কেন কর ক্ষণে ক্ষণে,
এখন কি আশা মিটে না মিশ্রণে,
সে যে রে অনিত্য সব অসার ;
রূপ বিরহিত প্রকৃতি স্বরূপ,
হৃদি মাঝে ধর সেই প্রতিরূপ,
চির শান্তি যাতে নহে অন্যরূপ,
তুমি মুগ্ধকর কব কি আর।

(১৩৬)

নিরাকার রূপ বড় তৃপ্তিকর,
চির শান্তি তাতে সে যে অনশ্বর,
হিজিবিজি যত সকলি নশ্বর,
অশান্তি-আশ্রয় কৃচ্ছ্র দায়ক ;
তবু তাতে রত মানব প্রকৃতি,
কি মোহিনী শক্তি ধরয়ে আকৃতি,
না পারি বুঝিতে কি গুণে বিকৃতি,
বিভূষিত এত বিশ্ব-নায়ক।

(১৩৭)

বিকৃতি বিকার মিছে মুগ্ধকর,
মোহ মায়া মদ ভ্রমের আকর,
যাতে আচ্ছাদিত মানবনিকর,
যাতে অবরোধ দৃষ্টি অন্তর ;
যে দৃষ্টি বিহনে রূপ নিরাকার,
নাহিক উপায় দেখিবার আর,
সেই দৃষ্টি দাও ওহে নির্ব্বিকার,
নিরখি সে নিত্য রূপ সত্বর।

(১৩৮)

এ সকল যেন নিশির স্বপন,
নিদ্রা অবসানে সব অদর্শন,
মরীচিকা যথা বৃথা প্রলোভন,
না রহে তাহার কোন অস্তিত্ব ;
এ বাহ্য ব্যাপার অবিকল তাই,
কালচক্রে পড়ি ঘুরিছে সদাই,
আসে যায় বটে আমি কিন্তু নাই,
আমার নাহিক তাতে স্থায়িত্ব।

(১৩৯)

এই ত স্থায়িত্ব সামান্য সময়,
দৃষ্টি না থাকাতে তাও বিষময়,
শুধু কষ্টকর অশান্তি আলয়,
অনুতাপে দহে দিবা রজনী ;
এ দহন দেব সহনীয় নয়,
তাই অনুরোধ করি দয়াময়,
তৃষিতে তাপিতে হইয়া সদয়,
অনন্ত স্থায়িত্বে লও এখনি।

(১৪০)

এখনিই দেব নহে পরক্ষণ
প্রপঞ্চ হইতে করহ মোচন,
বৃথা কেন মোরে করিতে রোদন,
এ দেহ পিঞ্জরে রাখ বাঁধিয়া ;
জীবন থাকিতে নহি যে জীবিত,
আমা হ'তে হবে কি কার্য্য সাধিত,
কি উদ্দেশ্য তব হবে সম্পাদিত,
আমি জীবন্মৃত মরি কাঁদিয়া ।

(১৪১)

আশেপাশে শুধু ঘোর অন্ধকার,
ভেদাভেদ জ্ঞান নাহি মম আর,
প্রভেদ অভেদ সব একাকার,
যা কিছু প্রভেদ স্পর্শ শ্রবণে :
বাহ্য রূপে তব সেই বিভিন্নতা,
বিবিধ বিকাশে সেই সৌন্দর্য্যতা,
অমিয় মিশ্রিত সেই চিক্কণতা,
না পারি বুঝিতে আমি এক্ষণে ।

(১৪২)

মানবের সাধ ফুরায়ে গিয়াছে,
মোহ মায়া লোভ নাম মাত্র আছে,
ধৃতি স্মৃতি মতি প্রবৃত্তির কাছে,
ম্রিয়মাণ সদা নত বদনে ;
নির্ব্বাক গম্ভীর স্থির সাম্য ভাব,
নিশ্চেষ্ট নিশ্চল নাহিক প্রভাব,
সে উগ্রতা সব হয়েছে অভাব,
সে ব্যগ্রতা নাহি আর এক্ষণে।

(১৪৩)

এ ভবের হাটে আমি চক্ষুহীন,
পণ্য দ্রব্যে হাট পূর্ণ প্রতিদিন,
কিন্তু নির্ব্বাচনে অক্ষম এ দীন,
বিভিন্ন জিনিস যত কিনিতে ;
ক্ষমা ধর্ম্ম মোক্ষ আছে স্তরে স্তরে,
সুসজ্জিত সব বিপণি ভিতরে,
পাপ পুণ্য শান্তি ভ্রান্তি স্থানান্তরে,
আমি কিছু নাহি পারি চিনিতে।

(১৪৪)

কি হিসাব দিব প্রভুরে তখন,
অনন্ত মিশ্রণে মিশিব যখন,
কি লয়ে যাইব তাঁহার সদন,
পথের সম্বল নাহি হইল ;
মিছামিছি হাটে ঘুরিনু ফিরিনু,
আজীবন শুধু কাঁদিয়া মরিনু,
ভোগ বাসনায় সকলি ভুলিনু,
মিছা মায়াবশে কাল যাইল।

(১৪৫)

অন্তরস্থ বিভো ষড় রিপুগণ,
কুপথে লইয়া দিয়া প্রলোভন,
করেছে হরণ এ অমূল্য ধন,
আর কি পাইব পুনঃ ফিরিয়া ;
অদৃষ্টের ফল কে খণ্ডাবে বল,
বিপাকে হারানু যা ছিল সম্বল,
নাহিক স্বজন নাহি অর্থবল,
এখন কি দশা দেখ চাহিয়া।

(১৪৬)

কোথা জন্মভূমি প্রতিবাসিগণ,
আত্মীয় কুটুম্ব জ্ঞাতি পরিজন,
সহ কর্ম্মচারী উচ্চঃ অধস্তন,
বারেক চাহিয়া দেখ এক্ষণে ;
নশ্বর অস্তিত্ব বিনষ্টের প্রায়,
কষ্টের অবধি নাহিক তাহায়,
পরিণাম কি যে নাহি কহা যায়,
উপায় না দেখি তার রক্ষণে।

(১৪৭)

বুঝেছি রে অর্থ তোর যে প্রভাব,
তোর অভাবেতে সব তিরোভাব,
তোর সমাগমে না থাকে অভাব,
তুই রে অনন্ত আদি কারণ ;
মান অপমান সম্ভ্রম সম্পদ,
ঐশ্বর্য্য গৌরব আপদ বিপদ,
গর্ব্ব দর্প আদি বিঘ্ন নিরাপদ,
তোর মূলে আছে সব বন্ধন।

(১৪৮)

পূর্ব্ব পরিচিত বন্ধু সমুদয়,
দূর হতে তারা তাকাইয়া রয়,
পূর্ব্ব কথা তারা পরস্পরে কয়,
কেহ নাহি আসে মম সকাশে ;
দিবানিশি বসি একাকী নির্জ্জনে,
মানব প্রকৃতি ভাবি মনে মনে,
নিরানন্দে সদা বিরস বদনে,
নিরস বিরস মনোবিকাশে।

(১৪৯)

ভাবিয়া ভাবিয়া দিশাহারা প্রায়,
তবু না রহস্য আসে ধারণায়,
অনুমানে শুধু তাহাই বুঝায়,
আছ হে ভবেশ সকল ঘটে ;
জীবে জড়ে জলে জলদে অনলে,
অনিলে জঙ্গলে আকাশ মণ্ডলে,
পাহাড়ে পর্ব্বতে জলধির তলে,
প্রতিমা পুতুলে ঘটে ও পটে।

(১৫০)

প্রপঞ্চ বিকাশে তুমি বিভিন্নতা,
রূপের প্রকাশে তুমি চিক্কণতা,
জ্ঞান বিজ্ঞানেতে তুমি সে তীক্ষ্ণতা,
কবি-কল্পনায় সিদ্ধি-দায়ক ;
মনোবুদ্ধি মাঝে তুমি প্রখরতা,
প্রবৃত্তি ভিতরে তুমি চঞ্চলতা,
হৃদয়াভ্যন্তরে অভীষ্ট দেবতা,
তুমি সর্ব্বেসর্ব্বা বিশ্বনায়ক।

(১৫১)

বাগিন্দ্রিয়ে তুমি বিভিন্ন বচন,
কণ্ঠস্বরে তুমি সুশ্রাব্য নিক্কণ,
রসনাগ্রে দেব তুমি আস্বাদন,
শ্রবণ কুহরে শব্দ-বিজ্ঞান ;
নাসারন্ধ্রে তুমি ঘ্রাণের আধার,
জীবন রক্ষক প্রাণের প্রচার,
দিব্য জ্যোতিঃ তুমি নয়ন মাঝার,
ত্বগিন্দ্রিয়ে তুমি স্পর্শ নিদান।

(১৫২)

নারী নরে তুমি সেই আকর্ষণ,
জীবপুঞ্জ যাতে হতেছে সৃজন,
সেই শক্তি তুমি যাহাতে নিধন,
পুনরায় ক্রমে সব হতেছে ;
হাসির হিল্লোলে তুমি শান্তি সুখ,
রোদন ধ্বনিতে শোক তাপ দুখ,
বিষাদ বিমর্ষে অশান্তি অসুখ,
তোমার প্রতিভা দীপ্তি পেতেছে।

(১৫৩)

অন্ধের আঁখিতে তুমি এ অন্ধতা,
হৃদয় মাঝারে তুমি ব্যাকুলতা,
অনশনে দেখ তুমি অসহ্যতা,
তুমিই সকল যা আছে ভবে ;
আমিত্ব তুমিই আমিই সে তুমি.
মিছামিছি শুধু করি তুমি আমি,
বৃথা ভেদ জ্ঞান তিনি আমি তুমি,
তবু আমি আমি কে আমি তবে।

(১৫৪)

আমি কি হে নহি তোমার বিকার,
নিরাকার তুমি তোমার সাকার,
ব্যষ্টি ভাবে বিভো তোমার আকার,
তবে কেন বৃথা কাঁদিয়া মরি ;
হাসি কান্না সব তোমার ইচ্ছায়,
ভুঞ্জক রঞ্জক তুমিই তাহায়,
ভোক্তা শ্রোতা ধাতা তুমি বসুধায়,
কার লাগি তবে রোদন করি।

(১৫৫)

না পারি বুঝিতে রোদনের মূল,
কেন সন্তাপিত শোকে সমাকুল,
কেন বৃথা হেন আকুল ব্যাকুল,
সকলি বিভ্রম মোহে জড়িত ;
ভ্রমাবৃত জ্ঞানে বিভিন্ন কেবল,
দ্বৈত বিরহিত এ ভব মণ্ডল,
একত্ব সর্ব্বত্র একই সকল,
একের বিকারে সব গঠিত।

(১৫৬)

তাই যদি তবে কেন ভিন্ন বাদ,
এ হাসে ও কাঁদে বিভিন্ন প্রবাদ,
সেই হাসে কাঁদে যার অনুবাদ,
সাকারে শোভিত এই সংসার ;
ত্রিতাপের তাপে হোক সে তাপিত,
আমি তাতে কেন বৃথা বিমোহিত,
আমাতে সে তাপ কেন আরোপিত,
আমি যে সে একত্বের বিকার।

(১৫৭)

এ বিকারে কভু নাহি সে প্রতাপ,
পরাভূত যাতে ত্রিতাপ সন্তাপ,
জর্জ্জরিত এবে শোক অনুতাপ,
অবিরত করিতেছে এরূপে :
দুদিন পরেতে সকলি বিলয়,
জল বিম্ব যথা ক্ষণমাত্র রয়,
হেসে কেঁদে দিয়ে স্বীয় পরিচয়,
আবার মিশায় শেষে সে রূপে।

(১৫৮)

প্রকৃতিই তবে হাসিতে কাঁদিতে,
তাপত্রয়ে সদা জ্বলিতে পুড়িতে,
মোহমায়া পাশে আবদ্ধ হইতে,
ভবভ্রমরূপ বসন পরি ;
বিকৃত আকারে বহুল আখ্যায়,
গুণত্রয় বশে বিবিধ শোভায়,
তৃষাতুরা হয়ে ইতস্ততঃ ধায়,
কুহকে মোহিনী মূরতি ধরি।

(১৫৯)

কেন এ তৃষায় প্রকৃতি তৃষিত,
গুণের বিকাশে কেন বিমোহিত,
অধৈর্য্য অস্থির কেন মুগ্ধচিত,
কেন সৃষ্টি স্থিতি কেন প্রলয় ;
আমি ক্ষরাক্ষর না পারি সহিতে,
অনুরোধ হেন না পারি রাখিতে,
ভবরূপ তব বিকার হইতে,
পরিহর মোরে হয়ে সদয়।

(১৬০)

ঘোর মায়া পাশে হ'য়ে বিজড়িত,
আমি আমি করি আমি অবিরত,
অহং তত্ত্বে মত্ত আমি হে নিয়ত,
আবার বাসনা ভব হেরিতে ;
ছি ছি ধিক্ মোরে আর না হেরিব,
তুচ্ছ আঁখি হেতু আর না কাঁদিব,
দাও দাও বলি আর না মাগিব,
আর না ইচ্ছিব ভবে মিশিতে।

(১৬১)

মোহ-অন্ধকার বিনাশ ঈশ্বর,
দিব্য নেত্রে হেরি নিত্য অনশ্বর,
অচিন্ত্য অচ্যুত অব্যয় অক্ষর,
মূর্ত্তি বিশ্বম্ভর সত্য অনন্ত ;
যা হেরিলে ভব যাতনা না রয়,
মর ধামে আর আসিতে না হয়,
জন্মমৃতু-কৃচ্ছ্র হয় পরাজয়,
ত্রিতাপ ত্রাসিত ভীত কৃতান্ত।

(১৬২)

যার ধ্যানে চিতে রোম্য অনুপম,
অতুল স্বরূপ স্বতঃ উপগম,
কমনীয় চারু অতি মনোরম,
নাহিক তাহার কোন উপমা;
অভিধানে নাহি স্বরূপ বচন,
প্রকৃতি বিকারে নাহি সে শোভন,
তুচ্ছ সব এই বাহ্য দরশন,
হেরিয়া তাহার সেই সুষমা।

(১৬৩)

শেষের এ সাধ মিটাও আমার,
এই ভিক্ষা মাগি চরণে তোমার,
অনিত্য সুখেতে ইচ্ছা নাহি আর,
ভীত আমি নহি বিভো মরণে;
জয় জগন্নাথ ব্রহ্ম সনাতন!
জয় ভগবান অনন্ত কারণ!
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীহরি জয় জনার্দ্দন!
আর নাহি সাধ হেন জীবনে!

(১৬৪)

জয় মৃত্যুঞ্জয় অনাদি মহেশ !
পিনাক-নিনাদী জয় ব্যোমকেশ !
যোগীন্দ্র চিন্ময় জয় হৃষীকেশ !
অনন্ত সত্তায় লও এক্ষণে ;
জয় দয়াময় ত্রিপুর ঈশ্বর !
সত্য সনাতন ব্রহ্ম পরাৎপর !
জয় বিশ্বম্ভর ধূর্জ্জটি শঙ্কর !
অন্ধ আমি নমি তব চরণে।

শান্তি পথ

নমি বিশ্ব শ্রীচরণে, ক্লিষ্ট চিতে হৃষ্ট মনে,
কলুষ কল্মষ কর নাশ ;
ঘুচায়ে ভবের ভ্রান্তি, নির্ব্বেদের চির শান্তি,
দেহ মোরে এই অভিলাষ।
যে কদিন তমাবৃত, হয়ে রব জীবন্মৃত,
ও পদেই যেন সে কদিন ;
থাকে মম মতি গতি সানুনয়ে এ মিনতি,
দীন আমি ভকতি বিহীন।
না জানি ভজন ধ্যান, হৃত গুণ হত জ্ঞান,
অজ্ঞান তিমিরে বিজড়িত ;
এ বাহ্য আঁধারে শেষে, বিক্ষিপ্তের নির্ব্বিশেষে
হইতেছি আমি যে চালিত।
তুমি বিভো কৃপাময়, কৃপাসিন্ধু কৃপাশ্রয়,
কৃপাধাম কৃপার নিধান ;
কৃপার কোমল ক্রোড়ে, এ সময় রাখ মোরে,
নিজ গুণে কৃপা করি দান।



দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষি-শিরোমুখং ;
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

তিতি আঁখিনীরে দেব ! দিবস যামিনী
একাকী নির্জ্জনে বসি, বিষাদে বিক্ষেপে
উদ্বেলিত চিতে হায় কতই কাঁদিনু
নীরবে ; সরস তরু কুঠার আঘাতে
যেমতি, অথবা তুঙ্গ গিরিবর শৃঙ্গে
নির্ঝর যেমতি ঝরে ঝর ঝর সদা
মনের আবেগে যেন অন্তর দহনে,
কিম্বা অম্বুনিধি যথা বাড়বাগ্নিরূপ
সন্তাপে অধীর, পৃথ্বি যথা ভূকম্পনে।

হায় রে তেমতি আমি বর্ণিব কেমনে!
অমৃতভাষিণি দেবি সারদে সুভদে
বীণাপাণি, মাতঃ দেহ পদাশ্রয় দীনে,
মূঢ় অজ্ঞ অন্ধ পুত্রে তব, সরস্বতি!
উর রসনাগ্রে দেবি! বাগিন্দ্রিয়ে মম
বাগ্দেবি! যেমতি মাতঃ চোর রত্নাকরে,
কাব্য-রত্নাকর যিনি তোমার প্রসাদে,
কিম্বা যথা কালিদাসে, কবি-চূড়ামণি
জগতের; রচি রম্য কাব্যদাম শব্দ
প্রসূনে, বিষাদ সূত্রে,—এই আধ্যাত্মিক,
মনের হরষে গাঁথি, পূজিবারে তব
চরণারবিন্দ মাতঃ আঁধার নয়নে।

কিন্তু না শুনিলে দেব দীনের বিলাপ,
মর্ম্মাহত মম এই সকরুণ বাণী।
এত যে কাঁদিনু আমি বিফল সকল
বিভো! মম ভাগ্য দোষে, কর্ম্মফলে মম,
যে কর্ম্মের মূলে দেব তুমি অধিষ্ঠিত।
কে বলে দয়াল তবে তোমারে দীনেশ!
প্রস্তরেতে বীজ যদি নাহি অঙ্কুরিল,
না রহিল জল দেব যদি উচ্চ ভূমে,

কিম্বা শুষ্ক তরু যদি নাহি মুঞ্জরিল,
আঁধার নয়নে যদি না আসিল জ্যোতিঃ,
তোমার দয়ায়, তবে কে বলে দয়াল
তুমি। অশ্রু যদি নাহি মুছাইলে দেব,
নাহি দিলে দীনে যদি চরণ প্রসাদ,
পাণিপাদন্তব তবে কে বলে সর্ব্বত্র।
কে বলে তোমারে বিভো সর্ব্বত্রাক্ষি, যদি
সকরুণ নেত্রে নাহি হেরিলে অধমে।
শিরোমুখং দেব তব সর্ব্বত্র কে বলে।
কে বলে সর্ব্বত্র তুমি শ্রুতিমল্লোকে হে
বিভো! বিশ্ব-পিতঃ দেব অনন্ত কারণ
বিশ্বাত্মন্! আশ্বাস বাক্যে দাসে যদি নাহি
সন্তোষিলে, না শুনিলে করুণ ক্রন্দন।
দারুণ যাতনা দেব দিতেছ এক্ষণে,
করিয়া আবদ্ধ মোরে অনন্ত আঁধারে।
পিঞ্জরে আবদ্ধ পাখী শান্তি কভু জানে ?
কিন্তু কেন দেব তাহা না পারি বুঝিতে
অনন্ত সত্তায় তব নাহি লইতেছ
এখন ; যে হেতু তুমি সর্ব্বমাবৃত্য হে
ভবেশ। তিষ্ঠতি সদা সর্ব্বত্র নিখিল

ব্রহ্মাণ্ডে ! অনন্ত সত্তা, অনন্ত আঁধার,
অনন্ত নিধান দেব ! অনন্ত মূরতি,
এ সকল কেবল যে তোমার সম্পত্তি।
দিলে দীনে দয়া করি একটী তাহার,
মাগিলাম সবিনয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে
অন্যান্য সকল, কিন্তু নাহি দিলে দীনে।
স্তুতিলাম কত দেব ফিরিয়া লইতে
দিয়াছ অধমে যাহা করুণা প্রকাশি।
কিন্তু না শুনিলে দেব মম ভাগ্যদোষে।
মণিহারা ফণী কভু তৃপ্তি অনুভবে ?
নহে কি সে চির ক্ষিপ্ত উদ্‌ভ্রান্ত অন্তরে ?
পিতার সমীপে পুত্র অভিমানে যথা,
তেমতি হে দেব আমি কতই কাঁদিনু
মনের আবেগে, ক্ষুব্ধচিত্তে, ক্ষুব্ধমনে,
সবিনয়ে, সকাতরে, বিমর্ষ হৃদয়ে,
বিষণ্ণ বদনে, শোকে অনুতাপে তনু
জর্জ্জরিত, প্লুত অশ্রুধারায় বিসিক্ত
সর্ব্বাঙ্গ, সতত ক্লিষ্ট এ দারুণ কৃচ্ছ্রে।
ভূগর্ভে যেমতি বস্তু বিভিন্ন প্রকার,
স্বাভাবিক উত্তাপেতে হয়ে দ্রবীভূত,

সবেগে সতেজে কভু প্রস্রবণ মুখে,
কভু বা বিদীর্ণ করি ধরিত্রী, প্রবল
প্রবাহে সতত হয় উদ্গীরিত, হায় !
তেমতি হে দেব মম হৃদয়াভ্যন্তরে,
অনুতাপ শোক ক্ষোভ অশান্তি প্রভৃতি
হুতাশন রূপে জ্বলি ভীষণ দহনে,
করি দ্রবীভূত আশা উদ্যম উৎসাহ,
উদ্গীরয়ে অশ্রুরূপে অকর্ম্মণ্য মম
আঁধার নয়ন রূপ প্রস্রবণ দিয়া।
তথাপি হে দেব তব অনন্ত অন্তর
অনুকূল নহে দীনে ক্লিষ্ট নির্য্যাতনে।
কঠোর এ হেন মম করুণ ক্রন্দনে।
কোন্ পিতা পুত্র প্রতি প্রতিকূল এত ?
সৃষ্টি স্থিতি লয় বিভো তোমার আদেশে,
তোমার আজ্ঞায় দেব তোমার ইচ্ছায়।
বিশ্বের জনক তুমি বিশ্ব পরমাত্মা,
সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত, সতত সর্ব্বত্র
বিদ্যমান আছ তুমি নিরাকার রূপে।
সর্ব্বশক্তিমান তুমি অনন্ত কারণ,
সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশ্রুতিমান,

সর্ব্ব অন্তর্য্যামী তুমি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতঃ।
অচিন্ত্য অচ্যুত তুমি অখিলের পতি,
অগতির গতি দেব অনাথের নাথ,
অধম তারণ তুমি পতিত পাবন।
যে হেতু হে দেব তুমি জীবের রক্ষক,
মঙ্গলদায়ক, হ'য়ে অধিষ্ঠিত সর্ব্ব-
ভূতাত্মায় অনিবার অবিচ্ছিন্ন ভাবে,
'সূত্রে মণিগণাইব' নিত্যানিত্য ধামে,
ইন্দ্রিয়ের অগোচরে যদিও, তথাপি,
মনের বিকাশে চিত্ত উদ্বেলনে, দেব !
উদ্ভ্রান্ত অন্তরে হ'য়ে বিবর্জ্জিত বাহ্য-
জ্ঞান, নিদ্রা কালে স্বপ্ন যথা ; হেরিলাম
মূর্ত্তিমান যেন মম বাহ্য অভ্যন্তরে
তোমারে, অদ্বৈতরূপ, চিন্ময়, নির্ম্মল
জ্যোতির্ম্ময় সর্ব্বব্যাপী, আকাশ পাতাল
ওষধি বিটপী গিরি গুহা নদ নদী
অপার অম্বুধি আদি স্থাবর জঙ্গম
জীবপুঞ্জে সুশোভিত নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে
নিহিত সে রূপে, মূর্ত্তি সৌম্য সদানন্দ,
দয়ার নিধান, চির শান্তির আশ্রয়,

অনন্ত তৃপ্তির মূল কারণ, জীবের
আনুকূল্য হেতু কৃপা করুণা সতত
বিনিঃসৃত তব নিত্য সত্যরূপ হ'তে,
অংশুমালী হ'তে যথা রশ্মিকণা, কিম্বা
স্ফুলিঙ্গ যেমতি স্বতঃ সতত সুদূরে
বিনিঃক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড হ'তে,
অথবা যেমতি বাষ্প প্রভাত সময়ে
দৃশ্যমান হিমানীতে, জলাশয়োপরি।
এরূপে হেরিনু দেব তোমারে প্রত্যক্ষ
দৃশ্যমান যেন ধরি বিরাট আকার,
আহ্বান করিছ যেন করুণ ইঙ্গিতে
ক্লিষ্ট জীবে, করিবারে পরিত্রাণ এই
দারুণ কঠোর ভবযন্ত্রণা হইতে।
হর্ষোৎফুল্ল চিত্তে তাই মনের আনন্দে
কভু বিশ্বসখা কভু বিশ্বচিকিৎসক
আখ্যায় তোমারে করি সম্বোধন দেব!
কতই করুণ বাক্যে ক্রন্দনধ্বনিতে
স্তুতিলাম নাশিবারে এ ঘোর আঁধার.
কিন্তু বৃথা সে সকল মম ভাগ্য দোষে।
উপশম রূপ তব প্রত্যুত্তর নাহি

শান্তি পথ

পাইয়া উদ্ভ্রান্ত চিত্তে গঞ্জিলাম কত
অকথ্য কথনে দেব তোমারে বিষাদে,
সখা ভাবি সমভাবে, তাহাও বিফল,
নিরুত্তর, নমিলাম শেষে বিশ্বপদে
তব, মাগি ক্ষমা বিভো কৃতাঞ্জলিপুটে।
বুঝিলাম শেষে মম কর্ম্মফল ইহা।
কার সাধ্য রোধ করে প্রাক্তনের গতি?
কিন্তু ধন্য দেব তুমি অন্য পক্ষে, ধন্য
অনন্ত মাহাত্ম্য তব, ধন্য সুকৌশল
জীবপুঞ্জ রক্ষা হেতু। হেরি অকর্ম্মণ্য,
অক্ষম অর্জ্জনে জানি আমারে, রক্ষিতে
নশ্বর অস্তিত্ব মম, রোধিতে বিয়োগ,
প্রপঞ্চের পোষকতা অভাবে, অকালে,
অনুকম্পা কৃপা দয়া করুণা প্রভৃতি
সাত্ত্বিক প্রবৃত্তি করি উত্তেজিত, স্বচ্ছ
নির্ম্মল হৃদয়ে সেই সব মহাত্মার,
তব প্রতিনিধিরূপে যাঁরা অবতীর্ণ
ধরাধামে, আদেশিছ, স্বীয় ঐশ্বরিক
শক্তির প্রভাবে, কর বিমোচন দুঃখ,
পূরাও অভাব, নাশ জঠর অনল,
অক্ষম এ হেন দীন দরিদ্র জনের।

তৎপর হে দেব তব প্রতিনিধিগণ
পালিতে আদেশ তব, কিন্তু আমি মূঢ়,
অজ্ঞ অভাজন অতি, নাহি জানি আমি
কৃতজ্ঞতা, দেহ শিক্ষা আমারে হে দেব!
করি নিজ গুণে দয়া, কিরূপ স্বরূপ
তার, অতি সযতনে গাঁথিব সেরূপে
আবার সুরম্য দাম শব্দ প্রসূনের,
অতি পুলকিত চিতে দিব উপহার
তব প্রতিনিধিগণে,পূজিব আনন্দে
তাঁহাদের, ভক্তি ভাবে আঁধার নয়নে।
কিন্তু প্রভো! ধন্য তব অনন্ত মাহাত্ম্য
অপার মহিমা, ধন্য দুর্জ্জেয় কৌশল
জীবপুঞ্জ রক্ষা হেতু অসীম ক্ষমতা।
নাহি কোন রূপ দেব উপমা তাহার।
না সরে লেখনী হায়! বর্ণিতে কাহিনী
ঐশ্বরিক সুদুর্জ্জেয় নিত্য অনশ্বর,
আদি অন্ত বিবর্জ্জিত কুটস্থ শাশ্বত।
কার সাধ্য জগৎ পতে! রহস্য তোমার
করে উদঘাটন এই নশ্বর জগতে?
ক্ষণিক মানব দেহে ধরি অন্ত-র্জ্যোতি

এ হেন নিস্তেজ ক্ষীণ অপ্রতিভান্বিত,
মানব শাণিত রূপ উপাদানে দেব ?
কভু কি সম্ভব এই ক্ষীণ দীপালোকে ?
নহে কি সে বাচালতা বিফল প্রয়াস ?
কিম্বা অতি হাস্যাস্পদ প্রগল্‌ভ বচন ?
কে করে ধারণা হায়! গিরি-শৃঙ্গ তুঙ্গ
সুমেরু পর্ব্বত শিখা, জলধি দুস্তর
অথবা বালুকাময় সাহারার মরু
লঙ্ঘিবে মানবে হেন অন্ধ খঞ্জ পঙ্গু ?
কভু নহে। সে কেবল আকাশ কুসুম
বৃথা আকিঞ্চন বৃথা কল্পনা ধারণা।
দ্বিতীয়ার চন্দ্রে যথা হারয়ে কল্পনে!
অতি উচ্চ অভিলাষ সমাপন্নে মূঢ়ে ?
তিন্তিড়ীর বক্রতার উপমা আরোপ
কিম্বা পঙ্কজের কারু সুষমা দর্শনে
কুমুদিনী ঈর্ষান্বিতা বিষাদের ভরে।
অথবা যেমতি হায়! পিকবর যবে,
নিঃসরে মধুর স্বরে স্বীয় কণ্ঠস্বর,
শুনি তাহা, মদগর্ব্বে হয়ে পুলকিত,
অনুকরণের ছলে করে কা কা রব

কর্কশ অশ্রাব্য অন্য অধম বিহগ
যা হো'ক তা হো'ক কিন্তু হে বিশ্বরঞ্জক!
রক্ষিবারে জীবপুঞ্জ এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে,
প্রগাঢ় প্রতিভা, স্বতঃ উদ্ভাসিত ব্যাপ্ত
যাহার প্রভাবে জীব হ'য়ে দৃষ্টিমান
ভ্রমে ইতস্ততঃ সদা স্বকার্য্য সাধনে।
শরীর ধারণে কিম্বা জীবন রক্ষণে,
অনিবার্য্য রূপে কিন্তু আবশ্যক যাহা।
যাহার প্রকৃতি-ভূত শৈত্য, উষ্ণ, স্নিগ্ধ,
বহুবিধ ভিন্ন ভাব অনুভব করি
বিশ্ব প্রতিভাক্ত শেষে হ'য়ে প্রতিক্ষণ
অন্তর্ব্বাহ্যে যুগৎ বিচরণ করে,
পরম আনন্দে অতি মনের হরষে।
কে বলে এ প্রভঞ্জন ক্ষিতি হুতাশন
কে বলে বা অন্তরীক্ষ কে বলে জীবন
এ ত নহে দেবদেব হে জগৎপতে।
সে সব যে ভৃত্য তব কিঙ্কর কিঙ্করী
আজ্ঞাবহ দূতপুঞ্জ তৎপর সর্ব্বতঃ
পালিতে আদেশ তব ঐকান্তিক চিতে,
জীব সমূহের দেব আনুকূল্য হেতু।

শান্তি পথ

অই শুন, সমীরণ, ভৃত্য তব দেব,
নিদাঘ সন্তপ্ত জনে নিবারিতে গ্রীষ্ম
তার, করি সোঁ সোঁ রব বিরাম ব্যতীত
চামর ব্যজন করে তোমার আদেশে।
হের অই দেবদেব তেমার ইচ্ছায়,
হ'য়ে যত্নবতী অতি যথা যথরূপে
জীবের ভক্ষণ হেতু প্রচুর প্রমাণ
উৎপন্ন করিছে শস্য ক্ষমাবতী ক্ষিতি।
হুতাশন প্রতিক্ষণ উত্তাপ প্রদানে
রক্ষণ বর্দ্ধন করে সৃষ্ট জীবগণে,
অন্তরীক্ষ সুদূর্লক্ষ সজীব নির্জ্জীবে
তোমার আজ্ঞায় সবে স্থান দান করে।
হের তব সলিলের অদ্ভুত করুণা
অপার মহিমা আর অনন্ত ক্ষমতা,
জীবে জড়ে উদ্ভিদাদি সকল পদার্থে
বিতরে পানীয় রস সর্ব্বতঃ প্রকারে,
পান করি যাহা সবে জীবিত রক্ষিত।
কে বলে মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর শক্তি
কভু নহে সে কেবল নামান্তর মাত্র
সৃষ্টির বহুত্ব পাছে হয়ে সংমিশ্রিত

বিনাশে সে বহুলত্ব, কূট তত্ত্ব তব
সংহারে অথবা চারু কারুত্ব বর্ণন
প্রতিরূপ বাক্য কিম্বা শব্দের অভাবে,
অতএব অভিধান প্রণেতা পণ্ডিত
একত্বের বিবিধত্ব করয়ে বিন্যাস
কিন্তু সে কি নহে তব অনন্ত হিয়ার
অনন্ত আদেশ সেই দূতগণ প্রতি
অনন্ত কালের তরে ন্যস্ত সম্প্রদত্ত ?
অই হের আঁখি তুলি অয়ি চক্ষুষ্মান,
ভেবে দেখ হৃদিগ্রন্থি করি উন্মোচন
কি ঘটন অনুক্ষণ অনন্ত অম্বরে।
যেরূপ কৃষকবর তড়াগাদি কূপ
প্রভৃতি সামান্য অতি জলাশয় হ'তে
পয়ঃপ্রণালীর যোগে বিবিধ কৌশলে
সিঞ্চন করতঃ বারি যত্ন সহ অতি
সুদূরে অদূরে কিম্বা শস্যক্ষেত্রে করে
অভিষিক্ত। অই হের সেরূপ গগনে
নিৰ্জ্জীব পদার্থে যেন সজীবের কার্য্য,
রবির উত্তাপ রূপ কৃষকের ছেঁচ্‌নী
অনন্ত আদেশে সেই মাধ্যাকর্ষণের

স্বতঃ কার্য্যে পরিণত বাষ্পরূপে বারি
অতল আপূর্য্যমাণ অম্বুনিধি হ'তে
উত্তোলন করিতেছে অপর্য্যাপ্ত রূপে।
সমীর প্রবাহরূপ পয়ঃ-প্রণালীর
সহযোগে, মেঘাকারে সকল স্থানেই
সকল ক্ষেত্রেই মরু, বন, উপবনে,
করিতেছে জলসিক্ত যথাযথ রূপে
জীবের কল্যাণ হেতু মঙ্গল সাধনে।
বিবিধ প্রকারে দেখ বিভিন্ন উপায়ে
অলৌকিক ঐশ্বরিক বহুল কৌশলে
করিতেছে জীব-পুঞ্জ সর্ব্বতঃ রক্ষণ।
সুখৈশ্বর্য্য তাহাদের বর্দ্ধন মানসে
অবিরত রত। হায় কে পারে বর্ণিতে
অনন্ত মহিমা তব, এই ক্ষীণবুদ্ধি
ক্ষীণমতি ক্ষীণতেজ দুর্ব্বল মানব,
প্রখর প্রতিভান্বিত অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি
সিদ্ধগণ পুরাকালে চকিত স্তম্ভিত
কৃৎস্নকর্ম্মকৃত্তত্ত্বে শেষে বিমোহিত;
সে হেন বিপন্ন জ্ঞানে স্তম্ভিত মানসে
ক'রেছে বিশিষ্টরূপে সহস্র আখ্যায়

বিভূতির যথাযথ অনুরূপ বাক্যে
বিভূষিত সংকীর্ত্তিত এইরূপে যথা ;
দেবদেব জগৎপতে ব্রহ্ম পরাৎপর,
কৃৎস্ন বিশ্ব পরিব্যাপ্ত অনন্ত ঈশ্বর।
সর্ব্বভূতে অনুস্যূত জীব চরাচরে,
স্থাবর জঙ্গম আদি অম্বুধি ভিতরে।
অনলে অনিলে স্থলে ভূধর কন্দরে,
তরু মরু মরীচিকা পাতাল অম্বরে।
নারী নরে জলচরে ভূচরে খেচরে,
মনে প্রাণে জ্ঞানে ধ্যানে ত্রিতাপ ভিতরে।
সুখ দুঃখ শোক তাপে জীর্ণ কলেবরে,
হর্ষে মর্ষে সমুদ্যমে উদ্ভ্রত অন্তরে।
সৃষ্টি স্থিতি লয় পুনঃ তোমার আজ্ঞায়,
জন্ম মৃত্যু স্থায়িত্বাদি তোমার ইচ্ছায়।
তোমার আদেশে দেব উদ্ভব সকল,
সত্তার অস্তিত্ব লয় ইঙ্গিতে কেবল।
নিমিষে নিমিষে কত নব অভ্যুত্থান,
আঁখির পলকে পুনঃ সব অন্তর্দ্ধান।
এই আছে এই নাই সৃষ্টির গূঢ়ত্ব,
নাহি যাহা হয় তাহা তোমার মহত্ত্ব।

তোমার স্বরূপ এই নব প্রবর্ত্তন,
প্রপঞ্চে হ'তেছ তুমি দৃষ্ট অনুক্ষণ।
কে না জানে রবি শশী কাল চক্রে চলে,
নূতনত্ব পরিগ্রহ করি পলে পলে ?
কে না জানে রশ্মিসূত্র বিবিধ বরণে,
বিবিধ বিকার প্রাপ্ত বিবিধ ধরণে ?
কে না জানে প্রবাহিত জল বিম্বচয়,
ক্ষণে দৃষ্ট ক্ষণে লয় ক্ষণে জলময় ?
কেন তবে প্রতিকূল অন্ধত্ব সংসারে,
দেহের পতনে কিম্বা দৃষ্টির সঞ্চারে ?
কেনই বা সংমিশ্রণে ভুঞ্জ অনিবার,
প্রগাঢ় দারুণ কৃচ্ছ্র অসহ্য দুর্ব্বার ?
না পারি বুঝিতে তব অনন্ত প্রভাব,
মন্থনে সম্ভোগে নাহি কোন ভিন্ন ভাব।
প্রশান্ত অনন্ত হ্রদে সকল সমান,
অনুকূলে প্রতিকূলে সদা সম জ্ঞান
একাধারে চরাচরে সর্ব্বঘটে স্থিত,
সকলের উপভোগে সতত সম্প্রীত।
বিপর্য্যয়ে নাহি লয় সম্ভোগ বশতঃ,
অথবা অনন্ত স্থলে নিশ্চল সর্ব্বতঃ।

অথবা মহত্ত্ব হেতু স্থির সাম্য ভাব,
নিশ্চল নিমিষে সদা নিশ্চেষ্ট স্বভাব।
তাপত্রয় সমষ্টিতে স্বতঃ পরাভূত,
করিতে না পারে তারে ব্যথিত প্রত্যুত।
তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম স্নিগ্ধ শর দুর্ব্বল বিফল,
তাহার সমীপে যেন রহস্য সকল।
কিন্তু আমি এ ব্যষ্টিত্বে হে বিশ্বপালক
এ হেন কঠোর দণ্ড আত্ম বিশোষক।
সহিতে সক্ষম দেব নহি কোন রূপে,
সম্ভব কি সহনীয় প্রপঞ্চ স্বরূপে ?
প্রপঞ্চত্ব জড়ত্বের অভিন্ন স্বরূপ,
জড়ত্বে মরত্বে কভু ভিন্ন কোন রূপ ?
তবে কেন দেবদেব অনন্ত ঈশ্বর,
জীবত্বের খেলা খেল মরত্ব উপর ?
মড়ার উপর যথা খাঁড়ার প্রহার,
সেরূপ আমার পক্ষে এ দণ্ড দুর্ব্বার।
জীবত্বে অস্তিত্ব আমি করি প্রবহন,
জড়ত্ব বা মরত্বের প্রকৃতি গ্রহণ।
জীবে জড়ে যে প্রভেদ জ্ঞাত সর্ব্বজন,
আধা জীব আধা জড় অদ্ভূত বচন।

জীবত্বে সে জ্ঞানেন্দ্রিয় জড়ে কর্ম্মেন্দ্রিয়,
জ্ঞান ধর্ম্ম কর্ম্ম কভু সম্ভব প্রতীয় ?
মাথা নাই মাথা ব্যথা অর্থশূন্য বাণী
আধা জীব আধা জড় সে কি কভু প্রাণী ?
কেন তবে প্রাণবায়ু পলকে পলকে,
জীবত্বের পরিচয় দিতেছে পুলকে ?
কেনই বা বুভুক্ষার প্রগাঢ় বাসনা,
সমুদ্রিক্ত করিতেছে বিবিধ কল্পনা ?
কেনই বা আশোত্তম বিষাদ হতাশ,
মানসে জড়িত সদা না হয় বিনাশ ?
কেনই বা ষড়রিপু দেহে জড় মর,
এখনও প্রতিষ্ঠিত না হয় অন্তর ?
কেন হেন কিমাশ্চর্য্য কিম্ভূত সৃজন,
কি উদ্দেশ্য অভিপ্রেত হ'তেছে সাধন ?
বহুবিধ চারু কারু করি সংসৃজন,
আশা কি মিটে না তাহে অনন্ত কারণ ?
এ নাট্য মন্দিরে তব হে বিশ্ব-রঞ্জন,
অগণন অভিনেতা অভিনেত্রীগণ।
নিজ নিজ পাঠ সবে করিছে সাধন,
হরষে দর্শকগণ করিছে ঈক্ষণ।

আমাতে এ হেন পাঠ কি কার্য্য সাধিতে,
করিছেন সমর্পণ না পারি বুঝিতে।
অন্ধনেত্রে পদক্ষেপে যষ্টি সঞ্চালনে,
ভূপতিত ক্ষণে ক্ষণে স্খলিত চরণে।
সে পতনে ক্ষত স্থানে রুধিরের ধারা,
বিনিঃসৃত প্রবাহিত কৃচ্ছ্রে আত্মহারা।
পুনঃ পুনঃ ভূয়ো ভূয়ঃ সে হেন পতন,
সে হেন দারুণ কৃচ্ছ সদা সংঘটন।
নেহারে দর্শকবৃন্দ তামাসা সে হেন,
নাট্য ঘরে সমাচরে রহস্য "সং" যেন।
করতালি তালে তালে কেহ হরষিত,
কেহ দৃশ্য দরশনে ক্ষুণ্ণ বিষাদিত।
কেহ বা স্মরণ করি অন্তরের ব্যথা,
না সরে বচন মুখে নির্ব্বাক সর্ব্বথা।
কিম্বা অপরাধী জনে দণ্ডাজ্ঞা পালনে,
প্রবর্ত্তিত নিগৃহীত পাপ বিমোচনে।
যা হ'ক তা হ'ক তাহে নাহি প্রতিবাদ,
এই কি সে ভব-লীলা অচ্ছিন্ন বিষাদ?
এই কি পরম সুখ মানব জীবনে,
দিবানিশি একা বসি আবদ্ধ প্রাঙ্গণে?

আমাতে এ হেন পাঠ সম্বর এখন,
এ হেন রহস্য সং'য়ে নাহি প্রয়োজন।
পুনঃ পুনঃ নমি পদে হে বিশ্বরঞ্জন,
আর না করিও অঙ্কে এ হেন পাড়ন।



শান্তি পথ

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

(১)

হৃদি-পিঞ্জরের পাখী,
বিষাদ-বরণ মাখি,
ব্যাকুল আকুল এত কেন পুনঃ হ'তেছ ;
জান না কি সেই দিন,
যে দিন ভূতের লীন,
যে'তে হ'বে স্বীয় ধামে মিছে কেন মে'তেছ।
প্রাণ-পাখী কেন বৃথা ক্ষে'পেছ।

(২)

কেন বৃথা অভিলাষ,
কেনই বা হর্ষোল্লাস,
কেন বৃথা সুখ আশা দৈহিক অহিক রে ;
কেন হেন সমুদ্যম,
কেন বা এ ব্যতিক্রম,
নিশির স্বপন সম সব যে অলীক রে।
ওরে পাখী সব যে ক্ষণিক রে।

(৩)

নেত্র করি উন্মীলন,
হের দৃশ্য যতক্ষণ,
মনে হবে ততক্ষণ সম্ভোগের সার রে ;
পলকে পলকে পরে,
ক্ষণিক পলকান্তরে,
নয়ন মুদিলে কিন্তু সব অন্ধকার রে।
ওরে পাখী বৃথা এ সংসার রে।

(৪)

কিম্বা যথা মরীচিকা,
মরুতে এ প্রহেলিকা,
জল ভ্রমে পান্থগণে করে যে মোহিত রে ;
কভু বা সম্মুখে হ্রদ,
আশে পাশে নদী নদ,
দ্রুতপদে গিয়া দেখে মরীচি কল্পিত রে।
ওরে পাখী বৃথা আশ্বাসিত রে।

(৫)

বৃথা পাখী এ সংসার,
নাহি যে ইহাতে সার,
অসার অনিত্য ভিন্ন নাহি অন্য আর রে ;
মিছা কেন আড়ম্বর,
উদ্বেলিত নিরন্তর,
মিছা কেন বৃথা আশা কর পুনর্ব্বার রে।
ওরে পাখী বৃথা এ সংসার রে।

(৬)

যে মুখ স্নেহের বশে,
নেহারিত সদা ব'সে,
সে এ মুখে সেই মুড় দিবে যে'রে গুঁজিয়া ;
শ্রদ্ধা ভক্তি দূর করি,
মায়া মোহ পরিহরি,
পোড়াইবে নেড়ে চেড়ে শোক তাপ ত্যজিয়া।
ওরে পাখা দুখ শোক ভুলিয়া।

(৭)

ভূতের বিয়োগ হ'লে,
ছাই করি চিতানলে,
শুধু হাতে ফিরে ঘরে আসিবে রে সকলে;
আমার আমিত্ব যাবে,
আমি শূন্য কাল আ'বে,
অনন্ত কালের তরে সুধাময় ভূতলে।
ওরে পাখী সুখময় ভূতলে

(৮)

আমি শূন্য কালে কত,
কথা হবে অভিমত,
যার মুখে যা আসিবে তাহাই রে সে কবে;
স্তুতি নিন্দা সাধুবাদ,
কটুবাদ প্রতিবাদ,
যথাযথ যে প্রবাদ মিথ্যা তাহে না হবে।
ওরে পাখী তাহে মিথ্যা না হবে

(৯)

কেহ বা ভাবিবে মনে,
বাস্তবিক ক্ষণে ক্ষণে,
আপদের শান্তি এই এত দিনে হইল ;
উঠ্‌তে বস্‌তে চল্‌তে ফির্‌তে,
আর না হইবে ধর্‌তে,
জ্বালা পোড়া সে জঞ্জাল সে বালাই যাইল।
ওরে পাখী নিষ্কণ্টক হইল।

(১০)

কেহ বা স্নেহের ভরে,
দু'দশ দিনের তরে,
অশ্রুবিন্দু দু'চার ফোঁটা মাঝে মাঝে ফেলিবে ;
হইলে অন্ত্যেষ্টি পার,
তাও না থাকিবে আর,
হেসে খেলে সুখে শেষে ভব খেলা খেলিবে।
ওরে পাখী ভব লীলা করিবে।

(১১)

নাম গন্ধ ধুয়ে যাবে,
কোন চিহ্ন নাহি পাবে,
অন্তরে তাদের যারা বংশধর থাকিবে ;
জলে জলবিম্বচয়,
ক্ষণে হয় ক্ষণে লয়,
সেরূপ জীবনবিম্ব কাল জলে মিশিবে।
ওরে পাখী কালে লয় পাইবে।

(১২)

শেষের সে দিন সেই,
আসিতেছে ক্রমে এই,
সুদূরে নহে রে পাখী সন্নিকট হয়েছে ;
লক্ষণ তাহার যত,
একে একে সমাগত,
অই দেখ ওরে পাখী সবে দেখা দিয়েছে।
ওরে পাখী জড়ীভূত করেছে।

(১৩)

নয়ন প্রধান বল,
হারায়েছ সে সম্বল,
এ মোহকলিল তব কেন তবে যায় না ;
কেন শান্তি নিরমল,
পরিমল সুবিমল,
হলাহল হৃদে তব এখনও হয় না।
ওরে পাখী এখনও হয় না।

(১৪)

গলিত ললিত মাংস,
শুভ্রকেশ অধিকাংশ,
দন্ত পংক্তি ক্ষীণ তেজ ক্রমশঃই হ'তেছে ;
চলচ্ছক্তি ক্রমে হীন,
হইতেছে দিন দিন,
জড়তায় দেহ এবে জড়ীভূত করেছে।
ওরে পাখী জড়সড় করেছে।

(১৫)

যৌবনে অমিয় যাহা,
বিষ যেন এবে তাহা,
নাহি তাহে কোন স্পৃহা সব দূরে গিয়াছে ;
নিবৃত্তির নিকেতনে,
স্থির চিতে ধীর মনে,
দেখিতেছি সে কেবল মন ব্যথা দিয়াছে।
ওরে পাখী দুঃখ ব্যথা দিয়াছে

(১৬)

নিশির স্বপন সম,
ক্ষণস্থায়ী অনুপম,
ভাঙ্গিলে ঘুমের ঘোর নাহি থাকে আর রে ;
অমূলক বৃথা ভান,
মানসে লভয়ে স্থান,
মিছামিছি সে কেবল সকলি অসার রে।
ওরে পাখা সব অন্ধকার রে।

(১৭)

মরীচি বিবিধ ছাঁদে,
মরুভূমে ধরে ফাঁদে,
বহুতর ভ্রান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ক্লিষ্ট তৃষিত ;
সেরূপ রে এ সমাজে,
ও মরীচি নানা সাজে,
ধরে তারে যে সতত মায়াজালে জড়িত ।
ওরে পাখী মোহ মদে মোহিত ।

(১৮)

ধরিয়া কুহক বলে,
বিধিমতে নানা ছলে,
ক্ষণ সুখ সাগরের উপকূলে বসায়ে ;
বশীকৃত করে শেষে,
যাদুকার্য্য নির্ব্বিশেষে,
অবিরত অভিমত প্রলোভন দেখায়ে ।
ওরে পাখী প্রেম ফাঁদ লাগায়ে ।

(১৯)

সে ক্ষণত্বে যে আসক্তি,
যদি হ'ত তাতে ভক্তি,
সশরীরে মোক্ষ মুক্তি এত দিনে হ'ত রে ;
তা না করে মায়া বশে,
শব্দ স্পর্শ রূপ রসে,
দিবানিশি মেশামিশি থাকিতে যে রত রে।
ওরে পাখী থাকিতে যে রত রে

(২০)

সে সুখ সাগর জলে,
খেলিতে যে কুতূহলে,
ভুলিয়াও কভু নাহি ব্রহ্মপদ স্মরিতে ;
যাহা ছাড়া গতি আর,
এ দুর্গতি এড়াবার,
নাহি যে রে কোনরূপ মরুভূমি হইতে।
ওরে পাখী এ মরত্ব হইতে

(২১)

মরত্বের আগাগোড়া,
কেবল যে জ্বালা পোড়া,
বিঘ্ন বাধা দুঃখ শোক মনস্তাপ জড়িত ;
মান না কিছুই কি তা,
অহো কি নিঠুর চেতা,
আজ থেকে হৃতচিত তবু তুই মোহিত।
ওরে পাখী তবু দেহে জড়িত

(২২)

ধিক তোরে খগবর,
তুই অতি ঘৃণাকর,
খেলিয়া ভবের খেলা সাধ কি মিটিল না ?
কঠোর জঠরানলে,
নিবাইতে কুতূহলে,
ফের ঘোর দ্বারে দ্বারে ভ্রম কি ছুটিল না ?
পাখী তোর লজ্জা কি হইল না ?

(২৩)

লজ্জাহীন তুই অতি,
অকৃতজ্ঞ মূঢ় মতি,
পাষণ্ড পামর তুই জ্ঞান বুদ্ধি রহিত ;
ভুঞ্জিতেছ নিরন্তর,
যা কিছু সম্ভব পর,
তথাপি সুখের আশে দেহ মাঝে নিহিত।
পাখী তুই তবু দেহে জড়িত

(২৪)

কি যে শান্তি আশা ক'রে,
আছ বসি দেহান্তরে,
না জানি কিছুই তাহা নাহি তার ধারণা ;
যা না চলি যথা তথা,
বৃথা কেন দাও ব্যথা,
বৃথা কেন করিতেছ সুখ শান্তি কামনা।
পাখী তোর বৃথা হেন ধারণা

(২৫)

বৃথা চিন্তা আলোচনা,
মোক্ষ আশা উত্তেজনা,
জান না কি নশ্বরত্ব দুঃখের আগার রে ;
ত্রিতাপের তীক্ষ্ণ তাপে,
এ ব্যষ্টি ব্রহ্মাণ্ড কাঁপে,
দুখ বিনা সুখ ইথে নহে যে হবার রে।
ওরে পাখী নহে যে হবার রে।

(২৬)

শান্তির নাহিক লেশ,
অশান্তির সমাবেশ,
যাহা কিছু সবিশেষ পরিশেষ জান না ;
দিবানিশি তাপত্রয়,
দহিতেছে এ হৃদয়,
মরুতে তরুর শোভা কে করে রে ধারণা।
পাখী তোর বৃথা হেন বাসনা

(২৭)

কত কব অনিবার,
তুই দুষ্ট দুরাচার,
কষ্ট কত দেহে থাকি অনিবার দিতেছ ;
স্পষ্ট তাহা প্রকাশিতে,
ব্যথা লাগে ক্লিষ্টচিতে,
জান না কি আত্মদোষে কত জব্দ হ'তেছ ।
ওরে পাখী কত জব্দ হ'তেছ ।

(২৮)

না মান নিজের দোষ,
চাহ শুধু পরিতোষ,
কভু কি হবার তাহা সে সব কি জান না ;
পাপ পঙ্ক মাখি গায়,
কেন রে প্রমত্ত তায়,
করিতেছ নিঃশঙ্কায় ত্রিদিবের কামনা ।
ওরে পাখা করি নানা ছলনা ।

(২৯)

জানিয়াও নাহি জান,
করিতেছ বৃথা ভাণ,
অবোধ কুবোধ পাখী সরম কি হয় না ;
প্রবোধ না কভু মান,
সুবোধ নাহিক জান,
নির্ব্বোধতা এখনও কেন দূরে গেল না।
পাখী তোর বোধোদয় হল না।

(৩০)

এ মোহকলিলরাশি,
তব হৃদি মাঝে আসি,
ঘেরে ঘুরে বসিয়াছে স্বীয় কার্য্য সাধিতে ;
পরিহরি সে জঞ্জাল,
ছিঁড়ে খুঁড়ে মায়াজাল,
বিবেকের পূর্ণজ্যোতিঃ পার না কি লভিতে ?
ওরে পাখী পার না কি লভিতে ?

(৩১)

কেটে কুটে ভব ভ্রান্তি,
দূরে ফেলি শোক শ্রান্তি,
অশান্তি কালিমারাশি পার না কি নাশিতে ;
বিবেক জ্যোতিতে চিত,
করিবারে উদ্ভাসিত,
নির্ব্বেদের চির-শান্তি পার না কি লভিতে।
ওরে পাখী পার না কি লভিতে।

(৩২)

বেদনা বর্জ্জিত হ'য়ে
বীতরাগে প্রীতি লয়ে,
শান্তির প্রতিমা পাখী পার না কি ধরিতে ;
কেবল রে অবিরত,
কুচিন্তায় আছ রত,
সুচিন্তা কি মন মাঝে পার না রে আনিতে।
পাখী তুই পারিলি না আনিতে

(৩৩)

চিন্তার বহুল ধারা,
মহাকবি দিশেহারা,
তুই ত সামান্য পাখী কি তাহা বুঝিবি রে ;
তাই বলি শোন কথা,
যা চলি রে যথা তথা,
নতুবা পঙ্কিলে কেন অন্তিমে ডুবিবি রে।
ওরে পাখী পঙ্কিলে পচিবি রে।

(৩৪)

সামান্য পঙ্কিল নয়,
অনন্ত নিরয়ময়,
নাহি তার আদি অন্ত অপার দুস্তর রে ;
স্মরিলে করাল মূর্ত্তি,
হত জ্ঞান হৃত স্ফূর্ত্তি,
শোণিত বিশুষ্ক ত্রাসে শিহরে অন্তর রে।
ওরে পাখা কম্পিত অন্তর রে

(৩৫)

করাল সে বিভীষিকা,
নিদারুণ প্রহেলিকা,
কত শত তোর মত সে পঙ্কিলে পড়িয়া ;
তরঙ্গের শীর্ষদেশে,
কভু বা উঠিছে ভেসে,
কভু নিম্নে ডুবে শেষে পাকে পাকে ফিরিয়া।
ওরে পাখী সে পঙ্কিলে পড়িয়া

(৩৬)

কেহ বা চেতনাহীন,
অর্দ্ধশ্বাসে কেহ লীন,
উর্দ্ধশ্বাসে কেহ ক্ষীণ হাবু ডুবু খেতেছে ;
কেহ ত্যজি জীবাত্মায়,
ধরেছে বিকট কায়,
স্থূল দেহ বিগলিত সে পঙ্কিলে হতেছে।
ওরে পাখী পঙ্কে লয় পেতেছে।

(৩৭)

ওহো দৃশ্য কি ভীষণ,
পরিণামে এ ঘটন,
তবুও কি সে চেতন এখনও হয় না ;
শরীর লোমাঞ্চ স্বতঃ,
অন্তর্মূর্চ্ছা বিশেষতঃ,
শিহরে উঠিছে তনু আর যে রে সয় না।
এ দৃশ্য যে আর দেখা যায় না।

(৩৮)

হেরি হিয়া থর থর,
বিকম্পিত নিরন্তর,
না জানি কখন কাল ও পঙ্কিলে ফেলিবে ;
কেবল রে সে চিন্তায়,
হতজ্ঞান মৃতপ্রায়,
মুখে যে সরে না বাক্ কবে কাল আসিবে।
ওরে পাখী সে পঙ্কিলে ফেলিবে।

(৩৯)

এই ত রে পরিশেষ,
দেখিলে ত সবিশেষ,
তবু কেন করিতেছ বৃথা হেন ধারণা ;
যা নহে সম্ভবপর,
কেন তাহে রে পামর,
ইচ্ছা স্পৃহা সমাসক্তি আশা চিন্তা কামনা।
ওরে পাখী বৃথা কেন বাসনা।

(৪০)

সে সকল পরিহর,
বিবেক পোষাক পর,
যোগে যাগে ছলে বলে চপলতা ত্যজ না ;
ধীর ভাবে স্থির হয়ে,
প্রেমপূর্ণ ও হৃদয়ে,
নিরাকার নিত্যানন্দে ভক্তিভাবে ভজ না।
ওরে পাখী দিবানিশি ভজ না।

(৪১)

সে রূপ হৃদয়ে ধর,
সে চিত্র অঙ্কিত কর,
সে মাধুরী অনুকর’ মনোমত করিয়া ;
সে কান্তি সে কলেবর,
সুধাকর প্রীতিকর,
হের তাহা নিরন্তর নির্জ্জনে রে বসিয়া ।
ওরে পাখী হিজি বিজি ত্যজিয়া ।

(৪২)

কল্পনা-প্রসূন-দামে,
সাজাইয়া অবিরামে,
ধীর চিত্তে স্থির নেত্রে কর দৃষ্টি যোজনা :
বিধৌত হইয়া চিত,
নির্ম্মলতা সুনিশ্চিত,
পশিবে আসিয়া তাহে না রহিবে বেদনা ।
ওরে পাখী থাকিবে না বাসনা

(৪৩)

তাতে পাবে সর্ব্ব শান্তি,
দূরে যাবে ভবভ্রান্তি,
ক্লান্তি-ভ্রান্তি শোক-তাপ কিছু নাহি রহিবে;
মোহমায়া কেটে কুটে,
ভবনেশা যাবে ছুটে,
সুধাময় সে সুখের তীব্র স্রোত বহিবে।
ওরে পাখী তীব্র স্রোত বহিবে

(৪৪)

সে স্রোতে ভাসিয়া যাবি,
অন্তিমে সাযুজ্য পাবি,
জন্ম মৃত্যু এড়াইবি যাবে ভব ভয় রে;
অনন্ত কালের তরে,
চিদানন্দ প্রাণভরে,
ভুঞ্জিবি পরম সুখে অন্যথা যে নয় রে।
ওরে পাখী অন্যথা যে নয় রে

(৪৫)

তখন জীবাত্মা তোর,
চিদানন্দে হ'য়ে ভোর,
জীবনের সার্থকতা ব্যষ্টি দেহে লভিবে ;
এ পঞ্চ-ভূতের যোগ,
এ দুঃসহ ভোগাভোগ,
সার্থক বলিয়া পাখী তখনই জানিবে।
ওরে পাখী তখনই বুঝিবে।

(৪৬)

যে উদ্দেশে দেহ ধর,
মরধামে সমাচর,
তখন সফল তাহা বাস্তবিক হইবে ;
সততঃ মানসপটে,
যা কিছু ঘটনা ঘটে,
সে সকল সফল যে স্পষ্ট তাহা জানিবে।
ওরে পাখী তখনই বুঝিবে।

(৪৭)

সে আনন্দ নিরমল,
সুধামাখা সুবিমল,
বিঘ্ন বাধা তাপত্রয় কভু তাহে নাই রে ;
ঈর্ষা দ্বেষ কপটতা,
স্তুতি নিন্দা কুটিলতা,
শঠতা খলতা শূন্য বিভিন্ন সদাই রে।
ওরে পাখী বিভিন্ন সদাই রে।

(৪৮)

তাই বলি ওরে পাখী,
ভবভ্রম দূরে রাখি,
সেই জ্ঞানে সেই ধ্যানে হইয়া উধাও রে ;
খাঁচা ভাঙ্গি উড়ে যাও,
স্বাতন্ত্র্য সাযুজ্য পাও,
চিদানন্দে ক্লিষ্ট চিত অন্তিমে জুড়াও রে।
ওরে পাখী অন্তিমে জুড়াও রে।

(৪৯)

এ মোহকলিল ধামে,
মরীচিকা অবিরামে,
শান্তির স্বরূপ ধরি করিতেছে মোহিত ;
পাতিয়া কুহক ফাঁদ,
সুচিক্কণ কি সুছাঁদ,
ধরিতে বর্ব্বর পাখী যে তৃষায় তৃষিত।
ওরে পাখী যে তৃষায় তৃষিত।

(৫০)

একত্বের সমাবেশ,
ভিন্ন তার নাহি লেশ,
সম্ভোগের শীর্ষ দেশ অন্য কিছু নাহি রে·
জীবাত্মার পূর্ণ শান্তি,
ত্রিদিবের দ্বৈত কান্তি,
বাসনার পর কিন্তু বাঞ্ছিত যে তাই রে।
ওরে পাখী ঈপ্সিত তাহাই রে।

(৫১)

যে তৃষার অপগম,
নির্ব্বেদের উপগম,
বিনা কভু নাহি অন্য উপায় যে আর রে ;
তাই অনুরোধ করি,
লোভ ক্ষোভ পরিহরি,
সেই ধ্যানে হৃষ্ট মনে থাক অনিবার রে।
ওরে পাখা থাক অনিবার রে

(৫২)

যোগরূপ চঞ্চুপুটে,
ষড়চক্র কেটে কুটে,
ব্রহ্মরন্ধ্র কেটে কুটে বিনিষ্ক্রান্ত হও রে ;
তবে ত জানিব তোর,
কত শক্তি কত জোর,
কত ভক্তি মুক্তি আশে হৃদি মাঝে লও রে।
ওরে পাখা হৃদি মাঝে লও রে।

(৫৩)

অই দেখ ধূ ধূ জ্বলে
চিতা তোর কালানলে,
পলে পলে কালচক্র পেছু হতে ঠেলিছে ;
তবু কি ভাঙ্গে না ভ্রম,
জান না কি কালক্রম,
অতিক্রম অভিক্রম ক্রমশঃ কি আসিছে।
ওরে পাখী ক্রমশঃ কি আসিছে।

(৫৪)

রে কাল করাল মতি,
পদে তোর এ মিনতি,
করোনা তাড়না বেশী শান্তভাবে লইও ;
হে প্রভু কালের ভর্ত্তা,
জীবের উদ্ধার কর্ত্তা,
আজ থেকে নমি পদে অন্ধে কৃপা করিও।
শেষের সে দিনে পদে রাখিও।

(৫৫)

সে দিন সুদূরে নয়,
সন্নিকট অতিশয়,
দৃশ্যের মাঝারে অই দৃশ্যমান হ'তেছে ;
সে দৃশ্যে এ মুগ্ধচিত,
হৃত ভীত সঙ্কুচিত,
হৃদয়ের গ্রন্থি যেন শিথিলতা পেতেছে।
ওরে পাখা এলাইয়া পড়েছে।

(৫৬)

ভাই বন্ধু দারা সুত,
সুহৃন্মিত্র আত্ম-ভূত,
সরিয়া দাঁড়াবে সেই মৃত্যুশয্যা ছাড়িয়া ;
এই যে পবিত্র দেহ,
আর না ছুঁইবে কেহ,
না থাকিবে মায়া মোহ সব যা'বে ভুলিয়া।
ছায়াবৎ যাবে যে রে মিলিয়া।

(৫৭)

পাপ পিণ্ড নির্ব্বিশেষে,
ঘৃণিত অন্তরে শেষে,
অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিন্তু সমবেত হইয়া ;
মুখে বলি হরি হরি,
সবে করি ধরা ধরি,
বাহিরে আনিবে ইহা ঘৃণা করি টানিয়া।
ওরে পাখী ঘৃণানেত্রে দেখিয়া।

(৫৮)

তখন অপরাপরে,
দারুণ শোকের ভরে,
ক্রন্দনের দীর্ঘস্বরে নেত্রনীরে ভাসিয়া ;
শিরে করি করাঘাত,
নাহি করি দৃষ্টিপাত,
লুকাইবে গৃহান্তরে ভয়ে ভীত হইয়া।
ওরে পাখী হায় হায় করিয়া

(৫৯)

যদি কেহ ফিরে চায়,
দেখিবার অভিপ্রায়,
শিহরিয়া অম্‌নি তারে অন্য লোকে বলিবে ;
অহো উহা দেখ্‌তে নাই,
ও যে শত্রু ও বালাই,
এ দিকে সরিয়া এস অমঙ্গল হইবে।
ওরে পাখী স্পর্শ-দোষ ঘটিবে।

(৬০)

কেহ বা বিস্ময়ে অতি,
স্মরিয়া কালের গতি,
কপোলে বিন্যাসি কর ম্রিয়মাণে থাকিবে ;
শোকে তনু জড়সড়,
অবসন্ন কলেবর,
জীবন যে ক্ষণস্থায়ী তখন যে ভাবিবে।
প্রাণ-পাখী ক্ষণকাল চিন্তিবে।

(৬১)

কেহ মোহ বিজড়িত,
আকুলাত্মা ব্যাকুলিত,
শোকাবেগে ভূলুণ্ঠিত আর্ত্তনাদ তুলিবে ;
অহো কি হইল হায়,
কোথা গে'ল কোথা যায়,
আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী আর কে বা হইবে ।
ওরে কে বা মুখাপেক্ষা করিবে।

(৬২)

আর কে একাগ্র মনে,
স্নেহ কৃপা পরায়ণে,
আমাদের শুভাশুভ অবিরত ভাবিবে ;
ভাবী কল্যাণের আশে,
আর কেবা মৃদু ভাষে,
নানারূপে উপদেশে আশ্বাসিত করিবে ।
অহো হায় উপায় কি হইবে

(৬৩)

কি হইবে তাই বলি,
পৌরাণিক গ্রন্থাবলী,
অন্ধনেত্রে অনুধ্যানে কে রচনা করিবে ;
ভাবিয়া না পাই কূল,
প্রতিকূলে সম্মাকুল,
কিরূপে যে এ সমাজে পৌরাণিক চলিবে।
অহো হায় কে বাহির করিবে

(৬৪)

ও দিকে দর্শকগণ,
বিষাদ-বিপন্ন মন,
দূরে থাকি কিছুক্ষণ-প্রতীক্ষণ করিয়া ;
কহিবে দুঃখিত হ'য়ে,
আর কেন যাও ল'য়ে
বাসী মড়া করিবে কি বৃথা দেরী করিয়া।
ওরে পাখী মনে রাখ স্মরিয়া

(৬৫)

তখন স্বজনগণে,
দীর্ঘশ্বাস বিসর্জ্জনে,
কাষ্ঠ বাঁশ আহরণে ধীরে ধীরে উঠিবে ;
শোক-সন্তাপিত মনে,
অশ্রুধারা বরিষণে
শোকে অঙ্গ সঞ্চালনে সাজসজ্জা করিবে।
ওরে পাখী বাঁশে কাঠে সাজাবে।

(৬৬)

সে শান্তির প্রতিভায়,
হৃদি গ্রন্থি শত ধায়,
উদ্ভাসিত হ'বে যবে মিশিবি রে তাহাতে ;
তখন ভাবিবি মনে.
সার্থকতা এ জীবনে,
লভিলাম এতদিনে নাহি ভ্রম ইহাতে।
ওরে পাখী আত্মবান যাহাতে.

(৬৭)

যাহে আত্মা পরিতুষ্ট,
প্রতিক্ষণ হৃষ্টপুষ্ট,
অনুক্ষণ সে সংযোগ করিবি রে বাসনা ;
কিন্তু রে বিরহ তার,
না ঘটিবে কভু আর,
যে হেতু সেখানে নাহি বিয়োগের যাতনা।
ওরে পাখী বিরহের ভাবনা।

(৬৮)

নাহি তথা ভিন্ন ভাব,
সমজ্ঞান সমভাব,
দ্বিভাব অভাব নাহি প্রচুরতা পূরিত ;
অবারিত সমুদয়,
নিবারিত কিছু নয়,
আমি তুমি তিনি উনি এ প্রভেদ বর্জ্জিত।
পাখি তথা দেখিবি রে বাঞ্ছিত।

(৬৯)

পরিত্যক্তা ব্যাধি জরা,
জন্ম মৃত্যু পরিহরা,
অনশ্বরা সূক্ষ্মতরা যথা তথা বিচরে ;
পরিমলে সমীরণ,
পরিব্যাপ্ত সে ভুবন,
বিষাদ নাহিক তথা চির শান্তি সঞ্চরে।
পাখী তথা হৃদি দ্বন্দ্ব সংহরে।

(৭০)

বিকশিত সুবাসিত,
প্রসূন সুষমান্বিত,
সুশোভিত সে দেশের পুণ্য ভূমি সতত ;
পুণ্য তোয়ে প্রভঞ্জনে,
শূন্যমার্গে হুতাশনে,
তৃণদলে সমতলে পরিমল উদ্গত।
পাখী তথা চিদানন্দ স্বাগত।

(৭১)

কালের নাহিক ছেদ,
নাহি কোন ভেদাভেদ,
অবিরামে তাঁর বেগে প্রবাহিত সাযুজ্য ;
সে অমিয় ধারা পানে,
শান্তি পাবি ক্লান্ত প্রাণে,
বুঝিবি অভ্রান্ত মনে সে দেশ কি প্রপূজ্য ।
কি আপূর্য্য কি সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য !

(৭২)

স্বাতন্ত্র কৈবল্য ধাম,
মোক্ষের দ্বিতীয় নাম,
আত্মার পরম স্থান নির্ব্বেদনা লভিতে ;
চিন্তার অতীত তাহা,
এখান হইতে যাহা,
দুর্জ্জেয় দুর্ব্বোধ্য অতি কল্পনায় আঁকিতে।
ওরে পাখী চিত্তপটে হেরিতে

(৭৩)

কত শত মহাজন,
ধ্যানে মগ্ন আজীবন,
তবু না জানিতে পারে সে দেশের মহিমা ;
অনুমানে অনুধ্যানে,
যাহা কিছু আসে জ্ঞানে,
সে আভাস বিকলাঙ্গ নহে পূর্ণ প্রতিমা।
পাখা তাহা বিভ্রমের কালিমা।

(৭৪)

যখন যাইবি উড়ে,
দেখিবি চৌদিক জুড়ে,
কি যে কত সমাবেশ মন প্রাণ রঞ্জন :
তখন এ ভবভ্রম,
ছাড়িবে জ্ঞানের ক্রম,
যথাযথ যে স্বরূপ নেহারিবি তখন।
পাখী সেই হৃদি মনমোহন

(৭৫)

তাহাতে হইয়ে রত,
হইও না অনুদ্ধত,
সমুদ্ধত অবিরত থাকে যেন চেতনা;
সমীরে গাঁথিয়া কথা,
পুষ্পদাম সূত্রে যথা,
প্রেরিবি এ মর ধামে সে দেশের বর্ণনা।
পাখা সেই ত্রিদেবের রচনা

(৭৬)

সে সমীর স্বীয় স্বরে,
চরাচরে নারী নরে,
কাননে কন্দরে আর ঘরে ঘরে পশিবে;
শুনিবে সে গাঁথাকথা,
যাইবে এ ভব-ব্যথা,
মরত্বেও ত্রিদিবের পূর্ণ ভাব অর্পিবে।
ওরে পাখী ত্রিদিবত্ব আসিবে

(৭৭)

যে তত্ত্বের উদ্ভাবন,
করিবারে কত জন,
গুহাবাসী আজীবন ঐকান্তিক যতনে ;
যে চিন্তায় আত্মহারা,
ভ্রান্ত চিত্ত বুদ্ধিছাড়া,
জ্ঞানগম্য স্তম্ভিত যে কূট-তত্ত্ব চিন্তনে।
পাখা সেই গূঢ় তত্ত্ব দর্শনে।

(৭৮)

তখন সে সমীরণ,
স্বীয় স্বরে প্রবহন,
প্রকাশিলে সে বচন তাহাদের শ্রবণে ;
আকাশ বাণীর সম,
চিত্ততোষ অনুপম,
কৃতার্থ হইবে সবে নিজ নিজ সাধনে।
পাখী সেই গুহ্য কথা শ্রবণে।

(৭৯)

তখন জীবন তোর,
কলুষ কল্লিত ঘোর,
করিবে যে মুক্তিলাভ অন্যথা যে নয় রে ;
পাপ তাপ নাহি রবে,
পরম পবিত্র হবে,
গৌরব-প্রতিভা তবে হইবে উদয় রে।
পাখী সেই চরম সময় রে।

(৮০)

ব্যাপিয়া অনন্ত কাল,
এড়াইবি এ করাল,
বেড়াইবি চির সুখে স্বতন্ত্রতা পাইবি ;
চিচ্ছক্তি মাখিয়া গায়,
চিদানন্দে মত্ততায়,
চিন্ময়ের প্রতিভায় বিভূষিত হইবি।
ওরে পাখী চিদারাম ভুঞ্জিবি।



মহাকাল

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

শ্মশান-ভূমি।

(১)

অই যে শ্মশান ভূমি,
মনে কি জান না তুমি,
মানবের এক মাত্র চরম আশ্রম রে;
অনিবার্য্য অনিবার,
কভু নহে এড়াবার,
অন্তিমে যাইতে হ'বে নহে যে সে ভ্রম রে।
প্রাণ-পাখী অই সে আশ্রম রে।

(২)

অই হের মহাকালে,
নয়নের অন্তরালে,
অতীব অদূরে পাখী নহে ব্যতিক্রম রে ;
অই হের আঁখি তুলে,
তোমাদের প্রতিকূলে,
করাল কালের অই বিশাল বিক্রম রে।
প্রাণ-পাখী ব্যাদান বিষম রে

(৩)

ব্যাদানের বিকটতা,
কটাক্ষের কঠোরতা,
ভ্রূভঙ্গির ভীষণতা বিভীষিকাময় রে ;
শোণিত বিশুষ্ক প্রায়,
হৃদি গ্রন্থি ছেড়ে যায়,
বাক শ্বাস রোধ যেন স্বভাবে প্রলয় রে।
প্রাণ-পাখী বিশূন্য হৃদয় রে।

(৪)

লোল জিহ্বা কি বিশাল,
দংষ্ট্রাবলী কি করাল,
আকাশ পাতালব্যাপী বদন-বিবর রে ;
সাগর ভূধর মরু,
স্থাবর জঙ্গম তরু,
সকলের সমাবেশ উহার ভিতর রে।
ওরে পাখা অই সে বিবর রে ।

(৫)

হেরি সে বিরাট মূর্ত্তি,
বিকম্পিত হৃতস্ফূর্ত্তি,
প্রাণি-পুঞ্জ কালচক্রে ক্রমশঃই ঘুরিয়া ;
কালবশে পরিশেষে,
জালে মীননির্ব্বিশেষে,
পশিছে কবলে আসি পাকচক্রে ফিরিয়া।
ওরে পাখী কালস্রোতে ভাসিয়া

(৬)

দশান-পেষণে কেহ,
গতায়ু বিচূর্ণ দেহ,
কেহ দন্তে লগ্ন কেহ উদরস্থ হইছে ;
দু'হাতে পূরিছে মুখে,
মহানন্দে মহা সুখে,
হেরি দৃশ্য প্রাণ-বায়ু পরিতাপে দহিছে।
প্রাণ-পাখী হৃৎপিণ্ড যে কাঁপিছে।

(৭)

মনে কর অবিরত,
ব্যাদানের অন্তর্গত,
ঊর্দ্ধে নিম্নে দন্ত পঙ্‌ক্তি মধ্যে আছে বসিয়া ;
স্বভাব প্রভাবে যবে,
দু' চোয়ালী এক হ'বে,
তখনি যে পিষে যাবে সে পেষণে পড়িয়া।
ওরে পাখী বিচূর্ণিত হইয়া

(৮)

অথবা জিহ্বায় ব'সে,
আছ যে রে ভ্রমবশে,
জিহ্বা যবে ইচ্ছাবশে সংহরণ করিবে ;
অস্থি যে গলাধোগত,
জঠরের অন্তর্গত,
জীবন্ত প্রবিষ্ট হ'য়ে অনন্তে যে পচিবে।
ওরে পাখী মনে সদা রাখিবে॥

(৯)

কালমুখ চিতানলে,
অই যে রে ধূ ধূ জ্বলে,
দগ্ধীভূত কত শত তোর মত হইছে ;
কেহ বা রে অর্দ্ধ পোড়া,
কা'র দেহ ছ্যাঁচ পোড়া,
নাড়ী ভূঁড়ি কাহার বা ছড়াছড়ি যাইছে।
ওরে পাখী অয়োমুখে খাইছে॥

(১০)

কেহ বা র'হেছে প'ড়ে,
ছিন্ন মুণ্ড স্থানান্তরে,
শৃগাল কুক্কুরে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাইছে ;
উরু বাহু বিবর্জ্জিত,
কর পদ বিদূরিত,
অস্থি হ'তে মাংসপিণ্ড ছেড়ে ছেড়ে পড়িছে।
ওরে পাখী বিগলিত হইছে।

(১১)

কৃমি কীট বহু শত,
বহুল আকার গত,
সমুদ্ভুত সমাগত কিলি-বিলি করিছে ;
পূতি গন্ধ ঘৃণান্বিত,
সমীরণে সংমিশ্রিত,
চারিদিকে প্রবাহিত ক্রমাগত হইছে।
ন্যক্কারে থুৎকারে প্রাণ যাইছে।

(১২)

ফুকারে ফেরুর পাল,
মড়া-খেয়ে মাতয়াল,
শকুনি গৃধিনী-গৃধ্র শবভোজী বিহগ ;
সমাগত সমাচ্ছন্ন,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সমাপন্ন,
মেদভোজী সরীসৃপ ক্লেদভোজী উরগ ।
ওরে পাখী রক্তভোজী কুখগ ।

(১৩)

বিভীষিকা বিজৃম্ভিত,
সূক্ষ্ম শব্দ নিনাদিত,
অগোচরে কত শত চ্যুত আত্মা ভ্রমিছে ;
স্থূল দেহ পরিহরি,
অব্যক্ত স্বরূপ ধরি,
অনিলে প্রবেশ করি ঘূর্ণিবায়ু ধরিছে ।
ওরে পাখী সে ঘূর্ণিতে ঘুরিছে ।

(১৪)

ঘুরিছে পিশাচ পাল,
নিশি দিশি পালে পাল,
বিশূন্যে ঘূর্ণায়মান মূর্ত্তিমান হইয়া ;
ঘূর্ণনের ভীম নাদে,
প্রকম্পিত পরমাদে,
সশঙ্কিত মহাত্রাসে মূর্চ্ছাগত হইয়া।
ওরে পাখী ঘূর্ণি বায়ু দেখিয়া

(১৫)

সে ঘূর্ণিতে বিদ্যমান,
স্পষ্ট যেন দৃশ্যমান,
ভূত প্রেত চণ্ডমুণ্ড চামুণ্ডাদি আলেয়া ;
কবন্ধ বেতাল রক্ষ,
দানা দক্ষী প্রেত্নী যক্ষ,
স্কন্ধকাটা ঘোরে ফেরে দু'হাত প্রসারিয়া।
ওরে পাখী হের আঁখি

(১৬)

শাঁক্‌চিন্নীর কিল্‌বিলিনী,
চ্যাঁ চ্যাঁ রবে প্রমাথিনী,
কভু কাঁদে কভু হাসে নারীবেশে সাজিয়া ;
সে হাসির খিল্‌খিলিনী,
সে দন্তের কিড়্‌মিড়িনী,
সে কান্নার বিড়্‌বিড়িনী কিচ্‌মিচিনী শুনিয়া ;
ভয়ে পাখী প্রাণ যায় উড়িয়া ।

(১৭)

সে চাউনির্ কট্‌মটানী,
ভ্রূক্ষেপণী ছট্‌ফটানী,
সে মূর্ত্তির ধড়্‌ফড়ানী হিড়্‌বিড়িনী দেখিয়া ;
সে হস্তের প্রসারণী,
সে পদের প্রক্ষেপণী,
সে কণ্ঠের কচ্‌মচানী বক্‌বকানী শুনিয়া ।
অন্তরাত্মা যায় পাখী উড়িয়া

(১৮)

সে জিহ্বার লক্‌লকানী,
চক্‌চোকানী চপ্‌চপানা,
সে মুখের প্রব্যাদনী বিভীষণী দেখিয়া ;
সে ইচ্ছার প্রপূরণী,
সে চিন্তার প্রশমনী,
সে গাত্রের ইশ্‌বিসিনী সিড়্‌বিড়িনী বুঝিয়া।
পরমাত্মা যায় দেহ ছাড়িয়া।

(১৯)

তরুশিরে· অবস্থান,
পদদ্বয় ঝুল্যমান,
ব্রহ্ম দৈত্য ব্রাহ্মণের যজ্ঞসূত্র পরিয়া ;
গোলাকার চক্ষুদ্বয়,
ভীষণ ভ্রূকুটিময়,
নেহারে চৌদিকে ফিরে ভ্রূভঙ্গিতে চাহিয়া।
যুগপৎ গোঁ গোঁ রব করিয়া।

(২০)

নাসিকার সে দীর্ঘতা,
সে রন্ধ্রের গভীরতা,
সে কর্ণের প্রশস্ততা ললাটের স্ফীততা ;
নখরের প্রখরতা,
প্রশ্বাসের প্রবলতা,
চিবুকের প্রলম্বতা সৃক্কণীর স্থূলতা।
হেরে পাখী নাহি থাকে স্থিরতা।

(২১)

সে গ্রীবার উদ্গ্রীবতা,
ব্যাদানের সে ব্যগ্রতা,
বুভুক্ষার সে উগ্রতা দূর হ'তে দেখিয়া ;
অন্তরাত্মা জড়সড়,
অধরে না সরে স্বর,
ভূপতিত কলেবর থরথর কাঁপিয়া।
ওরে পাখী ব্রহ্মদৈত্য দেখিয়া।

(২২)

ডাইনী যোগিনী যত,
হেসে খেলে সমাগত,
সড়া গলা মড়া লোভে লোলুপিত হইয়া ;
আনন্দে বিভোর অতি,
তৃপ্ত শান্ত স্নিগ্ধ মতি,
ভ্রূকুটি ভ্রুভঙ্গি কত রঙ্গ ভঙ্গ করিয়া।
ঐ হের স্যাওড়া গাছে বসিয়া

(২৩)

উচ্চৈঃস্বরে অনন্তর,
আর্ত্তনাদে নিরন্তর,
উল্কাপাতে উল্কামুখী ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিছে ;
দীর্ঘশ্বাসে উল্কাগত,
অগ্নিশিখা বিনির্গত,
সে শিখায় যেন সব দগ্ধাভূত হইছে।
ওরে পাখী ভস্মীভূত হইছে।

(২৪)

জ্বালামুখী নিরন্তর,
অগ্নিমাখা কলেবর,
বরষি অনলরাশি ইতস্ততঃ ঘুরিছে ;
সাংঘাতিক সে আগুন,
তেজোময় শতগুণ,
অহর্নিশি চতুর্দ্দিকে ধূ ধূ যেন জ্বলিছে।
ওরে পাখী অগ্নিকণা ছুটিছে।

(২৫)

শাকিনী হাকিনীগণে,
ডাকিনী কাকিনী সনে,
পচা মড়া দরশনে হুটোপাটি করিছে ;
কভু ভূমে কভু শূন্যে,
শাখি-শাখে মহারণ্যে,
পরম আনন্দে কভু ধেই ধেই নাচিছে।
অই হের এড়ো চ'খে চাহিছে।

(২৬)

ভূত ভূত্নী প্রেত্নী সঙ্গে,
পেঁচো পেঁচী মহারঙ্গে,
নাচে খেলে মহানন্দে পচা মড়া খাইয়া ;
অন্তরীক্ষে কভু ধায়,
ঘূর্ণিরূপ মহাকায়,
নিম্নে আসি পুনরায় ক্লেদ পান করিয়া।
নাচে পাখী পরিতৃপ্ত হইয়া

(২৭)

ঝোপে ঝাপে আবর্জ্জনে,
পেঁচো পেঁচী প্রমথনে,
কেঁয়ে টেঁয়ে ডেঁয়ে পেঁচো ধরে কত মাতনী ;
রোক্তে পেঁচো পুঁয়ে পেঁচো,
চোয়ালে জোয়ালে পেঁচো,
গুঁয়ে মুয়ে্ মামদো পেঁচো কেঁদো পেঁচোর খেঁচুনী
হের পাখী পেঁচোনীর নাচনী।

(২৮)

আকন্দের শীর্ষদেশে,
ঘোরে ফিরে নানা বেশে,
ধাড়ী খেড়ে ন্যাড়া নেড়ে বুড়োবুড়ী বাছনী ;
কুয়ে গুঁয়ে সেঁজো পেঁচো,
দুপুরে ফুকুরে পেঁচো,
ক্ষীণ পেঁচো স্থূল পেঁচো মহাপেঁচোর্ কন্থনা।
হের ঐ ড্যাগ্ড়া পেঁচোর ঘরণী।

(২৯)

শ্বেত পীত নীল পেঁচো,
জরা জীর্ণ হীন পেঁচো,
রক্ত পানে মুক্ত প্রাণে হেসে খুসে ঘুরিছে ;
কভু বা সম্মুখে ধায়,
কভু উর্দ্ধে উঠে যায়,
কভু বামে পাছু হেঁটে নানা রঙ্গ করিছে।
হের পাখী পেঁচী পেঁচো নাচিছে।

(৩০)

তা থেই তা থেই নাচে,
খেঁদো নাচে চেঁদো নাচে,
কঁদো ভুঁদো কুনো নাচে উল্টাবাজী খাইয়া ;
হাম্‌দো নাচে জাম্‌দো নাচে,
কেঁউ্দে নাচে মেউ্দে নাচে,
নাচে রে নাচনচণ্ডী তরুশিরে চড়িয়া।
ওরে পাখা ধেই ধেই করিয়া।

(৩১)

ধেই নাচে সেই নাচে,
অই নাচে এই নাচে,
পেঁদো পেঁদী খেঁদা নাচে দুটি হাত তুলিয়া ;
ভুঁদী ক্ষুদী কদী নাচে,
নদী তীরে পদী নাচে,
আঁদাড়ে পাঁদারে নাচে কত রঙ্গ করিয়া।
হের পাখী অই আঁখি তুলিয়া।

(৩২)

নাচে কোঁদে ধে তা থই,
রক্ত শোষে নিয়তই,
চ্যালা পুঁটি চুনো মুনো মেটো ঘেটো পেঁচোনী ;
ঘ'রো গেছো আঁস্তাকুড়ো ;
কচি কাঁচা গুয়ে নুড়ো,
পচা ধসা মড়া খেকো পেঁচোদের মাতুনী ।
হের পাখী পেঁচী বাই নাচনী ।

(৩৩)

ধান্‌তা ধীনা ধাতীন্‌ ধেই,
ভেড়ো নাচে হের সেই,
ছ্যাচা বোঁচা ঘ্যাচা নাচে এড়ো চ'কে চাহিয়া ;
কাঁচা পাকা ডাঁসা নাচে,
কেঁসো ফেঁসো বেঁসো নাচে,
বুনো পুনো ঘুনো নাচে চ্যাচামেচি করিয়া ।
ওরে পাখী চ্যা চ্যা রব তুলিয়া ।

(৩৪)

তুলাক্ তৃণা ধীনী নাচে,
প্যালা নাচে ফ্যালা নাচে,
দু'কান্ কাটা নাচে কোঁদে কানে হাত ঢাকিয়া ;
গ্যাঁড়া নাচে গেঁড়ী নাচে,
ন্যাড়া নাচে নেড়ী নাচে,
খ্যালা খেলী ডুলী নাচে হস্ত পদ খেঁচিয়া ।
ওরে পাখী আঁখি ঠারে ফিরিয়া

(৩৫)

গুড়ুম গ্রুম্ মহানাদে,
নাচে পেঁচী নানা ছাঁদে,
ঘোমটা খুলে খেম্‌টা নাচে ন্যাংটা বেশে মাতিয়া ;
ঢংটা ধ'রে প্যাংড়া ক'রে,
সংটা সেজে রঙ্গভরে,
চ্যাংড়া পেঁচো সঙ্গে ক'রে গিরিশৃঙ্গে চড়িয়া ।
নাচে পাখী ধেই ধেই করিয়া ।

(৩৬)

ঊর্দ্ধবাহু এলোচুল,
এড়ো চ'কে সমাকুল,
অঙ্গভঙ্গে ভ্রূভঙ্গিতে তালে তালে ফিরিয়া ;
মহানন্দে মত্ততায়,
পেঁচো পেঁচী সমুদায়,
করতালি দিয়া নাচে হরষিত হইয়া ;
পচা ধসা ক্লেদ মেদ খাইয়া।

(৩৭)

অই হের নানা রঙ্গে,
ভূতনী ভূতের সঙ্গে,
অস্থি মজ্জা মেদ মাংস অংশ করি খাইছে ;
চর্ব্বণে দ্বিগুণাসক্ত,
দু' চোয়ালে ক্লেদ রক্ত,
চপ চপ চিঁ চিঁ রব চারিদিকে হইছে।
হের পাখী ঘটনা কি ঘটিছে।

(৩৮)

কিম্বদন্তী এইরূপ,
মহাভূত দুই রূপ,
সুকৃতি দুষ্কৃতি ফলে লইয়া যে যায় রে ;
বিষ্ণুদূত স্বর্গালয়ে,
যমদূত এ নিরয়ে,
কৃতান্তের মহাদেশে পুণ্য পাপত্মায় রে।
উপযুক্ত যে কিন্তু যথায় রে।

(৩৯)

তোরে যে কোথায় ল'বে,
কোথা যে যাইতে হ'বে,
স্বর্গে বা নরকে এই নাহি স্থির ধারণা ;
ক'রেছ কি পুণ্যার্জ্জন,
এড়াইতে নির্য্যাতন,
এ ভীষণ এ কঠিন এ দারুণ যন্ত্রণা ?
ওরে পাখী নরকের ঘটনা ?

(৪০)

অই হের কত জন,
পুণ্যার্জ্জনে আজীবন,
সমাসক্ত সংপ্রবৃত্ত স্বর্গ আশা করিয়া ;
সৎকার্য্যের অনুষ্ঠানে,
সর্ব্বভূতে আত্ম জ্ঞানে,
সমাচরে সমাদরে প্রীত পূত হইয়া ।
ওরে পাখী স্বর্গস্থ যে স্মরিয়া ;

(৪১)

স্মরণে সংশ্লিষ্ট মন,
উদ্‌ভাসিত প্রতিক্ষণ,
কোনরূপ আকর্ষণে বিশ্লিষ্ট না হইয়া ,
স্বর্গীয় বিমানে যা'বে,
স্বাতন্ত্র্য সাযুজ্য পা'বে,
ভূতকাণ্ড এড়াইবে এই মনে করিয়া ।
ওরে পাখী স্থির চিত্ত হইয়া

(৪২)

তাই বলি স্থির থাকি,
যে ক'দিন আছে বাকি,
অনন্য মানসে সদা অই চিন্তা করিবে ;
অজ্ঞাত শেষের দিন,
না থাকিও উদাসীন,
না জানি রে কোনদিন মহাভূতে লইবে।
ওরে পাখী মহাকালে গ্রাসিবে

(৪৩)

চিত্রগুপ্ত অবিভ্রান্ত,
আয়ু তোর অতিক্রান্ত,
যখন জানিবে সেই কাল খাতা খুলিয়া ;
তৎক্ষণাৎ মৃত্যুরূপে,
অই কাল স্ব-স্বরূপে,
লইয়া যাইবে তোরে অবিলম্বে আসিয়া।
ওরে পাখী প্রাণতন্ত্রী ছিঁড়িয়া।

(৪৪)

বিষ্ণুদূতে যদি লয়,
তবু কষ্ট অতিশয়,
বাহিরিবি যে সময় দেহাগার ছাড়িয়া ;
সে কৃচ্ছ্রের তীক্ষ্ণতায়,
পঞ্চপ্রাণ পঞ্চধায়,
পঞ্চতত্ত্বে লীন হ'বে বাক রোধ করিয়া।
ওরে পাখী অন্তঃশ্বাস বহিয়া।

(৪৫)

পরমাত্মা বিনিষ্ক্রান্ত,
জড়দেহ সমাক্রান্ত,
স্পন্দহীন বিচেতন বাকশ্বাস না সরে ;
হেরি মূর্ত্তি মৃত সেই,
ব্যাকুলিত সকলেই,
আকুলিত মন প্রাণ হৃদি গ্রন্থি বিদরে।
ওরে পাখী পরমাত্মা শিহরে।

(৪৬)

তখন যে কোন কথা,
অনুনয় মর্ম্মব্যথা,
প্রতিবাদ পরিতাপ কিছুই না শুনিয়া ;
কেশে ধরি আকর্ষণ,
করিবে যে দূতগণ,
কণ্টক উপর দিয়া ল'য়ে যাবে টানিয়া।
যুগপৎ কষাঘাত করিয়া

৪৭

তখন স্বজন তোর,
হেরি দৃশ্য মহাঘোর,
রোদনের উচ্চধ্বনি সমস্বরে তুলিবে ;
কিন্তু সেই মহাদূতে,
মহাকালে মহাভূতে,
প্রতিবাদে প্রতিষেধে পরাঙ্মুখ হইবে।
ওরে পাখী ভূতে ল'য়ে যাইবে

(৪৮)

ভূতে ভূত মিশাইবে
প্রপঞ্চত্ব না থাকিবে,
বিশেষত্ব নাহি র'বে যার যে সে লইবে :
স্থূলত্বের বিপর্য্যয়,
সূক্ষ্মত্বের অভ্যুদয়,
ভূতে মিশি দিবা নিশি ভূতত্ব যে ভুঞ্জিবে ।
ওরে পাখী ভূত তত্ত্বে মিশিবে ।

(৪৯)

এই ত হইল শেষ,
জীবনের পরিশেষ
আদি অন্ত সবিশেষ দেখ মনে ভাবিয়া ,
স্নেহ মোহ দয়া মায়া,
কায়া-গত যথা ছায়া,
তথা এই দেহ ক্রিয়া দেখ পাখী স্মরিয়া ।
কায়া গেলে ছায়া যায় সরিয়া



উপসংহার।

—০—

অই হের অই হের দূরে কভু রয় না,
অবিরত হৃদি স্থিত অন্তর্হিত হয় না।
দিবানিশি মেশামিশি তবু কেন পাও না,
বল তবু কোথা প্রভু দীনে দেখা দাও না।
অই হের অই হের দূরে কভু রয় না,
সর্ব্বভূত অনুস্যূত তবু বোধ হয় না?
অপচ্ছায়া মিছে কায়া সরাইয়া দাও না,
আবরণ উন্মোচন করি কেন চাও না?
নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্বরূপে ধাও না,
সাযুজ্য মাধুর্য্যে চিত সতত জুড়াও না।
কায়া শুধু ছায়া-বাজী বুঝিতে কি পার না,
তাপত্রয় উপজয় নাহি কি সে ধারণা?
বন্ধন কারণ ঘোর হৃদে কি তা পশে না,
নিরাকার চিদাভাসে কেন চিত বসে না?
সাকার বিকারাধীন কেন তাতে বাসনা,
রজ তম সমন্বিত কেন তার পোষণা?

মোহময় সমুদয় ভ্রম ক্রম ত্যজ না,
গুণাতীত হৃদি স্থিত * শুদ্ধসত্তা † ভজ না।
তাপত্রয় নিঃসংশয় আর কভু রবে না,
কালান্তে করাল কাল কৃচ্ছ্রপ্রদ হ'বেনা।
জ্ঞান কর্ম্ম স্বীয়ধর্ম্ম-সংসাধনে যাবে না,
শব্দ স্পর্শে-পুনঃ হর্ষে লিপ্ত হ'তে চাবে না।
অতএব পরিহরি মোহকরী ছলনা,
মোক্ষ-মার্গে-আত্মোৎসর্গে অহর্নিশি চল না।
মনো-লোভা চারুশোভা পূর্ণপ্রভা ধারণা,
সমাধিতে সমচিতে শম দমে কর না।
অনুরত অনুগত অবিরত থাক না,
ধীরতায় সে প্রভায় প্রতিরূপ আঁক না।
গুণ-হীন অধীন বা ললনার তুলনা,
স্বতঃ যাহা আসে তাহা তাতে যেন ভুল না।
সৌম্যমূর্ত্তি নিত্য স্ফূর্ত্তি পূর্ণশক্তি রচনা,
কর তায় সমুদায় বিভূতির সূচনা।

* বিশ্বহৃদি

† চিচ্ছক্তি-সম্পন্না-শুদ্ধসত্তাস্বরূপা চৈতন্যরূপিণী প্রকৃতি ও নির্গুণ বা গুণাতীত পরম পুরুষ।

শান্তি পথ

দিব্য কান্তি নিত্য শান্তি বিরাগের নিশানা,
বিবেকের গভীরতা বিরহিত সীমানা।
চিদাভাস চিদোল্লাস চিচ্ছক্তির স্থাপনা,
চিন্ময় সচ্চিদানন্দ চিত্তত্ত্বের কল্পনা।
নির্ম্মল জ্যোতির ভাতি সুষমার ললনা,
পূর্ণত্বের পরকাশ নাহি যার তুলনা।
অক্ষর অব্যয় রঙে সুরঞ্জিত কর না,
প্রীতমনে প্রণিধানে হৃদিমাঝে ধর না।
ক্ষরত্বের কোন লেশ তাতে যেন আসে না
শুদ্ধসত্তা ভিন্ন অন্য কিছু যেন পশে না।
চেতনার আবির্ভাব কর তাতে যোজনা,
অনিত্যের অনুরূপ যাহা কিছু ত্যজ না।
চিন্ময় প্রসূনদাম চিদঙ্গে পরাও না,
চিত্তত্ত্বের চিক্কণতা চিদঙ্গে মাখাও না।
চিদোদ্ভাব দিব্য গন্ধে অনুলেপ দাও না,
চিদন্তরে চিদম্বরে চিত্তনু সাজাও না।
চিদ্বিকাশে চিদাভাসে চিদাত্মায় হের না,
জীবাত্মার ফের ফারে আর পুনঃ ফির না।
হের অই মাধুরীর লহরীর সুষমা,
পার্থিবের পঞ্চীকৃতে নাহি যার উপমা।

শান্তি পথ

যুগপত অভ্যুদয় যদি শত চন্দ্রমা,
নাহি তবু হয় কভু সুষমার ভা সমা।
ভা-বিচ্যুত বিচ্ছুরিত স্ফুলিঙ্গের সুষমা,
সততই স্বতঃই যে কতরূপে সুরমা।
বিজ্ঞান বিবেক জ্ঞান নির্বেবদের প্রতিমা,
প্রশমন সংযমন বিরাগের গরিমা।
শমদম গুণগ্রাম অনুপম অসীমা,
স্মৃতি ধৃতি পূর্ণ প্রীতি চারুত্বের মহিমা।
রমণীয় কমনীয় শোভনের পূর্ণিমা,
সারত্বের একাধার ত্রিদিবের অণিমা।
জ্ঞান গম্য ধ্যান ধ্যেয় প্রভূতির প্রতিমা,
উপাস্য আরাধ্য পূজ্য বিভূতির গরিমা।
বিকাশ আকাশে যথা আগমনে ত্রিযামা,
সোম শুক্র শনি বুধ বৃহস্পতি স্বনামা।
তারাদল অবিরল পরকাশি সুষমা,
সৌন্দর্য্যের পূর্ণভাতি পার্থিবের সুরমা।
হের রূপ অনুরূপ হৃদয়ের কালিমা,
বিনির্ধৌত অন্তর্হিত প্রাপ্ত হবে লঘিমা।
ভ্রম ভ্রান্তি দূরে যাবে চির শান্তি লভিবে,
ত্রিতাপের খর তাপ চিত নাহি দহিবে।

রাগ দ্বেষ লোভ ক্ষোভ আর নাহি থাকিবে,
বাসনার তীব্র বেগ আর নাহি ছুটিবে।
ঈর্ষ্যাদি বিবিধ দ্বন্দ্ব আর নাহি আসিবে,
মোহমায়া কেটে কুটে স্বতন্ত্রতা উদিবে।
সংশয় সন্দেহ ভয় আর নাহি রহিবে,
অভয়ত্ব নিত্যধামে নিরন্তর পাইবে।
নিত্যত্বের নির্ব্বিকার হৃদি মাঝে পশিবে,
নিরাকার নিরঞ্জনে পরমাত্মা মিশিবে।
অনিত্যের ক্ষণিকত্ব আর নাহি থাকিবে,
দ্বৈতত্বে প্রমত্তে আর ফিরে নাহি চাহিবে।
অদ্বৈতের কি স্বরূপ তখনই চিনিবে,
তখনই সহসাই মোহ নিদ্রা ভাঙ্গিবে।
মোহ-ময় মায়াজাল তখনই ছিঁড়িবে,
অজ্ঞান তিমির ঘোর তখনই ঘুচিবে।
মরীচিকা ভবনেশা তখনই ছুটিবে,
বৃথা তৃষা মোঘ আশা তখনই যাইবে।
দিব্য চক্ষু হৃদি মাঝে তখনই ফুটিবে,
দিব্য জ্যোতি ঐশিকের তখনই ছুটিবে।
দিব্য জ্ঞান দেহেন্দ্রিয়ে তখনই জন্মিবে,
দিব্য সুখ ত্রিদিবের তখনই ভুঞ্জিবে।

দিব্য ভাব হৃদি মাঝে তখনই উদিবে,
দিব্য রূপ একাধারে তখনই হেরিবে।
দিব্য রস আস্বাদন তখনই করিবে,
দিব্য গন্ধ নাসারন্ধ্রে তখনই পশিবে।
দিব্য শব্দ দিব্য স্বরে তখনই শুনিবে,
দিব্য স্পর্শ অনুভব তখনই করিবে।
দিব্যত্বের পরিমল তখনই বহিবে,
দিব্যত্ব ব্যষ্টিত্বে এই তখনই লভিবে।
গুণাতীত দ্বন্দ্ব-বীত প্রমত্ততা রহিত,
পরিবুদ্ধ সত্ত্ব শুদ্ধ অসত্যতা বর্জ্জিত।
নিত্যগত অনুরত অনিত্যতা বিজিত,
প্রবুদ্ধত্বে চিন্ময়ত্ব সমতায় মিলিত।
চিদোদ্দীপ্ত পরিতৃপ্ত পূর্ণশক্তি অন্বিত,
পূর্ণানন্দে উদ্ভাসিত পূর্ণজ্ঞতা অঙ্কিত।
পূর্ণাভাস পরকাশ পূর্ণসত্তা স্ফূরিত,
তন্ময়ত্বে পরমাত্মা অবিভিন্নে যোজিত।
পার্থক্যের কোন লেশ নাহি যবে লক্ষিত,
একীভূত অনুস্যূত তখনই কথিত।
হের অই সততই কতই কি জৃম্ভিত,
যাতে চিত অনুরত প্রকৃতই স্তম্ভিত।

গ্রসন পোষণ পুনঃ সংশোষণে শোষিত,
উদ্ভবন বিকীরণ আকর্ষণে গ্রাসিত।
হুতাশন প্রভঞ্জন নিরঞ্জনে মিশ্রিত,
প্রক্ষরণ বরষণ চিদ্ধারায় লক্ষিত।
সুনিক্কণ বিনোদন সমীরণ ভাসিত,
তরুগণে মরুভূমে গিরি গুহা ধ্বনিত।
পরকাশ বিশ্বভাস বিশ্বহৃদি নিহিত,
জীবপুঞ্জ চিদাত্মায় সূত্র যেন গ্রথিত।
শশী সূর্য্য বিশ্বনেত্র অই হের গগনে,
অবিরামে অনুরত স্বীয় কার্য্য সাধনে।
প্রকৃতিরে বিমোহিতে প্রীতি পূর্ণ ঈক্ষণে,
হৃদিভাব পরকাশ রশ্মিরূপ ভাসনে।
অবিচ্ছেদে সমতায় নিজ নিজ অয়নে,
নিত্য আসে নিত্য যায় রক্ষিবারে সৃজনে।
আদি অন্ত এ আসার নাহি আসে চিন্তনে,
অচিন্ত অনাদি তবে নহে ইহা কেমনে?
কেন তবে আজীবন বহুবিধ ধরণে,
ফের ঘোর অন্বেষণে বিভ্রমের ছলনে?

শান্তি পথ সমাপ্ত



Other miscellany of the poet.

EMPEROR GEORGE V.

(1)

Thou art : O king ! ov'r our reg'l love,
Th' glorious sun that shines above.
That moves incess'nt from morn to eve,
To make the creatures grow and live.
So thy favor and judgment right,
Like sun-ray make our love too tight,
Strong enough too and true indeed,
Sprang up from heart in rapid speed.
In rapid course direct it goes,
Across oceans seas mountain-rows.

(2)

None of the obstacles does it care,
Swiftly blows as gust of the air.

Other miscellany of the poet.

Or as shower of rain from cloud thick,
Through river runs in force too quick.
Or sparkles from the sun above,
Spread over soon through nature's love.
Or from earth's womb in force and sound
As volcan'c matters come up around.
Or as lightings through cloud's roar,
Pass in violence and quickly more.

(3)

Such is our regal love to thee,
Sprung up 'rom heart through air ov'r sea.
Goes incessant in direct course,
To that holy seat in double force.
First through southern wind it rises high,
Gets up Himalaya stood but neigh.
From its high'st peak it kens afar,
England's glory that shines over.
With its victorious power,
Throughout world ev'n water and air.

Other miscellany of the poet.

(4)

From there it takes a forcible flight,
Delighted with thy glory's light.
Straight onward goes not led astray,
Materi'l sight is though lost away.
Intrinsic sight is rath'r acute,
Nothing to mar and make it mute.
It must not miss its intend'd view,
To blow up there as the air new.
To sing withal in that æri'l sound,
Thy glory's song from heart profound.

(5)

As from the spring at mountain sides,
Comes forth water and downward glides,
In form of brook and river stream,
Seeking onward ocean supreme.
There to enjoy joy eternal,
Unvex'd with what terrestrial.

Other miscellany of the poet.

Such it with its song as whirle-wind,
Hovers ov'r there in happy mind.
So that to take rest for ever,
Not to come back here however.

(6)

Besmeared with that royal favor,
It is to live there I disire.
And farvently hope with all the heart,
That it may not in any way part.
Also hope that it may receive,
What intended what may conceive.
Conception is but favor only,
Pure and sure and that which kingly.
Which on each soul in all thy lands,
Like the sun above fully expands.

(7)

It feels within unspeakable joy,
Through veins and breathes but not to hoy.

Other miscellany of the poet.

Through joyous light it moves around,
And sees the things though sight is foul'd.
Its joyful blood in new array,
Continuous blows with the thoughts gay.
How to please and soothe unpleased.
And delight them who not released.
And who live in the darkness deep.
How light to spread over them to keep.

On Time and Nature.

(1)

Have your mind attach'd to the heart,
Even in dangers not to part.
Parting is but fatal ruin,
Does benighted sun over shine.
Heart and mind and ether and sun,
Through time eternal always run.
Mark mark that time how it arises,
From where it comes to where it goes.
What leaves behind and what it takes,
What symbol all along it makes.
Often beware of that it may not,
Make you its victim while so thought.

(2)

Be pure in heart and pure in mind,
And pure in movement every kind.
Keep it aloof from every thing,
Conquer control and be a king.

Other miscellany of the poet.

Think yourself as heavenly soul,
Make it spacious up to the pole.
Teach your mind to chew the noble view,
B't none to touch it tho' pleasing and new.
Feel kingly grace and kill all weeds,
But live and move in too slow speeds.
Study nature that moves around,
Grasp the idea not the sound.

* * * *

Other miscellany of the poet.

স্তোত্রম্ ।

বাগ্‌বিন্যাসোপসংপৃক্তো বাগর্থসিদ্ধিহেতবে ।
নমামি বাগধিষ্ঠাত্রীং বাগ্‌দেবীং বাগ্‌বিলাসিনীম্ ।
পৌরাণিকমিমং গ্রন্থং তব পাদসরোরুহে ।
ভক্ত্যা সমুৎসৃজে মাতঃ প্রসীদ কৃপয়া ময়ি ॥
প্রসাদাত্তে সিদ্ধিরস্তুজ্ঞানাধারোঽপসর্পতু ।
দুর্ভেদ্যো মোহকলিলো হৃদয়াৎ ক্ষুদ্রদুর্ব্বলাৎ ॥
ঘোরেঽস্মিন্ সাধনে দেবি ত্বামৃতে শরণং ন হি ।
ভূয়োভূয়ঃ প্রবন্দে ত্বাং প্রসন্না কৃপয়া ভব ॥

প্রকৃতিনির্ণয়ঃ ।

কালেনাভিজায়তে যৎ সংপ্রবিশতি তৎ পুনঃ ।
ভূয়স্তেন স্বভাবেন নূতনত্বং হি জায়তে ॥
ধ্রুবা গতির্হি কালস্য মাহাত্ম্যংচাদ্ভুতং ধ্রুবং ।
প্রবুদ্ধঃ সর্ব্বতস্তস্মাৎ তস্মিন্ প্রকৃতিনির্ণয়ে ॥
আকৃতিদর্শনেন তু সুসংপ্রেক্ষ্যাতিতীক্ষ্ণয়া চ বুদ্ধ্যা
ললাটপ্রাস্থমণ্ডলং যত্রাঙ্কিতং হি স্বভাবেন ॥

Other miscellany of the poet.

মানবের মনোভাব, বাহ্য অঙ্গে আবির্ভাব,
বহুবিধ রেখার স্বরূপে ;
ঐশিক অক্ষর তাহা, যে অর্থে লিখিত যাহা,
পড় তাহা যথাযথ রূপে।
মুখে চ'খে ভ্রূযুগলে, ললাটাদি করতলে,
কর্ণে বর্ণে কপোলমণ্ডলে ;
পৃষ্ঠে স্কন্ধে গ্রীবাদেশে, নাসারন্ধ্রে দন্তে কেশে,
অধরে চিবুকে বক্ষঃস্থলে।
অধ্যয়নে লভ জ্ঞান, কর সদা অনুমান,
মানবের স্বভাব চরিত্র ;
কভু বা অঙ্কিত কর, স্মৃতিপটে কভু ধর,
প্রকৃতির অনুরূপ চিত্র।



আগমনী।

(১)

এই যে শরৎ ফিরি কালবশে,
সহচরী সহ অতীব হরষে,
স্বভাবে ভূষিতে প্রকৃতির বশে,
পুনঃ অভ্যুদয় ভারতে আসি ;
ওদিকে চিন্ময়ী অনন্তরূপিণী,
চিচ্ছক্তিধারিণী সাযুজ্যদায়িনী,
পুনঃ আগমনে স্বতঃ প্রমাথিনী,
চিদোল্লাসে কিবা ত্রিগুণে ভাসি।

(২)

গুণ নিবন্ধন চিত্ত বিকশিত,
রজতমাধিক্যে সত্ত্ব প্রশমিত,
রজাধিক্যে পুনঃ তম তিরোহিত,
রজ সমাধিক্যে বিভোর অতি ;
ভক্তবৃন্দ তাঁর তথা সমুত্তমে,
উদ্ধত মানসে অবৈধ সংযমে,
সমুদ্ভাসি যেন প্রচ্ছন্ন বিভ্রমে,
ধর এ তদীয়া রাজস মতি।

Other miscellany of the poet.

(৩)

ব্যস্ত নিরন্তর তুষিতে স্বজনে,
দয়িতা দুহিতা আত্মীয় নন্দনে,
কিঙ্করী কিঙ্করে অধীনস্থগণে,
শঙ্করী শঙ্কর আগমে ভবে ;
আনন্দে উৎসবে প্রমত্ত অন্তর,
পূত প্রীত যেন বাহ্য অভ্যন্তর,
পূর্ণ প্রতিভায় পূর্ণ শশধর,
বিকাশে চন্দ্রিমা যেরূপে যবে।

(৪)

আমি দৃষ্টিহীন সে উৎসবে মাতি,
আবদ্ধ প্রাঙ্গণে কি দিবা কি রাতি,
একাগ্র মানসে সহসা প্রভাতি,
হেরি দৃশ্যমান সে পদ যেন ;
বদ্ধাঞ্জলি সহ ভক্তি সহকারে,
পৌরাণিকরূপ পুষ্প উপহারে,
অনুক্ষণ রত অভিন্ন প্রকারে,
তবু কৃপা তাঁর না হয় কেন ?

Other miscellany of the poet.

(৫)

নাহি চাহি ধন ঐশ্বর্য্য সম্পদ,
শীর্ষ স্থান অতি শ্রেষ্ঠ উচ্চ পদ,
কান্তি মনোহর কিম্বা সুখাস্পদ,
অনিত্য ক্ষণিক সে সব ছার ;
অন্তর্ধ্যানে যদি অন্তর জ্যোতিতে,
আরাধ্য প্রপূজ্য সে পদ হেরিতে,
হে দেবি সক্ষম প্রভা পূর্ণ চিতে,
তা'হলে অভাব থাকে কি আর ?

(৬)

নহি সন্তাপিত অন্ধত্ব কারণে,
অন্তর দৃষ্টিতে বিস্ফুরিত মনে,
পৌরাণিক চর্চ্চা করিব যতনে,
ধারণা বাসনা এ হেন মম ;
সে ইচ্ছা পূরাও হে শক্তিরূপিণি !
দেহ শক্তি দেহে হে শক্তিদায়িনি !
ভক্তি সহ অতি হে ভক্ততোষিণি !
ভজিবে সে পদ এ ভক্তাধম।

Other miscellany of the poet.

(৭)

ভক্তের অধম না জানি ভকতি,
স্থূল চেতা আমি ক্ষীণ হীন-মতি,
বিকৃত প্রকৃতি ভ্রান্ত মতি গতি,
প্রকৃতিস্থ ভক্তে করহ দেবি ;
ভজন পূজন মন্ত্র সংসাধন
নাহি জানি কিছু আমি অভাজন,
পরকাশি কৃপা দেহ শ্রীচরণ,
অপার আনন্দে সতত সেবি।

সে দিন হইতে বিগত বৎসর,
বিজয়ার দিনে হইয়া ত পর,
বিষাদে ভাসায়ে ভক্তে নিরন্তর,
গিয়াছ নকুলে কুলরূপিণি ;
সে দিন হইতে বিষাদিত মনে,
কামনা বাসনা সাধনা বিহনে,
না হইল পূর্ণ পদ অদর্শনে,
আছি নিরানন্দে দিবা যামিনা

Other miscellany of the poet.

(৯)

এস মা সত্বর বিষাদ কালিমা,
কর বিদূরিত প্রকাশি মহিমা,
জুড়াক নয়ন হেরি সে প্রতিমা,
মন প্রাণ হ'ক আনন্দে ভোর
বিভোর আত্মায় সংকল্প সাধনে,
পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হে দেবি এক্ষণে,
লভি সফলতা পদ দরশনে,
ভ্রমি মহানন্দে এ ভবে ঘোর।

(১০)

এই ত ভবের বিঘোর বিপাক,
এ বিপাকে পড়ি জীবাত্মা নির্ব্বাক,
দুর্ব্বিষহ কৃচ্ছ্রে বীত শান্তি বাক,
তার মা তারিণি এই অধমে ;
অশনে আসীনে শয়নে স্বপনে,
জাগ্রত নিদ্রায় প্রবুদ্ধ চিন্তনে,
কৃতাঞ্জলিপুটে পূজি অনশনে,
ঐকান্তিক চিত্তে এই বিষমে।

Other miscellany of the poet.

(১১)

বিষম ব্যাপার হে শক্তিরূপিণি,
শক্তি হীন দেহ হে শক্তিদায়িনি.
জড়পিণ্ড যেন অনন্তরূপিণি,
উঠিতে বসিতে নাহি শকতি ,
ইন্দ্রিয় নিচয় স্বকার্য্য সাধনে,
বিরত সতত উদ্যম বিহনে,
ম্রিয়মাণ অতি শৈথিল্য কারণে,
আর কেন দেহ দেবি মুকতি ।

(১২)

এস মা তারিণি ভারত উদ্ভাসি,
বিষাদ কালিমা কটাক্ষে বিনাশি,
আনন্দ অসীম স্বগুণে বিকাশি,
এস দেবি হরমনমোহিনি ;
ত্রিতাপ যাউক সুদূর প্রদেশে,
উদ্ভূত হউক নিস্তাপ নিঃশেষে,
আসুক সাযুজ্য যথা পরিশেষে,
তবে ত জানিব কৃপাদায়িনী ।

বিজয়া।

(১)

হাসায়ে ক'দিন ভাসায়ে অকূলে,
কাঁদায়ে অকালে মিশায়ে নির্ম্মূলে,
বিরস হরষে ত্যজি পিতৃকূলে,
নকুলে চলিলে কুলরূপিণি ;
নিরানন্দময় প্রগাঢ় তিমির,
রাহু যথা রোষে হইয়া অধীর,
শশী-সূর্য্যে গ্রাসে করিয়া অস্থির,
তথা ব্যথা হৃদে ঋদ্ধিদায়িনি।

(২)

স্মরিলে তোমার চিন্ময় স্বরূপ,
সব যেন সেই একতার রূপ,
দ্বৈত নাহি থাকে অন্য কোন রূপ,
একতায় যেন সব নিহিত :
একের বিকারে বিভিন্ন আকার,
সুখ শান্তি আশা অশান্তি অপার,
পাপ পুণ্য ধর্ম্ম অধর্ম্মের সার,
এক সূত্রে যেন সব গ্রথিত।

Other miscellany of the poet.

(৩)

এ হেন চিন্তায় কাটিল ক'দিন,
বিজয়ার দিনে সে ধারণা লীন,
সহসা হৃদয়ে পুনঃ সমাসীন,
বিঘ্নবাধাপ্রদ ভব ভাবনা ;
কি ভাবে কি রূপে বিধি অনুসারে,
আজীবন কাল ভক্তি সহকারে,
পৌরাণিক গ্রন্থে পূজিব তোমারে,
না পারি করিতে তার ধারণা ।

(৪)

তুঁমি আদ্যাশক্তি অনন্তরূপিণী,
করুণানিধান জগত-তারিণী,
ত্রিতাপনাশিনী অভয়দায়িনী,
সভয়ে নমি মা তব চরণে ;
দেহ দেবি দীনে করুণা আশ্রয়,
তোমার প্রসাদে দুর্জ্জয় হৃদয়,
অসাধ্যসাধন দুঃসাধ্য না হয়,
পূর্ণ মনোরথ তব স্মরণে ।

Other miscellany of the poet.

(৫)

কালাকাল নাহি তব সন্নিকট,
নাহি পাত্রাপাত্র উদার কপট,
কটাক্ষে তোমার না থাকে সঙ্কট,
হে দেবি শঙ্করি সিদ্ধিদায়িনি ;
অকালে সদয় অকাল বোধনে,
কালের কবলে প্রেরি দশাননে,
কৃতকার্য্য রাম স্বকার্য্য সাধনে,
হে মোক্ষদায়িনি জগন্মোহিনি ।

(৬)

আদ্যাশক্তি তুমি শক্তির আধাঁর,
ভক্তি পূর্ণ চিতে নমি অনিবার,
হে দেবি পূরাও বাসনা আমার,
দেহ শক্তি দেহে মনে বচনে ;
তা'হ'লে তারিণি না রবে অভাব,
যা কিছু বিরোধী আশু তিরোভাব,
অমানিশা শেষে যথা আবির্ভাব,
পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় শশী গগনে ।

Other miscellany of the poet.

(৭)

বসন্তে বাসন্তী শরতে অম্বিকা,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়িকা,
ত্রিতাপনাশিনী অনন্ত কণিকা,
হেমন্তে কালিকা তমরূপিণী ;
দিগম্বর বেশ নৃমুণ্ডমালিনী,
প্রচণ্ড প্রতাপ অসুর নাশিনী,
রণ রঙ্গে স্বতঃ কত প্রমাথিনী,
কে পারে বলিতে তব কাহিনী।

(৮)

কমলা রূপিণী তুমিই আবার,
জগদ্ধাত্রী তুমি জগত-মাঝার,
তুমি সরস্বতী স্বরের আধার,
অন্নপূর্ণা পুনঃ ভব সংসারে ;
কালে কালে কত বিলাস প্রতিমা,
সাত্বিক প্রতিভা তামস কালিমা,
রাজস প্রভাব প্রভূত অসীমা,
উদ্ভূত অনন্ত হৃদি মাঝারে।

Other miscellany of the poet.

(৯)

কত খেলা খেল যা যবে মনন,
অজ্ঞান বালিকা বালক যেমন,
মৃত্তিকার অন্ন লোষ্ট্রের ব্যঞ্জন,
কর্দ্দমের ক্ষীর ছানা মাখন ;
মৃন্ময় পুতুল ভোক্তার স্বরূপ,
সম্পর্ক তাহাতে ন্যস্ত নানারূপ,
কত মিছা ভাণ কত প্রতিরূপ,
কত মোহ মায়া প্রিয় ভাষণ।

(১০)

রন্ধন ভোজন সকলি হইল,
বুভুক্ষার তৃষা কিন্তু না মিটিল,
মিছামিছি সব হইল যাইল,
মিছার ছায়ায় সব সাধিত ;
বৃথা আড়ম্বর বৃথা আয়োজন,
বৃথা পরিশ্রম করণ কারণ,
বৃথা কালক্ষেপ জীবন ধারণ,
বৃথা মিছা কাজে সদা জড়িত॥

Other miscellany of the poet.

(১১)

খেলা ঘরে তব খেলিতে আসিয়া,
বিবেকবিহীন পুতুল সাজিয়া,
অপরের খেলা দেখিয়া শুনিয়া,
যা' খেলা খেলিনু সব বিভ্রান্ত ;
অভীপ্সিত যাহা না হ'ল পূরণ,
আশার আশ্বাস না হ'ল সাধন,
মৃত্তিকার অন্ন করিনু ভক্ষণ,
ক্ষুধার দহনে এবে অশান্ত ।

(১২)

শান্তি বারি দানে ভ্রান্ত অভাজনে,
ক্লান্ত শ্রান্ত ক্লিষ্ট বিপন্ন দুর্জ্জনে,
হৃষ্ট তুষ্ট তৃপ্ত করহ এক্ষণে,
আসন্ন শমন অই নিকটে ;
নাহি যে সময় বিহিত সাধনে,
অথবা অনন্ত শ্রীপদ স্মরণে,
ত্রাসিত মোহিত ভীম দরশনে,
বিকৃত প্রকৃতি এই সঙ্কটে ।

Other miscellany of the poet.

(১৩)

শঙ্করী রূপিণী তুমি যে তারিণী,
সাধকের তুমি সঙ্কট হারিণী,
বিঘ্ন বিনাশিনী অভয়দায়িনী,
অনন্তরূপিণী তুমি ঈশানী ;
অভয়া অম্বিকা ত্রিপুরা ঈশ্বরী,
ত্রিগুণ ধারিণী তুমি মহেশ্বরী,
ত্রিতাপ নাশিনী তুমি সর্ব্বেশ্বরী,
শিবানী সর্ব্বাণী তুমি পাষাণী।

(১৪)

পাষাণের হিয়া পাষাণের কায়া,
পাষাণে রঞ্জিত স্নেহ মোহ মায়া,
ভাবনা ধারণা পাষাণের ছায়া,
সরে না নরে না দুখ দেখিয়া ;
শ্রোত্রমূল যেন অভেদ্য পাষাণ,
অনুভূত যেন নহে শব্দ জ্ঞান,
প্রকৃত পাষাণী যেন বিদ্যমান,
টলে না গলে না স্তোত্র শুনিয়া।

Other miscellany of the poet.

(১৫)

ফণী ক্রূরচেতা সর্ব্বত্র বিদিত,
দংশনস্বভাব স্বতঃ উত্তেজিত,
তথাপি সে শুনে হয়ে স্থির চিত,
যখন সাপুরে কাঁদুনী গায় ;
তাতেও করুণা ক্রমশঃ উদয়,
কোপন স্বভাব তিরোহিত হয়,
কৃপার প্রতিভা দেয় পরিচয়,
হলেও অধম কীটের প্রায়।

(১৬)

জয় জয় দেবি অনন্ত রূপিণী,
জয় আত্মা শক্তি অসুর নাশিনি,
ত্রিগুণ ধারিণি ত্রিতাপ হারিণি,
সাযুজ্য দায়িনি নমি চরণে ;
এ ঘোর আঁধারে অকূল পাথারে,
ও পদ উদ্দেশে বিপদ সংহারে,
মানস প্রসূন অঞ্জলি সঞ্চারে,
পূজি দিবানিশি রেখ স্মরণে।

Other miscellany of the poet.

(১৭)

জয় জয় দেবি কমলদলনি,
ঐশ্বর্য্য রূপিণি জয় নারায়ণি,
চিচ্ছক্তি ধারিণি কনক বরণি,
অন্নদে মোক্ষদে শুভদায়িনি ;
কৃপা পরকাশি করুণ ঈক্ষণে,
অভাব হারিণি হের অভাজনে,
নাহি গতি মম ও পদ বিহনে,
সতত প্রণমি দুঃখ নাশিনি।

(১৮)

জয় জয় দেবি অমৃত ভাষিণি,
জয় বীণাপাণি পঙ্কজ বাসিনি,
জয় বাগ্বাদিনি ভ্রমাপহারিণি,
সারদে বরদে শ্বেত বরণি ;
প্রকাশি করুণা প্রসন্ন অন্তরে,
উর রসনায় রূঢ় কণ্ঠস্বরে,
মূঢ় আমি দেবি গূঢ় ভক্তি ভরে,
নমি তব পদাম্বুজে জননি।

সমাপ্ত